ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

ঈদ-উল-ফিতর সংখ্যা

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ১২ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরি | ৩১ জহুর, ১৩৯১ হি. শা. | ৩১ আগষ্ট, ২০১২ ঈসাব্দ

এই সংখ্যাতে আছে:

- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ৩টি জুমুআর খুতবা ও ১টি ঈদের খুতবা
- জিহাদ ও বিশ্ব-শান্তি
- হযরত যুল-কিফল (আ.)-এর ধর্ম প্রচার
- সারা মাস রোযা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হবে তা-ই প্রকৃত ঈদ
- এলো খুশীর ঈদ
- ডেসটিনি MLM ব্যবসা সংক্রান্ত হুযূর (আই.)-এর সর্বশেষ নির্দেশনা

Eid Mubarak

এই ঈদ-উল-ফিতর-এ
মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অপার অনুগ্রহ দ্বারা
সুরক্ষিত রাখুন আপনাকে ও আপনার পরিবারকে...

ঈদ মুবারাক

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Member | REHAB

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক
প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica
tours & travels

Travel Agent & Tour Operator

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

mPxc Î

১৫ ও ৩১ আগষ্ট ২০১২

কুরআন শরীফ ২

হাদীস শরীফ ৩

অমৃত বাণী ৪

২৭ জুলাই ২০১২-এ প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ৫

২০ জুলাই ২০১২-এ প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ১৩

১৩ জুলাই ২০১২-এ প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ২১

১১ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ প্রদত্ত
ঈদ-উল-ফিতর-এর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ২৮

জিহাদ ও বিশ্ব-শান্তি
আবু সালমান তারেক ৩৫

হযরত যুল-কিফল (আ.)-এর ধর্ম প্রচার
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান ৩৭

সারা মাস রোযা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হবে তা-ই প্রকৃত ঈদ
মাহমুদ আহমদ সুমন ৩৯

এলো খুশীর ঈদ
মৌলভী মুহাম্মদ আমীর হোসেন ৪১

সংবাদ ৪৩

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪৪

সম্পাদকীয়

রহমত মাগফেরাত ও নাজাতে সমৃদ্ধ মাহে রমযান
মহান প্রেমাস্পদের পবিত্র নৈকট্য লাভে তৃপ্ত হোক মানবাত্মা

বসন্তকালের আধ্যাত্মিক সমারোহ নিয়ে আমরা পবিত্র রমযান মাসের প্রথম দশক পাড়ি দিয়ে দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করছি, আলহামদুলিল্লাহ্! এ মাস, পবিত্র এক আবহ সৃষ্টি করে মানবীয় প্রকৃতির ওপর আর পরিশুদ্ধ এক প্রভাবের বিস্তার ঘটায়। সদাচারের পরিচর্যা আর কদাচার পরিহার-এর মাধ্যমে এ মাস ব্যক্তি মানস ও সমাজ জীবনকেও পরিশীলিত করে অপরূপ এক শোভা দান করে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন উভয়ই জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে রহমত ও মাগফেরাতের দশক পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করছি নাজাতের দশকে। আর ক'দিন পরই আমরা ঈদ উদযাপন করব, ইনশাআল্লাহ্।

রমযানের শেষ দশকে খোদা তাআলাকে লাভ করার বিশেষ একটি রাত আসে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম আর তা হলো **লাইলাতুল কৃদর**। লাইলাতুল কৃদর এমন এক রাত যা প্রাচুর্যে ভরপুর। হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী সৌভাগ্য ও উৎকৃষ্ট এ রজনী রমযান মাসের শেষ দশ রাতের কোন এক বিজোড় রাত। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জন করার এ এক মহা সুযোগ, কেননা আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও ক্ষমা লাভের পর এ দশকে রোযাদার আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়।

মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে মুসলমানগণ রমযানের শেষ দশক ইতেকাফে কাটায়, লাইলাতুল কৃদর বা সৌভাগ্য রজনী পাওয়ার আশায়। বরকতময় এ রজনীতে সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে মু'তাকিফীন পার্থিব চিন্তা মুক্ত হয়ে নীরবে নিভৃতে মসজিদে ইবাদতে মগ্ন থাকে। বিগলিত চিত্তে মহান স্রষ্টার সমীপে বান্দার এই আত্মসমর্পণ তাঁর কৃপাকে আরও উদ্বেলিত করে তুলে। রোযাদারের মিনতিভরা আকুতি ও ব্যকুল মিলনাকাঙ্খাকে তৃপ্ত করতে উর্ধ্বালোক থেকে নিম্নে অবতরণ করেন তিনি (আল্লাহ্) বান্দার হৃদয়-কন্দরে। প্রশান্তি লাভ হয় সমর্পিত আত্মার। খোদা-মিলনে পরিতৃপ্ত হয় সে। জাগতিক বৈধ চাহিদাগুলোর অসারতাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কাছে। প্রকৃত সুখ ও আনন্দের সন্ধান লাভ হয় তার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায়-

খোদাই আমার বেহেশ্‌ত। খোদাতেই আমার পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁর দর্শন লাভ করেছি আর সর্বপ্রকার সৌন্দর্য তাঁর মাঝে দেখতে পেয়েছি। পবিত্র রমযান শেষে নাজাতের দশকে এটাই হলো আসল প্রাপ্তি–এ কারণেই রমযান শেষে ঈদুল ফিতরের আনন্দ উৎসব।

আমরা, যারা যুগ-ইমাম'কে মান্য করে লাইলাতুল কৃদর-এর ভিন্ন এক মাত্রা লাভ করেছি, ঈদের এই আনন্দ উদযাপন আমাদের কাছে এক দাবী রাখে আর তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় ***"হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করে দিবে। এটি জীবনের উৎস যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কি করব এবং কি উপায়ে এ সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিব? মানুষের স্মৃতিগোচর করবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়ে বাজারে বন্দরে ঘোষণা করব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং কোন ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করব যাতে শুনবার জন্য তাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়।"***

উল্লেখিত এই আহ্বান ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রতিনিয়ত আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে চলছেন। তাই আল্লাহ্ তাআলার দিকে আহ্বান করার তাগিদপূর্ণ কুরআনী নির্দেশ পালনে আমরা যেন তৎপর থাকি। যেন ভুলে না যাই ঈদফান্ডে আর্থিক কুরবানী পেশ করার কথা আর সমাজের পশ্চাদপদ অংশের প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব থেকেও যেন পিছিয়ে না পরি।

মহান খোদা তাআলার কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন শেষ দশকে তিনি রোযাদার সবাইকে তাঁর নৈকট্যের স্বাদ চাখিয়ে দিন।

সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা।

ঈদ মোবারক

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

১৮৭। আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই[২১০] আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান[২১১] আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়'।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ
اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا
لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ○

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এবং এ মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদ সম্বন্ধে অবগত হয় তখন তারা স্বভাবতই এ থেকে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করে। এ আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এ আয়াতটি মু'মিনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করেছে।

২১১। 'আমার প্রতি ঈমান আনে' এ বাক্যাংশটির অর্থ এস্থলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা নয়। কারণ পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে,'তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়'। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে সাড়া দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতএব 'আমার প্রতি ঈমান আনে' অর্থ এ কথার প্রতি ঈমান আনা যে, আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

হাদীস শরীফ

সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করা উচিত

কুরআন :

আর যারা তাদের পরে আসলো তারা বললো, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক (তুমি আমাদেরকে ও আমাদের সে-সব ভাইকে ক্ষমা কর যারা ঈমানে আমাদের আগে বেড়ে গেছে এবং আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল, বার বার কৃপাকারী (সূরাতুল হাশর : ১১)

হাদীস :

হযরত আবু দারদা (রা.) হ'তে বর্ণিত হযরত রাসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে তখনই ঐ নিযুক্ত ফিরিশ্‌তা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (মুসলিম)।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনদের কল্যাণের জন্যও যেন দোয়া করে।

ব্যাখ্যা :

ইসলাম মানবতার ধর্ম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার ধর্ম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনদের কল্যাণের জন্যও যেন দোয়া করে। প্রথমত: দোয়া হৃদয়ের গহীন হতে সৃষ্ট ব্যাকুলতার নাম। অপরজনের দু:খ-কষ্ট ও মুক্তির ভাবনা ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না তাকে নিজের লোক বলে মনে করা হয়। আর এরূপ ভাবা তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ে মানবপ্রেম উৎসারিত হয়। ইসলাম শুধু কোন ব্যক্তির মুক্তির কথা বলে না বরং তার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মানুষের মুক্তির কথাও বলে। তাই পবিত্র কুরআন বলে, শুধু নিজের জন্যই ইস্তিগফার ও ক্ষমা চাওয়া নয় বরং অন্যান্যদের জন্যও ইস্তিগফার কর।

হাদীসটিতে অনুপস্থিত ভাইদের জন্য দোয়া করার ফযিলত বর্ননা করা হয়েছে। আঁ-হুযূর (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ ইসলাম স্বার্থপর হওয়াকে অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অপরের খোদামুখী হওয়া ও হেদায়াত পাওয়ার বাসনা ও কল্যাণমন্ডিত হবার কামনা করা খোদার আশীসকে আকর্ষণ করে। আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে এ বিষয়টিকে আমরা অতি মাত্রায় লক্ষ্য করে থাকি। এমনকি আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, "তুমি কী তাদের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এরূপ করা যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে সেখানে আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব। পবিত্র রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমাদের অনেক বেশি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে রত হয়ে সবার জন্য দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

খোদা আপনাদের প্রতি করুণা করুন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে আমাকে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল তখন আমি আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে বুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কোন ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করেছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কুপ্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সিররুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

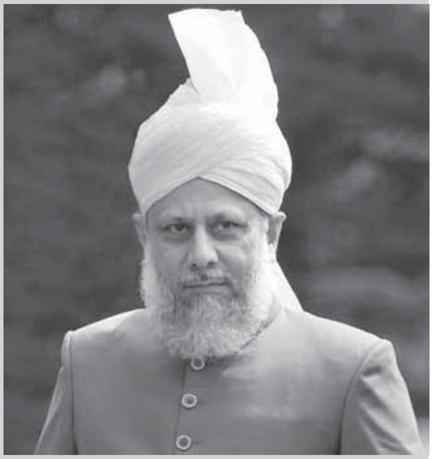

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৭ জুলাই ২০১২-এর (২৭ ওফা, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

ইবাদত ও সৎকর্মই রোযার প্রকৃত শিক্ষা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

রোযার মাস থেকে একমাত্র সে-ই এ কল্যাণমন্ডিত হতে পারে বা কল্যাণমন্ডিত হবে– যে পুণ্যকর্ম করবে, যে তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি ধারণ করে রোযা রাখবে এবং এর পাশপাশি নিজের প্রতিটি কর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আমরা কল্যাণময় রমযান মাস অতিবাহিত করছি। ভাগ্যবান তারা যারা এ মাস থেকে কল্যাণমন্ডিত হবে। রোযার গুরুত্ব বুঝলে এবং সে অনুযায়ী কাজ করলে এ কল্যাণ লাভ হয়। হযরত মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) নিঃসন্দেহে যথার্থ বলেছেন, রমযান এলে বেহেশ্‌তের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু সবার জন্যই কি বেহেশ্‌তের দ্বার খুলে দেয়া হয়, শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়? কোনভাবেই সবার জন্য এমনটি হতে পারে না বরং এখানে মু'মিনদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

কিন্তু এরপরও প্রশ্ন উঠে, শুধু বাহ্যিকভাবে ঈমান আনলে বা মুসলমান হলে এবং রোযা রাখলেই কি মানুষ এসব কল্যাণ লাভ করবে? এতটুকুই কি যথেষ্ট? এতটুকুই যদি যথেষ্ট হতো তবে কেন আল্লাহ্ তা'লা বার বার ঈমান আনার পাশপাশি সৎকর্মের প্রতি অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং অনেক বেশি জোড় দিয়েছেন? আল্লাহ্ বলেছেন, কোন মানুষ যদি সৎকর্ম করে তবে সে এর প্রতিদান পাবে তা সে যে ধর্মেরই অনুসারি হোক না কেন।

অতএব রোযা রাখা, বা রমযান মাস পেলেই মানুষ বেহেশ্‌তের উত্তরাধিকারী হয় না বরং এর সাথে আরো কিছু আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে যেগুলো পালন করা একান্ত কর্তব্য। কতিপয় শর্তও রয়েছে যেগুলো পূর্ণ করাও জরুরী এবং এমন সৎকর্মের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে, যেগুলো পালন করা একজন মু'মিনের জন্য আবশ্যক। অন্যথায় সকালে খাবার খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কিছু না খাওয়া (কোন ব্যাপারই না), সারা পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা সকালে খায় আবার সন্ধ্যায় খায়। বরং তথাকথিত কিছু ফকির (সংসারত্যাগী) এমনও অভ্যাস করে, নিজেকে এমন কষ্টে নিপতিত করে যে, তারা কয়েক দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের মাঝে কোন ইবাদত ও পুণ্যকর্ম থাকে না।

পৃথিবীতে আবার অনেক এমন মানুষও আছে যারা অভাবের কারণে অনাহারে দিন কাটায়। তাদের অবস্থা এতই করুন যে, কোন মতে দিনে একবেলা খেতে পায়। আবার এমন লোকও আছে যাদেরকে ডাক্তার কতক বিশেষ খাবার খেতে বারণ করেন। তাদেরও প্রায় সারাদিনই না খেয়ে থাকার মত অবস্থা হয়। আরো কতক মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা ডায়েটিং-এর শখের কারণেও প্রায় সারাদিনই না খেয়ে থাকে।

এই তো দু'দিন পূর্বে এক মা আমার কাছে এসে বললেন, আমার মেয়ে সবে যৌবনে পা রেখেছে, তার মাথায় ভুত চেপেছে, আমাকে হালকা পাতলা হতে হবে, সে

খেতে চায় না। বর্তমানে ওজন কম রাখার বিষয়টি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এজন্য সে পানাহার প্রায় ছেড়েই দিয়েছে আর আমাকে খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সে দিনে একবার খায় তাও খুব কম। এভাবে সে এক দেড় মাসে প্রায় ১৪/১৫ পাউন্ড ওজন কমিয়ে ফেলেছে। এটি ছিল এক মায়ের দুঃশ্চিন্তার বিষয়। আর মেয়ে হয়ত এখন ভাবছে, রমযান এসেছে তাই আমি যদি অষ্ট প্রহর (রাতদিনে একবার খেয়ে) রোযা রাখি তবে পুণ্যও হবে, রমযান মাস হওয়ায় শয়তান যেহেতু শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে তাই সোয়াবও পাওয়া যাবে, এক ঢিলে আমার দুই পাখি মারা হবে। আমার জানা মতে এমন লোকও আছে যারা রোযা রেখে সারাদিন শুয়ে বসে কাটায়, কোন কাজ করে না, কারণ রোযা রাখতে কষ্ট হবে। আর এভাবে সে মনে করে, পুণ্যের সোয়াব পেয়ে গেছি।

মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, রোযা রাখ, রমযান এসেছে, শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়েছে, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কাজেই তোমাদের পুণ্যকর্ম করতে হবে। নিঃসন্দেহে তোমরা প্রত্যুষে সেহরী খাও, আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন- খাও, আর সন্ধ্যায় ইফতারী কর। যেভাবে আমি বলেছি, অনেকে এমন আছে যারা কোন অপারগতার জন্য অষ্ট প্রহর রোযা রাখে। কিন্তু এর ফলে তোমরা মনে কর না যে, তোমরা রোযার সোয়াব পেয়েছ বা তোমাদের শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে অথবা তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নাম হারাম হয়েছে।

রোযার মাস থেকে একমাত্র সে-ই এ কল্যাণমন্ডিত হতে পারে বা কল্যাণমন্ডিত হবে যে পুণ্যকর্ম করবে, যে তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি ধারণ করে রোযা রাখবে এবং এর পাশপাশি নিজের প্রতিটি কর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করার চেষ্টা করবে। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার সাথে রোযা রাখবে তার রোযা কবুল হবে, জান্নাতকে তার নিকটবর্তী করা হবে এবং তার শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হবে।

এসব পুণ্যকর্ম বা রোযা যেখানে সৎকর্মের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী করবে সেখানে একজন মু'মিনকে মন্দকর্ম থেকে বিরত হতে, নিজের বদভ্যাস দূর করতে সচেষ্ট করবে এবং এজন্য সে পরিশ্রম বা সাধনা করবে। একজন মু'মিন তার ইবাদতের মানও উন্নত করার চেষ্টা করবে। শুধু ফরযের প্রতিই মনোযোগী হবে না, আর এগুলো পালনেই সচেষ্ট হবে না বরং নফলের প্রতিও মনোযোগী হবে এবং সেগুলো পালনের ক্ষেত্রেও একজন মু'মিন সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আর যখন বান্দার অধিকার সুরক্ষার প্রতি মনোযোগী হবে, আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগী হবে এবং গরীবের অধিকার প্রদানের ব্যাপারেও সচেষ্ট হবে তখনই রমযান মাস হতে পুরোপুরিভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়া সম্ভব হবে।

> মিথ্যাকে আল্লাহ্ তা'লা শির্‌ক-এর সমতুল্য আখ্যা দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) রমযান ছাড়াও সারা বছরই উদারহস্তে দান-খয়রাত করতেন, কুরবানী করতেন। এ কুরবানী ও সাহায্য-সহায়তা তিনি (সা.) এমনভাবে করতেন, যার কোন তুলনা নেই এবং কেউ এর মোকাবিলা করতে পারত না। কিন্তু রমযান মাসে মনে হতো, এমনভাবে দান-খয়রাত করছেন যেন প্রবল ঝড়ো বাতাস বইছে। ইবাদতের চরম সীমাও ছাড়িয়ে যেত। এমনিতেই মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের কোন তুলনা ছিল না, কিন্তু রমযানে তিনি আরো বেশি অতুলনীয় হয়ে যেতেন। মহানবী (সা.) আমাদের বলেছেন, এটি মনে কর না যে, রমযান এসেছে তাই কোন কিছু না করে শুধু রোযা রেখেই সব পেয়ে যাবে! এ থেকে তোমরা কীভাবে কল্যাণমন্ডিত হতে পার– সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (সা.) বলেছেন, এক হাদীসে এসেছে।

{হুযূর (আই.) বলেন}, একটি হাদীস আমি পূর্বেই বলেছি, তোমরা পুরো বিশ্বাস ও আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ থেকে (রোযা) রাখ, এখন এ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও প্রতারণামূলক কাজ পরিত্যাগ না করে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার অভুক্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন মূল্য নেই। রোযার রীতি-নীতি পালন করাও জরুরী।

মহানবী (সা.) উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, মিথ্যা বলা এবং প্রতারণামূলক কাজ করা থেকে যে বিরত না হয় তার রোযা নেই। এ কথার মাধ্যমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মন্দকর্ম হতে শুরু করে বড় বড় মন্দকর্মের প্রতিও দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন। মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা বলে তাকে তার সমস্ত দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ থেকে পবিত্র করে দিয়েছেন। এ উদাহরণও পাওয়া যায় যে, যাকে বলেছিলেন, তোমাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিজ্ঞার ফলে তার চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত দুর্বলতা দূর হয়েছে। অধিকন্তু দেখুন! মিথ্যাকে আল্লাহ্ তা'লা শির্‌ক'এর সমতুল্য আখ্যা দিয়েছেন।

যেভাবে তিনি বলেছেন,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

অর্থাৎ অতএব তোমরা প্রতিমা সমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর।

(সূরা আল্ হাজ্জ-৩১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অর্থাৎ 'মূর্তি ও মিথ্যার অপবিত্রতা পরিহার কর'। এটি একটি পরিভাষাগত অনুবাদ। তিনি (আ.) আরো বলেন, মূর্তিপূজা ও মিথ্যা বলা পরিত্যাগ

কর। অর্থাৎ মিথ্যাও এক ধরনের মূর্তি, এর উপর যারা ভরসা করে তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা ছেড়ে দেয়। কাজেই মিথ্যা বললে আল্লাহ্‌র সাথেও সম্পর্ক থাকে না।

অতএব মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতারণামূলক কাজ করে তার রোযা নেই। এর কারণ, একদিকে রোযাদারের দাবী, আমি আল্লাহ্‌ তা'লার নির্দেশে রোযা রাখছি। কেননা পবিত্র কুরআনের যেখানে রোযা ফরয হবার নির্দেশ আছে সেখানে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের জন্য রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে

(সূরা আল্‌ বাকারা-১৮৪)।

কাজেই একদিকে তোমরা রোযা রাখ, আর অন্যদিকে যার নির্দেশে রোযা রাখা হ"ছ, অর্থাৎ যদিও একদিকে আল্লাহ্‌ তা'লার নির্দেশে রোযা রাখছে, কিন্তু অন্য দিকে যাঁর নির্দেশে রোযা রাখা হচ্ছে তাঁর বিপরীতে মিথ্যাকে আল্লাহ্‌ হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। অতএব এ দু'টি কাজ একসাথে হতে পারে না। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, 'মানুষ তার সকল কাজ নিজের জন্য করে কিন্তু রোযা আমার জন্য রাখে আর আমি নিজেই এর প্রতিদান হব।' কাজেই একটি কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশে করা হয়, আল্লাহ্‌ তা'লার জন্য ও তাঁর ভালবাসা লাভের জন্য করা হয় আর এ বাসনা করে যে, আমার এ রোযার প্রতিদান আল্লাহ্‌ তা'লা স্বয়ং হবেন অর্থাৎ এ প্রতিদানের কোন সীমা নেই। কেননা আল্লাহ্‌ তা'লা স্বয়ং যদি প্রতিদান হয়ে যান তাহলে সে প্রতিদানের নির্দিষ্ট কোন সীমা থাকে না। তাহলে এটি সম্ভবই নয় যে, সে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে, নিজের কথাবার্তায় ও কাজ-কর্মে মিথ্যা যুক্ত হবে। মহানবী (সা.) এটি বলেন নি যে, শুধু মুখ দিয়ে মিথ্যা বলবে না বরং ব্যবহারিক মিথ্যাকেও এর সাথে যুক্ত করেছেন, আর ব্যবহারিক মিথ্যার অর্থ হচ্ছে, মানুষ যা বলে তা করে না। রোযাতে ইবাদতের মান উন্নত হওয়া উচিত, নফলের মান উঁচু হওয়া উচিত। কিন্তু কোন মানুষ যদি এর জন্য চেষ্টা না করে, আর রোযার আগে যেভাবে জীবন অতিবাহিত করছিল সেভাবেই অতিবাহিত করে তবে এটি কোন ভাল কাজ নয়।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'রোযাদারের সাথে কেউ যদি ঝগড়া করতে আসে তবে সে যেন তাকে বলে দেয় 'আমি রোযাদার' এবং প্রত্যুত্তর না দেয়'। অতএব এটি হল রোযার করণীয়– যা পালন করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি ঝগড়াটের প্রতি উত্তর দেয় তবে তা হবে ব্যবহারিক মিথ্যা। কেউ যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালন না করলে তা হবে ব্যবহারিক মিথ্যা। অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করা না হলে তা হবে ব্যবহারিক মিথ্যা।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া চলছে আর রমযানে নিজেদের মাঝে এ নিয়্যতে যদি পরিবর্তন সৃষ্টি না করে যে, আমরা এখন এই রমযান মাসের সুবাদে আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাব এবং পারস্পারিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করব যাতে এ রমযানে আল্লাহ্‌ তা'লার ভালবাসা লাভ করতে পারি, আল্লাহ্‌ তা'লা স্বয়ং যেন আমাদের প্রতিদান হয়ে যান; নতুবা নিঃসন্দেহে এ দাবী শুধু বুলিসর্বস্ব হবে যে, আমরা আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখছি। কেননা কার্যকলাপ তাকে মিথ্যা প্রমাণ করছে। ব্যবহারিক মিথ্যার আরো অনেক দিক আছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো হল, রোযা রাখার পরও নিজেদের ইবাদত, যিক্‌রে ইলাহী, নফল পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টির উপর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক উদ্দেশ্য এবং জাগতিক লাভকে প্রাধান্য দেয়া। কেউ কেউ এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে আছে, তারা তাদের লাভের জন্য এবং জাগতিক উন্নতির জন্য ব্যবসা ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে। এমন মনে হয় আল্লাহ্‌র চেয়ে মিথ্যা যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই ব্যবহারিক ও মৌখিক উভয় মিথ্যাই এক ধরনের শির্‌ক।

মহানবী (সা.) বলেছেন, এমন রোযাদারের রোযা সত্যিকার অর্থে অভুক্ত থাকা বৈ আর কিছু নয়। কেননা আল্লাহ্‌ তা'লার দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই। রমযান নিশ্চিত ভাবে বিপ্লবের কারণ হয়ে থাকে। এতে শয়তানও শিকলাবদ্ধ থাকে, জান্নাতও নিকটবর্তী হয়। কিন্তু এগুলো তাদের জন্য যারা নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করে। যারা নিজেদের প্রতিটি কথা ও কাজ আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী করার চেষ্টা করে, আল্লাহ্‌ তা'লার নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করে এবং নিজেদের উপর আল্লাহ্‌ তা'লার অনুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আল্লাহ্‌ তা'লার দয়া, ক্ষমা ও মার্জনা যা সাধারণ দিনের চেয়ে এ মাসে অনেক বৃদ্ধি পায় তা থেকে যেন সর্বাধিক উপকৃত হয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির প্রতিমা ও মিথ্যা খোদা যা অজ্ঞাতসারে বা অনেক সময় জ্ঞাতসারে আল্লাহ্‌ তা'লার বিপরীতে দন্ডায়মান হয় সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। এরূপ চেষ্টা-সাধনার ফলে মানব প্রকৃতিতে এক ধরনের বিপ্লব সাধিত হয়। আল্লাহ্‌ তা'লার অনুশাসন পালনের জন্য রোযার পাশাপাশি ইবাদতে উন্নত মান অর্জন করা প্রয়োজন, বেশি বেশি কুরআন শরীফ পাঠ ও তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন; এছাড়া এসব ইবাদতের প্রভাব, পবিত্র কুরআন পাঠের প্রভাব নিজের

> রমযান নিশ্চিত ভাবে বিপ্লবের কারণ হয়ে থাকে। এতে শয়তানও শিকলাবদ্ধ থাকে আর জান্নাতও নিকটবর্তী হয়। কিন্তু এগুলো তাদের জন্য যারা নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করে।

বাহ্যিক অবস্থা এবং আচার-ব্যবহারেও প্রস্ফুটিত হওয়া আবশ্যক। যেন ব্যবহারিক সত্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, 'এখন আমার এ উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন নেই যে, তোমরা হত্যা কর না কেননা চরম দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছাড়া আর কে অন্যায়ভাবে হত্যার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু আমি বলছি, অন্যায়ের ব্যাপারে হঠকারী হয়ে সত্যকে হত্যা কর না। যদি শিশু বা কোন বিরোধীর কাছেও সত্য পাও তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের অসার যুক্তি পরিত্যাগ করে সত্য গ্রহণ কর'। (এমন নয় যে, আমার বিরোধী কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলছে তাই জিদের বশে আমি তা গ্রহণ করব না। যুক্তি দিও না এবং বিতর্কও কর না। বরং এগুলো পরিত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ কর)।

হুযূর (আ.) বলেন, 'সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং সত্য সাক্ষ্য দাও। যেভাবে মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেন,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

(সূরা আল্ হাজ্জ-৩১)।

অর্থাৎ প্রতিমা সমূহ ও মিথ্যার অপবিত্রতা থেকে আত্মরক্ষা কর কেননা এটি (মিথ্যা) মূর্তির চেয়ে কম নয়'। তিনি (আ.) বলেন, 'যে জিনিস তোমাদের সত্য বিমুখ করে সেটিই তোমাদের জন্য প্রতিমা স্বরূপ। তোমাদের পিতা-ভাই বা বন্ধু-বান্ধবের বিরুদ্ধে হলেও সত্য সাক্ষ্য দাও। কোন শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এথেকে বিরত না রাখে'। কোন ধরনের শত্রুতা যেন তোমাদের সততায় বাধার সৃষ্টি না করে। তিনি (আ.) আরো বলেন, 'কথার আঘাত ভয়ংকর হয়ে থাকে। তাই একজন মুত্তাকী নিজের ভাষা সংযত রাখে। তার মুখ থেকে তাক্বওয়া পরিপন্থী কোন কথা বের হয় না। অতএব তোমরা তোমাদের জিহ্বার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার কর, জিহ্বা যেন তোমাদের উপর কর্তৃত্ব না করে, যার ফলে তোমরা আবোল-তাবোল বকতে থাক'।

অতএব এটি হল, তাক্বওয়া বা খোদাভীতি। এ রমযানে তাক্বওয়া অবলম্বন করার এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারি এবং সেসব জান্নাতে প্রবেশ করা আমাদের জন্য যেন সহজ হয় যেগুলোর দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে।

আমাদের মাঝে প্রত্যেকে যদি আত্মবিশ্লেষণ করে তাহলে স্বয়ং বুঝতে পারবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাতর এ বাণী এবং উপদেশের প্রতি কতজন অনুশীলন করছে। তিনি (আ.) বিশেষভাবে ইযালায়ে আওহাম গ্রন্থে নিজ অনুসারীদেরকে অর্থাৎ নিজ জামাতের সদস্যদেরকে এ উপদেশ প্রদান করেছেন। আমাদের প্রত্যেকে যদি ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সত্যকে পরাভূত হওয়া থেকে রক্ষা করে তাহলে আমাদের পারিবারিক সমস্যাগুলোরও সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের এখানে ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন সময় কাযা বোর্ডে নালিশ আসে, তাও দূর হয়ে যাবে।

কমপক্ষে আমাদের আহমদী সমাজে লেনদেনের যে সমস্যা বিরাজমান আছে, তাও দূর হয়ে যাবে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে এবং নিজের আমিত্বকে প্রাধান্য দেবার কারণে এসব সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দায়িত্ববোধের চেতানায় এতটাই সমৃদ্ধ হও যে, কোন শিশুও যদি বলে তবে তা মেনে নিবে– তাহলে অনেক মন্দ বিষয় থেকে পরিত্রাণ পাবে। তখন আমিত্বের কারণে কেউ ভাববে না যে, এই ছোট্ট শিশু আমাকে উপদেশ দিচ্ছে! এ তুচ্ছ ব্যক্তি আমাকে সত্যের পানে পথ প্রদর্শন করছে! এ দরিদ্র ব্যক্তি আমাকে সত্যের কথা বলছে! কাজেই সত্য গ্রহণ করার জন্যও বিনয়ের প্রয়োজন। আর এ বিনয় এমন এক পুণ্য যা খোদা তা'লা খুবই পছন্দ করেন। তাই দেখ! সত্যের পুণ্যের সাথে আরো কত পুণ্য জন্ম লাভ করছে। এক পুণ্যের পর অন্যান্য পুণ্যও সৃষ্টি হতে থাকে। আর এটিই মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ভাজন বানিয়ে দেয়। অন্যান্য বিষয়ের সাথে উদ্ধৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন তা হল, যে বিষয় তোমাদেরকে সত্য থেকে বিমুখ করে দেয় সেটিই তোমাদের উন্নতির পথের মূর্তি স্বরূপ। তাই রমযান থেকে যদি আমাদের পূর্ণ কল্যান লাভ করতে হয়, যদি আমরা শয়তানের শিকলাবদ্ধ হওয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়া এবং জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হওয়া থেকে পূর্ণ লাভবান হতে চাই, তবে আমাদেরকে পূর্ণরূপে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আমাদের কিবলা খোদা তা'লার দিকে হতে হবে, তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার এ বাণী থেকে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হব যে, আমি তোমাদের জন্য রমযান মাসে, রমযানের কল্যাণে জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছি। মহানবী (সা.)-এর এই বাণীর প্রতি মনোযোগী হলে এবং আমল করলে আমরা জান্নাতের দরজা লাভ করব। তা হল, নিজ কথা ও কাজে সততার মান উন্নত করতে হবে। এ দিকে যদি মনোযোগ না থাকে তবে তোমাদের পিপাসার্ত বা ক্ষুধার্ত থাকায় খোদা তা'লার কোন প্রয়োজন নেই।

ইবাদত এবং বিভিন্ন ধরনের পুণ্যের পথ বাতলে দিয়ে খোদা তা'লা উক্ত পথের পথিকদের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন। রমযান মাসে ঐসব ইবাদত এবং পুণ্যের মাধ্যমে ঐ নিয়ামতরাজি অর্জন করার সকল পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যা খোদা তা'লার নিজ বান্দার প্রতি অপার অনুগ্রহ এবং দয়া স্বরূপ। অনন্ত পুরস্কারের ধারা সূচিত করেছেন এবং বলেছেন, 'এসো, আমার সন্তুষ্টির জান্নাতসমূহে প্রবেশ কর'। কিন্তু স্মরণ রাখবে, এর মাঝে প্রবেশ করার জন্য কথা ও কাজে সত্য অবলম্বন করতে হবে। যদি এ কিবলার অনুসরণ কর, তবে যেভাবে আজকাল প্রত্যেক গাড়ীতে নেভিগেশন লাগানো হয়, নেভিগেশনের মাধ্যমে তোমরা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পার, সেভাবে তোমরাও তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। অন্যথায় রমযান সত্ত্বেও তোমরা দিকভ্রান্ত হবে। জাগতিক যে নেভিগেশন রয়েছে, এতে অনেক সময় ভুলও হয়ে যায়। অনেক সময় সঠিক পথ প্রদর্শিত হয় না। নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত হয় আর তা দেখাও যায় না। অনেক সময় দু'টি পথ থেকে একই গন্তব্যের দিকে পথ নির্দেশিত হয়। দীর্ঘ পথ ঘুরতে হয় অথবা সঠিক পথ অন্বেষণে মানুষ অলি-গলিতে ঘুরতে থাকে। ট্রাফিকে আটকে যায়। কিন্তু যদি খোদা তা'লার দিকে কিবলা সঠিক হয়, তবে সোজা জান্নাতের দরজায় মানুষ

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া চলছে আর রমযানে নিজেদের মাঝে এ নিয়্যতে যদি পরির্বতন সৃষ্টি না করে যে, আমরা এখন এই রমযান মাসের সুবাদে আমাদের সর্ম্পকের উন্নয়ন ঘটাব এবং পারস্পারিক প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করব যাতে এ রমযানে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং যেন আমাদের প্রতিদান হয়ে যান; নতুবা নিঃসন্দেহে এ দাবী শুধু বুলিসর্বস্ব হবে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখছি। কেননা কার্যকলাপ তাকে মিথ্যা প্রমাণ করছে।

পৌঁছে যায়। তাই এ রমযানে আমাদের প্রত্যেককে নিজ কিবলা ঠিক করার চেষ্টা-সাধনা করা প্রয়োজন। নিজের কথা ও কাজের মান উন্নত করুন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশের চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দিন।

এ বিষয়টি আমি কিছুটা সংক্ষেপ করেছি। হয়ত আল্লাহ্ চাইলে বাকী বিষয় আগামী জুমুআয় বর্ণনা করব। সংক্ষিপ্ত করার কারণ, এখন আমি জামাতের একজন প্রবীন বুযূর্গ সম্পর্কে বলতে চাই যিনি সম্প্রতি মৃত্যু বরণ করেছেন। এ বুযূর্গ হচ্ছেন, মোকার্‌রম চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব। পাকিস্তানের সব আহমদী না হলেও জামাতের অধিকাংশ মানুষ তাকে চিনেন। বিশেষভাবে পুরনো আহমদীরা অবশ্যই তাঁকে চিনে থাকবেন। তিনি দীর্ঘদিন উকিলুল মাল-আউয়াল (১) হিসেবে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি সেই বুযূর্গ যিনি জামাতের বর্তমান ব্যবস্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর না হলেও কমপক্ষে মধ্যবর্তী ইট হিসেবে অবশ্যই ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি তরবীয়ত পেয়েছেন। নিঃস্বার্থভাবে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। আজ আমরা যে ফল ভোগ করছি তাতে এসব পুরনো লোকদের নিঃস্বার্থ সেবার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি ছাড়াও আরো কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের সম্পর্কেও বর্ণনা করব।

আমি মোকার্‌রম ও মোহতরম চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেবের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষেপে স্মৃতিচারণ করছি। তিনি গত ২২ জুলাই ২০১২ তারিখে ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তাঁর পিতা হযরত হাফিয আব্দুল আযীয সাহেব এবং মাতা হযরত আয়েশা বেগম সাহেবা (রা.) উভয়ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর দাদা দ্বিতীয় খলীফার যুগে বয়আত করেছিলেন। তাঁর দাদা চৌধুরী নবী বখ্‌শ সাহেব তৎকালীন জম্মু রাজ্যের সম্মানিত জমিদার ছিলেন। মুসলমানদের উপর বিভিন্ন বাধ্য-বাধকতা আরোপের কারণে রানী ভিক্টোরিয়ার যুগে তিনি হিজরত করে শিয়ালকোট চলে আসেন। চৌধুরী শাব্বির সাহেবের পিতাও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। হাফেযে কুরআন হবার কারণে নিজ অঞ্চলে খুবই পরিচিত ছিলেন। এজন্য তিনি নিজ সন্তানদেরও ধর্মীয় পরিবেশে প্রতিপালন করেছেন। চৌধুরী শাব্বির সাহেব স্কচ মিশন মডেল স্কুল শিয়ালকোট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৩১ সনে অষ্টম শ্রেণী পাশের পর তাঁর পিতা শিক্ষার্জনের জন্য তাঁকে কাদিয়ান পাঠিয়ে দেন। তা'লীমুল ইসলাম কলেজ কাদিয়ান থেকে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন।

তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর সান্নিধ্যে থেকে তরবীয়ত লাভ করেন। নযম পাঠের খুব শখ ছিল তাঁর, অনেক সুযোগও পেয়েছেন। অন্যান্য নযম ছাড়াও তিনি প্রথমবার কাদিয়ানে সীরাতুন্নবী জলসায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বক্তৃতার পূর্বে নযম পাঠ করেন। এরপর মেট্রিক পাশের পর যেহেতু কাদিয়ানে কোন কলেজ ছিল না, তাই শিয়ালকোটের মারে কলেজ থেকে তিনি বিএ পাশ করেন। কিছু দিন তিনি কাদিয়ানে থাকেন, এরপর হযরত মৌলভী শের আলী সাহেবের সাথে দপ্তরে কাজ করেন। হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব যখন কুরআন অনুবাদের কাজে রত ছিলেন, তখন তিনি তার সাথে টাইপিং এর কাজ করতে থাকেন। এরপর তিনি চাকুরীর সন্ধানে লাহোর যান। কিছু কাল সাংবাদিকতার কাজেও জড়িত ছিলেন। তিনি একজন ভাল কবিও ছিলেন, স্বরচিত নযম খুব সুললিত কণ্ঠে পাঠ করতেন। কথাবার্তায় খুব অমায়িক এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। মোটকথা তিনি পুণ্যের একটি ভান্ডার ছিলেন। ১৯৪০ সনে মিলিটারী একাউন্টস্ পরীক্ষা পাশ করেন এবং চাকরীর জন্য নির্বাচিত হন। সেখানে এগার বছর কাজ করেন। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯৪৪ সনে তিনি নিজেকে ওয়াক্‌ফের জন্য আবেদন করেন।

কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৫০ সনে তাঁকে ডাকেন এবং স্বয়ং নিজে তাঁর ইন্টারভিউ নেন। এরপর তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে রাবওয়ায় চলে আসেন। প্রথমে সহকারী উকিল এবং পরে উকিলুল মাল-আউয়াল হিসাবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তিনি ৫২ বছর উকিলুল মাল-আউয়াল এবং এর পূর্বে আরো দশ বছর জামাতের সেবা

করেন। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জামাতের কাজ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বও উত্তমভাবে পালন করেছেন। তিনি রাবওয়ার কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম মোতামাদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন পদে থেকে সেবা করেন। আনসারুল্লাহ্‌র নায়েব সদর স'ফে দওম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বিশেষ সদস্য ছিলেন দীর্ঘদিন। কাজী এবং মজলিস কারপরদাযের সদস্যও ছিলেন।

১৯৬০ সালে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের স্ত্রীর পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করার সৌভাগ্যও লাভ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফরে যেতেন। তার বেশ কিছু কবিতার আসরও হয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত একাধারে তিনি রাবওয়ার সালানা জলসায় দুররে সমীন থেকে নযম পাঠের সুযোগ লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে ১৯৮৬ ও ১৯৯৮ সালে যুক্তরাজ্যের জলসায়ও নযম পাঠ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একবার তাঁর নযম শুনে বলেছিলেন, আপনি রাবওয়া ও কাদিয়ানের পুরাতন জলসার স্মৃতিকে জাগ্রত করে দিয়েছেন। তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি যখনই বিভিন্ন জামাত সফরে যেতেন, প্রজেক্টর ও স্লাইড নিয়ে যেতেন।

দীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে নির্মিত আমাদের মিশন হাউজ, হাসপাতাল, স্কুল ও মসজিদসমূহ দেখাতেন। যা নিজেদের তরবীয়তেরও কারণ হত এবং কুরবানীসমূহের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ছোট ছোট উপজেলা বা গ্রামে অনেক সময় অ-আহমদীরাও আসত এবং আহমদীয়া জামাতের ইসলাম সেবা দেখানোর ফলে তবলীগেরও সুযোগ সৃষ্টি হত। তিনি যুক্তি-প্রমাণ ও দলীলের পরিবর্তে প্রজেক্টরের মাধ্যমে তবলীগ ও তরবীয়তের অনেক কাজ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তার শক্তি সামর্থ্য ছিল তিনি নিরবধি এ কাজই করে গেছেন।

তিনি ২০০৯ সালে এখানে এসেছিলেন এবং খিলাফত জুবিলীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক রিপোর্টি উপস্থাপন করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। অনুরূপভাবে জামাতের পক্ষ থেকে যুগ খলীফাকে আমাকে জামাতের বিশেষ কোন কাজের উদ্দেশ্যে জুবিলীর যে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল তাও তিনিই উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর এক ছেলে আমেরিকায় ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী এবং সিলসিলাহ্‌র মুবাল্লেগ। দ্বিতীয় ছেলেও ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী এবং রাবওয়ায় নায়েব নাযের রিশ্‌তানাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। তৃতীয় ছেলে ফযল আহমদ তাহের খন্ডকালীন ওয়াক্‌ফ করে আফ্রিকায় ছিল, বর্তমানে লন্ডনে যুক্তরাজ্য জামাতের সেক্রেটারী তা'লীম হিসেবে জামাতের সেবা করছে। এই হচ্ছে তাঁর তিনজন ছেলে। তাঁর মেয়ে এবং জামাতাদেরও জামাতের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মাঝে আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনদের নিয়মিত তবলীগ করতেন।

তাঁর রীতি ছিল, তাঁর কাছে যেসব পত্র-পত্রিকার আসত বা মতবিরোধ সংক্রান্ত লেখা প্রকাশিত হলে তিনি শিয়ালকোট বা যেখানেই থাকতেন তা তাদের নামে পোষ্ট করে দিতেন। আত্মীয়-স্বজনদের ঠিকানা তাঁর মুখস্ত ছিল। এভাবে আল্ ফযল বা অন্য যে কোন পত্রিকা প্রেরণ করতেন। অফিসের লোকজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। তাঁর অফিসের একজন কর্মী লিখেন, একবার তিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি সাধারণত সাইকেল চালিয়ে অফিসে আসতেন। কিন্তু তিনি যখন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আমিই বলেছিলাম, তাঁকে আনতে গাড়ী পাঠানো উচিত। সম্ভবত এর আগেও হয়ত গাড়ী ব্যবহার করা হতো। যাহোক অফিসের কর্মী তাঁকে নেয়ার জন্য গাড়ী পাঠাতে দেরি করে ফেলে। সেই কর্মী বলেন, গাড়ী দেরিতে এলো কেন এ সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছু না বলে একটি খামে ভরে কিছু বাদাম দিয়ে পাঠিয়ে / দিলেন আর সাথে লিখে দেন, এটি আপনার স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য। নম্র ভাষা ও বিনয়ের সাথে উপদেশ দেয়ার এটি তাঁর নিজস্ব রীতি ছিল। তেমনি ভাবে তার মেয়েও বলেন, ঘরেও তিনি সবসময় বিভিন্ন উপদেশ দিতেন, বকা-ঝকা না করে নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতেন যা দেখে আমরা নিজেরাই সংশোধন করার চেষ্টা করতাম। অথবা অনেক সময় এমনভাবে কোন কোন ঘটনা শুনাতেন যাতে করে সংশোধনের প্রতি আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে যেত। তার এক মেয়ে বলেন, সর্বশেষ অসুস্থাবস্থায় কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, (আমার প্রতি) পংক্তি অবতীর্ণ হচ্ছে লিখ। এখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার প্রার্থনা, আর সেই পংক্তি হল,

ধর্মসেবার জন্য আমার প্রভু - ধর্মসেবার খাতিরে আমায় উৎসর্গ করে দাও

বিদায়ের ক্ষণটি কর আমার জন্য প্রশান্তির - বিদায় বেলার মুহূর্তটি আমার জন্য সহজ করে দাও

আর বিদায়কে আমার জন্য আনন্দঘন করে দাও।

এটি তাঁর শেষ কথা বা বলতে পারেন এটি মৃত্যু শয্যার শেষ পংক্তি। এরপর তাঁর

তিনি সেই বুযূর্গ, যিনি জামা'তের বর্তমান ব্যবস্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর না হলেও কমপক্ষে মধ্যবর্তী ইট হিসেবে অবশ্যই ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি তরবীয়ত পেয়েছেন।

ভেতর এ গুণও ছিল, সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে খোদার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন তার ওয়াক্‌ফ গ্রহণ করেন তখন তাঁকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন আর এই উপদেশ প্রত্যেক ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর-ই স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলেছিলেন, জামাতের কাজের ব্যাপারে এমনভাবে চিন্তা করবে যেভাবে এক মা তার সন্তানের জন্য চিন্তা করে। অতএব তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ উপদেশকে সর্বদা জীবনের পাথেয় বানিয়ে নেন এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা এটি খুব ভালভাবে পালন করেছেন। পরিবারের সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। স্ত্রীর প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন কিন্তু যেখানে ধর্মের প্রশ্ন আসত, সফর প্রভৃতিতে যেতে হত তখন তিনি বলে দিতেন, আমি খোদার ধর্মের কাজে যাচ্ছি, খোদা তা'লা আমার কাজ সামলাবেন।

আর আল্লাহ্ তা'লা তা সঠিকভাবে করেও দিতেন। এর মাঝে কয়েকবার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন অথবা সন্তান প্রসবের সময়– অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতি ছিল। বাহ্যতঃ এগুলো সাধারণ বিষয় বলে মনে হলেও প্রবীনদের এসব ঘটনা থেকে এ যুগের প্রত্যেক ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী ও কর্মীর এমনকি জামাতের সকল কর্মকতার শিক্ষা নেয়া উচিত। তার একজন ইন্সপেক্টর বলেন, অফিসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বই বাঁধাই করা হয়েছিল তিনি সেগুলো দেখছিলেন, এগুলোর মধ্য থেকে একটি 'দুররে সমীন' বের হল। তিনি এই 'দুররে সমীন'টি নিয়ে এ্যাকাউনটেন্ট সাহেবকে ডেকে বলেন, এটি আমার ব্যক্তিগত 'দুররে সমীন'। এটিও আপনি বাঁধাই করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এতে কত খরচ হয়েছে? এ্যাকাউন্টেন্ট বলল, সমস্ত বই একসাথে বাঁধানো হয়েছে। কিন্তু তিনি বললেন, না। খোঁজ নাও কত খরচ হয়েছে।

অবশেষে খোঁজ নিয়ে ছাড়েন। মাত্র ৮/১০টাকা খরচ হয়েছিল তা এ্যাকাউন্টেন্টকে না দেয়া পর্যন্ত স্বস্তি পান নি। একইভাবে কর্মীরাও একথাই বলেন, খুবই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপদেশ দিতেন বলে তা আমাদের খারাপ লাগত না। আর এভাবেই আমাদের তরবীয়ত করতেন। প্রায়শঃই নসীহত করে বলতেন, 'প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত, আগ্রহভরে আর ভালবাসার সাথে ধর্মসেবা করা উচিত। আর এর বিনিময়ে কোন ধরনের পুরস্কার প্রত্যাশী হওয়া উচিত নয়। সর্বদা স্মরণ রাখবেন! খোদা আপনাকে সেবার সুযোগ দিয়েছেন তাই আপনাকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।' এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ। এভাবে অফিসে আগত অতিথিদের সাথে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে সাক্ষাত করতেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন এবং প্রায়ই বলতেন, যেসব অতিথি জামাতের কেন্দ্রে আসেন তারা কিছু আশা-প্রত্যাশা নিয়ে আসেন, তাদের সাথে ভালভাবে সাক্ষাত করা উচিত। আপ্যায়ন করা উচিত। তিনি নিজের কাজ সরিয়ে রেখে তাদের কাজের ব্যাপারে মনোযোগ দিতেন তা যত সময়ই লাগুক বা অফিস বন্ধ হয়ে যাক না কেন। যদি কাজ করা সম্ভব হত তাহলে করে দিতেন আর সম্ভব না হলে বলে দিতেন, পরে বিষয়টি জানা যাবে। কতক অতিথি বা আগন্তুক চাঁদা ইত্যাদির ব্যাপারে আসেন, চাঁদার হিসাব সঠিক না হলে বা চাঁদার আদায়ভুক্তি সঠিক না হলে অনেক সময় তারা বেশ রাগান্বিত হয়ে যান, এখানকার সেক্রেটারী মালদেরও এ অভিজ্ঞতা থেকে থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে কেউ রাগান্বিত হলে তিনি নিরব থেকে শুনতেন এবং অবশেষে তারা স্বয়ং লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এছাড়া তিনি কর্মকর্তাদের এবং নিজ সন্তানদেরকে সদকা-খয়রাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতেন যা বিপদাপদ কাটানোর একটি মাধ্যম এবং বলতেন, এরপর যুগ খলীফাকে লিখ। এটি একটি চমৎকার গুণ ছিল তাঁর। তিনি ইন্সপেক্টরদেরকেও বলতেন, তোমরা যে যখনই বাইরে কোথাও সফরে যাবে জামাতগুলোতে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কথা না বলে যুগ খলীফার বাণী তাদের কাছে পৌঁছাবে। তিনি যখন কাউকে বাইরে পাঠাতেন কোন নায়েবদের বা কোন ইন্সপেক্টরকে তিনি বলতেন, আপনারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি তাই নিজেদের কথা ও কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

কখনো কখনো অফিসে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময় দিতে হত। তিনি ভাবতেন অফিসের সময় শেষ হয়ে গেছে এবং কর্মীরা যাতে আবার মন খারাপ না করে তাই তিনি তাদেরকে উত্তম ভঙ্গিতে বলতেন, আপনারা এটি মনে করবেন না যে, অফিসের অন্য কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে আরাম করছে বরং এটি মনে করুন, তারা চলে গিয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করছে আর খোদা তা'লা আমাদেরকে বাড়তি খিদমত করার সুযোগ দিচ্ছেন। এটি ছিল ধর্মসেবাকে ঐশী কৃপা বা ফযল জ্ঞান করার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত।

আরেকজন কর্মী বলেন, তাঁর মৃত্যুর চার-পাঁচ দিন পূর্বে খাকসার তাঁকে দেখার জন্য গেলে তিনি আমাকে বলেন, নাসের আহমদ নামে কোন একজন কর্মী আমাকে দেখার জন্য এসেছিলেন আপনি কি তাকে চেনেন? আমি তখন বললাম, তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে নাসের আহমদ নামে তিন চার-জন কর্মী আছে। এতে তিনি বললেন, গতকাল যে নাসের আহমদ আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন তাকে আমার সন্তান বলেছে, আমি ঘুমিয়ে আছি তাই তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। আপনি তার সন্ধান করুন তিনি কে এবং আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন, আমার সন্তান ভুল বুঝেছিল হয়ত আমার চোখ বন্ধ দেখে সে বলে দিয়েছে আমি ঘুমিয়ে আছি আসলে আমি ঘুমোচ্ছিলাম না। মোটকথা এমনই সূক্ষ্মতার সাথে তিনি সব কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি নিয়মিত সদকা দিতেন।

যাহোক আমি তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করলাম। আমিও তাঁর সাথে কাজ করেছি এবং এখন পর্যন্ত তাঁর খুব কম গুণাবলীই লিখা হয়েছে, আল্লাহ তা'লার ফযলে অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন এবং ক্লান্তিহীনভাবে আর সানন্দে কাজ করতেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। যাহোক তিনি একজন বুযূর্গ ছিলেন যিনি একদিকে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছেন অপরদিকে যুগ খলীফার সুলতানে নাসীর অর্থাৎ সাহায্যকারী হাত ছিলেন। আর সেই সাথে যুগ খলীফার জন্য অনেক দোয়াও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর মত নিরলস কর্মী সর্বদা জামাতকে দান করতে থাকুন।

এছাড়া যেভাবে আমি বলেছি আরো কয়েকজন ইন্তেকাল করেছেন। চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেবের এবং অন্য যাদের উল্লেখ করতে যাচ্ছি তাদের গায়েবানা জানাযাও জুমুআর নামাযের পরই আমি পড়াব। তাদের মাঝে একজন হলেন আমাদের মুরুব্বি সিলসিলাহ্ মকবুল আহমদ যাফর সাহেব। তিনি নাযারত ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগে দায়ীত্বরত ছিলেন। তার অন্ত্রের পুরোন ব্যাধি ছিল যা অবনতি ঘটে অবশেষে গত ২৫ জুলাই তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ মরহুম চিনিউট-এর পাশে কোট মোহাম্মদ ইয়ার-এর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আরবীতে মাষ্টার্স করেন এবং এরপর ইশায়াত বিভাগে কাজ করেন। জামেয়া আহমদীয়ার আরবীর শিক্ষক ছিলেন। এরপর তিনি ২০০৭ সালে সিরিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি আরবী ভাষায় ডিপ্লোমা করেন। একইভাবে হোমিও প্যাথীর উপরও তার কিছুটা দখল ছিল। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ইরশাদ বিভাগে নিযুক্ত হন, তিনি অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসু মানুষ ছিলেন।

আর তিনি শুধু জ্ঞান-পিপাসুই ছিলেন না বরং একজন মুরব্বীর মাঝে যেসব গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয় সেসব গুণাবলীও তার মাঝে বিদ্যমান ছিল। যেমন আমি উল্লেখ করেছি, হোমিও প্যাথীতেও তিনি ডিপ্লোমা করেছিলেন। তেমনিভাবে তিনি গরীবদের সাহায্য করতেন আর অ-সময়েও যদি কোন রোগী চলে আসত তাকেও তিনি ঔষধ দিতেন, নিজের সহকর্মী এবং কর্মীদের সাথে তার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানাদি রয়েছে, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য ও সাহসিকতা দান করুন।

তৃতীয় জানাযা হচ্ছে কাদিয়ানের দরবেশ হাকীম বদরুদ্দীন আমেল সাহেবের স্ত্রী মি'রাজ সুলতানা সাহেবার। গত ১৯ জুলাই ৮৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সাথে তিনিও দরবেশী জীবন যাপন করেছেন। তিনি স্কুল শিক্ষিকাও ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরও পড়াতেন। অত্যন্ত ভাল মনের অধিকারিণী, ধৈর্যশীলা এবং সাহসী নারী ছিলেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ কাদিয়ানের জেনারেল সেক্রেটারীও ছিলেন এবং জামাতের বিভিন্ন সেবায় রত ছিলেন। গরীব ছেলে-মেয়েদের নিজের ঘরে রেখে শিক্ষা প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

আর চতুর্থ জানাযা হচ্ছে, শহীদ ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ খাঁন সাহেবের স্ত্রী মরিয়ম সুলতানা সাহেবার। শহীদ মুহাম্মদ আহমদ খাঁন সাহেব কোহাট জেলার টাল-এ শহীদ হয়েছিলেন। মরিয়ম সুলতানা সাহেবার মৃত্যু হয় ১৮ জুলাই ২০১২ তারিখে, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ মরহুমা অত্যন্ত পরিশ্রমী মহিলা ছিলেন। দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ত্যাগী ছিলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের অধিকারিণী ছিলেন। তার স্বামী ডাঃ মুহাম্মদ খাঁন সাহেব শহীদ হলে তার দৃঢ়তা ও দৃঢ়চিত্ততার প্রমান মেলে। এটি ১৯৫৭ সাল অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর যুগের কথা। মরিয়ম সুলতানা সাহেবার পিতার নাম মোহতরম এনায়েত উল্লাহ্ আফগানী। আর তার পিতা মোহতরম এনায়েত উল্লাহ্ আফগানী সাহেবের বয়আতের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব আফগানিস্তানের খোশ্‌ত এলাকার অধিবাসী ছিলেন আর তিনি শহীদ মরহুম হযরত শাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর একজন শিষ্য ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর তার পরিবার আফগানিস্তান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কাদিয়ানে বসতী স্থাপন করেন আর এখানেই তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন।

মরিয়ম সুলতানা সাহেবা জন্মগত আহমদী ছিলেন। আর ১৯৪৯ সালে ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ খাঁন সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়, তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দেহরক্ষী মীর খাঁন সাহেবের পুত্র ছিলেন। এরপর তারা কোহাট চলে যান। সেখানে তার কাছে একবার এক বিরোধী মৌলভী আসে এবং কোন রোগীর অসুস্থতার কথা বলে ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে যায়, সেখানে নিয়ে তাকে গুলি করে শহীদ করা হয়। এরপর যখন তার লাশ আসে, তার বাড়ীর আশে পাশে কোন আহমদী পরিবারও ছিল না, তিনি একা ছিলেন, তাদের পরিবারই একমাত্র আহমদী পরিবার ছিল। তার ছোট ছোট সন্তান ছিল। তার স্বামী মূসীও ছিলেন। লাশ ঘরে পরে থাকে, শিশু সন্তানরা কান্নাকাটি করছিল, তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সমবেদনা জানানোরও কেউ ছিল না, পরামর্শ দেবারও কেউ ছিল না, যোগাযোগেরও তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, ফোনও ছিল না। তখন তার (মরিয়ম সাহেবার) এই চিন্তাও ছিল, ডাক্তার সাহেব মূসী ছিলেন তাই তাকে রাবওয়া নিয়ে যেতে হবে।

যাহোক তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা দেখিয়ে একটি ট্রাক ভাড়া করেন এবং তার মধ্যে কফিনও রাখেন আর সন্তানদেরও ট্রাকে করে নাখলায় নিয়ে আসেন যেখানে সে দিনগুলোতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অবস্থান করছিলেন, সেখানেই তার জানাযা পড়ানো হয়। তারপর লাশ রাবওয়া নিয়ে আসেন।

মরহুমা কঠোর পরিশ্রমের সাথে সন্তানদের তরবীয়ত করেছেন। তাদেরকে সঠিক তরবীয়ত দিতে এবং পড়ালেখা শেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি সফলকামও হয়েছেন। তার ইচ্ছা ছিল সন্তানরাও যেন পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর এ কারণেই সন্তানদেরকে সেই পরিবেশ থেকে দূরে নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার আওলাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় আহমদীয়াতের সেবক সৃষ্টি করতে থাকুন আর তাদেরকে পুরো বিশ্বস্ততার সাথে আহমদীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

আল্লাহ্ তা'লা তারও মর্যাদা উন্নীত করুন। জুমুয়ার নামাযের পর এদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)

জুমুআর খুতবা

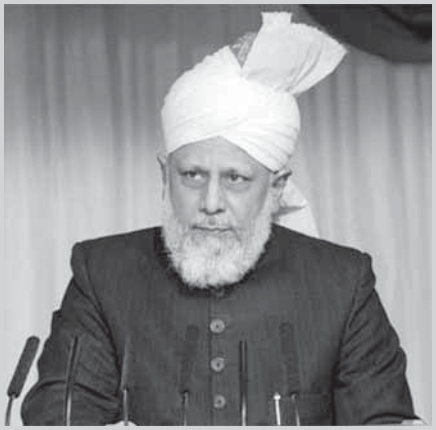

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ জুলাই ২০১২-এর (২০ ওফা, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সাধারণত আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আশিস ও পুরস্কার (অবতীর্ণ হতে) দেখি তখন আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও পুরস্কারের কথা স্মরণ করে অনেকেরই 'আল্ হামদ' শব্দার্থের গভীরতা ও এর মর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকা সত্বেও মুখ থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ বাক্য উচ্চারিত হয়। একটি বিশেষ পরিবেশে বেড়ে উঠার কারণে তারা এটি জানে লৌকিকতা করে হলেও তাকে অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে হবে। একজন স্বল্প জ্ঞানীরও জানা আছে, এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসার দিকে ইঙ্গিত করে এমন শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। অতএব প্রতিটি এমন অবস্থায়, যেখানে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আশিস বর্ষিত হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোন পুরস্কার দেয়া হচ্ছে অথবা আল্লাহ্ আমাকে দান করছেন বলে অনুভূত হচ্ছে তখন প্রত্যেক আহমদীর মুখ থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ অবশ্যই উচ্চারিত হতে হবে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আনন্দের মুহূর্ত হোক অথবা জামাতের উপর আল্লাহ্‌র আশিস বর্ষিত হবার কথা হোক, প্রতিটি এমন মুহূর্তে প্রত্যেক আহমদীর মুখ থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ বাক্য উচ্চারিত হওয়া উচিত। এ বাক্যটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর মর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে এ বাক্য পাঠ করলে তা সেই ব্যক্তির জন্য অধিক কল্যাণের কারণ হবে। আমরা আহমদীরা অনেক সৌভাগ্যবান! কারণ আমরা এ যুগের ইমাম ও মসীহ্ মওউদকে মেনেছি। আর এই ঈমান আনার কারণে আলহামদুলিল্লাহ্ অথবা কুরআনের অন্য কোন আয়াতের অর্থ ও এর মূল বিষয়বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। তবে শর্ত হল, এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে আমাদের তা অবহিত করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন ভাবে আলহামদুলিল্লাহ্'র ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে আমি 'হামদ' শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, তিনি (আ.) বলেন 'স্বরণ রেখ! হাম্‌দ সেই প্রশংসাকে বলে যা কোন প্রশংসাযোগ্য সত্তার ভালো কাজের জন্য করা হয়ে থাকে। এছাড়া এমন পুরস্কার প্রদানকারীর প্রশংসাকেও (হাম্‌দ) বলা হয় যিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে পুরস্কৃত করেন এবং স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ করেন। প্রকৃত হাম্‌দ একমাত্র সেই সত্তার জন্য প্রযোজ্য– যিনি সকল কল্যাণ ও আলোর উৎস। তিনি অসচেতনভাবে অথবা নিরুপায় হয়ে কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন না বরং জেনে-শুনে ও যথোচিতভাবে অনুগ্রহ করে থাকেন। হামদ এর এ অর্থ অনুসারে এই গুণাগুণ শুধুমাত্র সর্বজ্ঞাত ও সর্বদ্রষ্টা খোদার সত্তায়-ই বিদ্যমান। তিনি হলেন অনুগ্রহকারী। আদি-অন্তের সকল অনুগ্রহ তাঁর পক্ষ থেকেই। ইহ ও পরকালে একমাত্র তিনিই হলেন সকল প্রশংসার অধিকারী। অন্যদের জন্য যেসব প্রশংসা করা হয় তারও প্রত্যাবর্তন স্থল তিনিই'।

এ হল 'হামদ' শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এ সব কিছু দৃষ্টিপটে রেখে যখন আলহামদুলিল্লাহ্ বলা হয় তখন তা সত্যিকার হাম্‌দ বা প্রশংসায় রূপান্তিত হয়। আর একজন মু'মিনকে এভাবেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা উচিত। পবিত্র কুরআনে হাম্‌দ শব্দটি অনেক স্থানে আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখন আমি পঠিত উদ্ধৃতির আলোকে কিছু আলোকপাত করব। এ উদ্ধৃতিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাম্‌দ এর ব্যাখ্যায় যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল, প্রথমতঃ এমন প্রশংসা (-কে হামদ বলা হয়) যা প্রশংসাযোগ্য কোন সত্তার ভালো কাজের জন্য করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মানুষের প্রশংসা করা হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পাবার যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কে হতে পারে? কাজেই সর্বদা মনে রাখতে হবে, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা, কেননা তিনি হলেন সবচেয়ে বেশি প্রশংসার যোগ্য। তাই তিনি (আ.) বলেন, এমন পুরস্কার দাতার প্রশংসা যিনি নিজ ইচ্ছায় পুরস্কৃত করেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার যখন অবতীর্ণ হয় তখন পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি তার কাজের জন্য নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাতেই তা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা অনেক সময় রহমানিয়্যতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে কোন কর্ম ছাড়াই অযাচিত ভাবে দান করেন অথবা যতটা কাজ করেছে তারচেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দান করেন। আবার রহীমিয়্যতের বহিঃপ্রকাশ

এটি এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্য, সে যখন মানুষের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন সে আল্লাহ্ তা'লাকে সমস্ত অনুগ্রহের উৎস জ্ঞান করে। বরং সে যখন কারো পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে তখন সে সেই সদ্ব্যবহারের কারণও আল্লাহ্ তা'লার সত্তাকেই জ্ঞান করে, কেননা তিনিই অন্যদের হৃদয়ে সদ্ব্যবহারের বাসনা সৃষ্টি করেন। অতএব একজন প্রকৃত মু'মিন যার দ্বারাই উপকৃত হোক না কেন এর জন্য তার চিন্তা চেতনা আল্লাহ্‌র প্রতিই ধাবিত হয়। এ অবস্থার সৃষ্টি হলে সেটিই হবে প্রকৃত হাম্‌দ বা গুণকীর্তন।

ঘটিয়ে পুরস্কৃত করলে তাও আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছেতেই হয়। আল্লাহ্ তা'লাই বান্দাকে সুযোগ দিয়ে থাকেন যেন সে কোন কাজ করতে পারে বা দোয়া করতে পারে– যার কল্যাণে সুফল প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর তৃতীয়তঃ তিনি (আ.) বলেছেন, 'নিজের মর্জি মোতাবেক অনুগ্রহ করেন'। আর নিজের মর্জি অনুযায়ী অনুগ্রহ বা অন্য কোন কাজ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় আর কে আছে? তিনি তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান আর তাই তিনি তাঁর অনুগ্রহের পরিধি সুবিস্তৃত করে রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যখন তাঁর মর্জির সাথে যুক্ত হয় তখন পুরস্কার, আশিস ও অনুগ্রহের এমন বারিধারা বর্ষিত হয় যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এর দৃষ্টান্ত এখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সাথেই দেখতে পাই। কেননা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্ত তাঁর বিজয়ের কথা ঘোষণা করেছে। পরে তিনি (আ.) বলেছেন, 'সেই সত্তা প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য যাঁর পক্ষ থেকে সমস্ত কল্যাণ ও নূরের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়'। কাজেই মানুষ যখন বলে তখন সে যেন এ কথা ভেবেই বলে যে الحمد لله একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তা হতেই মানুষ কল্যাণমন্ডিত হয় এবং সেই সত্তাই পৃথিবী ও আকাশের নূর। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর নূর।

(সূরা আন্ নূর: ৩৬)

যেহেতু তিনি নূর তাই মানুষের উচিত তাঁর পানে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং তাঁর সমীপে বিনত হওয়া, আর এমন মানুষ এভাবে সত্যিকার গুণকীর্তনকারী হয়ে অন্ধকার হতে আলোর পথে এগিয়ে যায়। এখানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের আরেকটি অধ্যায় শুরু হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ

অর্থাৎ যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তা'লা তাদের বন্ধু হয়ে যান এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।

(সূরা আল্ বাকারা: ২৫৮)

আর আল্লাহ্ তা'লা যেসব বান্দার বন্ধু ও অভিভাবক হয়ে যান তাদের কাছে الحمد لله'র নতুন অর্থ প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের নবধারা সূচিত হয়। সত্যিকার গুণকীর্তনকারীরা আল্লাহ্ তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হয়ে যায় এবং এ উত্তরাধিকারী হবার এক অসীম ধারা প্রবর্তিত হয়। একের পর এক আশিস বর্ষিত হতে থাকে। তিনি (আ.) আরো বলেন, মনে রাখার মত কথাটি হল, আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতি অজ্ঞের ন্যায় অনুগ্রহ করেন না আর কোন অপারগতা হেতুও অনুগ্রহ করেন না বরং তিনি পুরোপুরি জেনে-শুনেই অনুগ্রহ করেন।

তিনি জানেন, আমি এ অনুগ্রহ করছি এবং এ অনুগ্রহের কোন প্রতিদানও নিব না। কিন্তু বান্দাদের তিনি বলে দিয়েছেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, প্রকৃত গুণকীর্তন কর এবং খাঁটি ইবাদত কর তবে لَأَزِيدَنَّكُمْ তোমরা আরো বেশি পাবে। আমার এ সব পুরস্কার ও অনুগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তোমরা আমার এই পুরস্কার ও অনুগ্রহরাজি শুধু ইহজগতেই পাবে না বরং পরজগতেও এসব পুরস্কার ও অনুগ্রহ পাবে। প্রকৃত গুণকীর্তনের অফুরন্ত ফল তোমরা খেতে থাকবে। তিনি (আ.) আরো বলেছেন, স্মরণ রেখ! এ পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কারো অথবা তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তাও মূলতঃ আল্লাহ্ তা'লার প্রতিই হয়ে থাকে আর তাই হওয়া উচিত।

একজন খাঁটি মু'মিনের জানা উচিত এবং জ্ঞান থাকা উচিত, সকল প্রশংসার কেন্দ্র বিন্দু আল্লাহ্। কারণ তিনিই সকল শক্তির আধার। আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সে জীব হোক বা জড়– সব কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্।

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ এবং মানব জাতি এ সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আর এগুলোর মাঝে তিনি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন যদ্দারা মানুষ উপকৃত হয়। অতএব কোন জিনিসের বা কোন মানুষের নিজস্ব কোন গুরুত্ব নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তার মাঝে ঐসব গুণ বা শক্তি সৃষ্টি না করেন যদ্দারা মানুষ উপকৃত হতে পারে। এ পৃথিবীর বুকে আমরা অগণিত জিনিস দেখি যার মাঝে আল্লাহ্-ই উপকার করার মত গুণাবলী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ না চাইলে এগুলো থেকে মানুষ কোন উপকার পেতে পারে না।

কাজেই প্রত্যেকে যখন প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও মর্জির অধীনে এবং তাঁর প্রকৃতির বিধান মতই লাভ করছে তখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের দ্বারা উপকৃত হবার পরও আল্লাহ্‌র প্রতিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত এবং তাঁরই প্রশংসা করা উচিত। কেননা তিনিই এসব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার ফলে আল্লাহ্‌র বান্দারা উপকৃত হচ্ছে, একজন মু'মিন উপকৃত হচ্ছে। তবে হ্যাঁ! এ নির্দেশও রয়েছে, তোমরা বান্দাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ হও। তোমরা যদি কোন মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হও তবে তার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও। যদি তোমরা অন্যের দ্বারা উপকার পাও তাহলে তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আমার উপকারের জন্য নিযুক্ত করেছেন, আমার উপকারের মাধ্যম বানিয়েছেন, আমার উন্নতির মাধ্যম বানিয়েছেন- এ নিয়্যতে যদি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তবে এটিও হবে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। এ কৃতজ্ঞতা সেই প্রভু-প্রতিপালকের যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের ও অন্যদের প্রতিপালনের উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কোন বান্দাকে প্রতিপালক বানায় না এবং এটি মনে করে না যে, এই ব্যক্তির জন্যই আমার এ কাজ হয়েছে অথবা আমি সবকিছু পেয়েছি। অতএব আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত প্রতিপালক যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক।

অতএব এটি এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্য, সে যখন মানুষের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন সে আল্লাহ্ তা'লাকে সমস্ত অনুগ্রহের উৎস জ্ঞান করে। বরং সে যখন কারো পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে তখন সে সেই সদ্ব্যবহারের কারণও আল্লাহ্ তা'লার সত্তাকেই জ্ঞান করে, কেননা তিনিই অন্যদের হৃদয়ে সদ্ব্যবহারের বাসনা সৃষ্টি করেন। অতএব একজন প্রকৃত মু'মিন যার দ্বারাই উপকৃত হোক না কেন এর জন্য তার চিন্তা চেতনা আল্লাহ্‌র প্রতিই ধাবিত হয়। এ অবস্থার সৃষ্টি হলে সেটিই হবে প্রকৃত হাম্‌দ বা গুণকীর্তন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বলেছেন।

আল্লাহ্‌র কৃপায় জামাতের অধিকাংশ মানুষ এমন চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়েই আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করে এবং করা উচিত। কেননা এমন গুণকীর্তনের সাথে ঈমানেরও উন্নতি হয়। তথাপি জামাতী ভাবেও আমাদের এমন চিন্তা-চেতনা রাখা উচিত। কেননা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জামাতকে যে অগ্রগতি ও উন্নতি দান করছেন সেজন্য আমাদের উচিত, আমরা যেন আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করি এবং الحمد لله -এর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করি। আর সর্বত্র যখন এভাবেই আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করা হবে তখন আল্লাহ্‌র আশিসের বারিধারাও নিশ্চিত ভাবে পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে বর্ষিত হবে।

প্রকৃত হাম্‌দ মানুষের মাঝে একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করে থাকে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শির্ক থেকেও রক্ষা করে, একজন মানুষকে সত্যিকার দাস বা বান্দা বানায়, আল্লাহ্ তা'লা যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে তা অন্বেষণ করে সেগুলোর উপর অনুশীলণ করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি করে। আর মানবীয় মূল্যবোধ অবলম্বন করে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের প্রতিও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

অতএব এমন গুণকীর্তন করার ব্যাপারে আমাদের অনুসন্ধিৎসু থাকা উচিত। গত জুমুআর খুতবা যা আমি কানাডাতে প্রদান করেছি তাতে আমেরিকা ও কানাডার যুবকদের উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত তৌফিকে তারা জামাতের কাজে অনেক কর্মতৎপর হয়েছে। আর বিশেষ করে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। আর এই পারস্পরিক যোগাযোগের সুফলও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক শিক্ষিত মানুষের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে।

এসব দেশের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। আর এই যোগাযোগের ফলে যখন আমি সেখানে গিয়েছি তখন আমার সাথেও অনেককে সাক্ষাত করানো হয়েছে। তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। অধিকাংশই আমাদের মিশন হাউজে এসে সাক্ষাত করেছেন। বড় বড় মানুষ! যাদের ব্যাপারে সাধারণত ধারণা করা হয়, তারা হয়তো আসবেন না। এরা (বিভিন্ন) দেশের এমন নীতি-নির্ধারক, যারা বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব করে, বিশ্বের নীতি নির্ধারণ করে– তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার ও বুঝানোর সুযোগ হয়েছে। এই সম্পর্কের কারণেই এ সুযোগ ঘটেছে। আর আমি যেভাবে বলেছি, এক্ষেত্রে যুবকরাই বড় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ঐসব যুবক! তারা আমেরিকারই হোক বা কানাডার অথবা বিশ্বের অন্য যে কোন দেশেরই হোক না কেন, আমি তাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছি, কোন জাগতিক সম্পর্ককে নিজেদের চূড়ান্ত সফলতা মনে করবেন না।

তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে একটি সুযোগ দিয়েছেন, আপনারা এই জাগতিক লোকদের নিকট পৌঁছতে পেরেছেন, তাদের নিকট প্রকৃত ও ন্যায় ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা পৌঁছাতে পেরেছেন অথবা আপনারা আমার সাথে ঐ লোকদের সাক্ষাত করিয়েছেন অথবা কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন– যেখানে খোদা তা'লা আমাকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছেন। আর সেসব দেশের বড় বড় মানুষ যারা বিশ্বের নীতি নির্ধারণ করে থাকেন তাদেরকে প্রজ্ঞার সাথে এটি বলার সুযোগ পেয়েছি, বিশ্ব পরিচালনা পদ্ধতি কেমন হতে পারে।

অতএব প্রথমতঃ আমি গোটা বিশ্বের আহমদী যুবকদের বলতে চাই, বিশেষভাবে আমেরিকা ও কানাডার যুবকদের বলছি কেননা সম্প্রতি আমি তাদের জামাত সফর করে এসেছি– (বাইরের লোকদের সাথে) নিজেদের যোগাযোগ বৃদ্ধি বা কোন সফলতা আপনাদের যোগ্যতা বলে হয়েছে– এমনটি মনে করবেন না। বরং একে খোদা তা'লার কৃপা জ্ঞান করে খোদা তা'লার গুণকীর্তন করুন- তিনি আপনাদেরকে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা নয় আর এটি হওয়াও উচিত নয়। এর উদ্দেশ্য, জগতকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা এবং জগতকে সোজা পথে চলার দিশা দেখানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা। তারা মেনে না নিলেও কমপক্ষে আমাদের দায়িত্ব তো পালন হচ্ছে।

বিশ্বকে যেন বিশৃংখলা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কেননা বিশ্ব যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তবে নিশ্চিত অনেক বড় ধ্বংসযজ্ঞ সামনে অপেক্ষা করছে। জগতকে যেন খোদামুখী করা যায়। কারো মনে যদি এমন ধারণা থাকে, এই সম্পর্কের সাথে হয়তো আমাদের কোন স্বার্থ জড়িত রয়েছে অথবা আমাদের কোন নিজস্ব যোগ্যতা বলে এই সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে অথবা আহমদীয়া জামাতের উন্নতি এর সাথে সম্পৃক্ত– তবে

তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। যেভাবে আমি প্রশংসার বিষয়বস্তুতে এটি সুস্পষ্ট করেছি। এটি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়- তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে উন্নতি দান করবেন। আর এই উন্নতির সোপান অর্জনের লক্ষ্যে এগুলো আমাদের নগণ্য চেষ্টা মাত্র। আর যে ফলাফল অর্জিত হচ্ছে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা ও অনুগ্রহে হচ্ছে।

অতএব প্রত্যেক চেষ্টার সুফল কারো ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও পরিশ্রমের তুলনায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপার কল্যাণেই বেশি হয়। বরং প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপাতেই হয়ে থাকে। আমরা যদি এই চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত রাখি তবে খোদার কৃপা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর এসব জাগতিক মানুষের কাছ থেকে আমরা কিছু নিতে চাই না আর আমাদের এটি উদ্দেশ্যও নয়। আমার আমেরিকা সফরের রিপোর্ট আল্ ফযলের পাঠকরা হয়ত পড়ে থাকবেন। এটি আমেরিকার সেই স্থান ও ভবন যাকে 'ক্যাপিটাল হিল' বলা হয়, যেখানে আমেরিকার কংগ্রেস এবং সিনেটররা বসে বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া সেখানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগের অফিসও রয়েছে। সেখানকার একটি হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যাতে আমি তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ লাভ করি।

আমাদের বিরোধীদের কতক উক্ত অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আমাদের বিরুদ্ধে তথা জামাতের বিরুদ্ধে (মানুষকে) প্ররোচিত ও উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে। বিশেষ ভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে মানুষকে চরমভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এতে তারা তেমন সফল হতে পারে নি। তাদের মতে আমি আহমদীদের জন্য মার্কিন সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছি অথবা নাউযুবিল্লাহ্ দেশের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করতে গিয়েছি। আমি সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে যা বলেছি তা শুনে এরা যদি ন্যায় পরায়ণতার দৃষ্টিতে দেখে (যদিও তাদের সেই দৃষ্টি নেই) তাহলে তারা স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, আমি তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে গিয়েছি না কি তাদেরকে কিছু দেবার উদ্দেশ্যে বা তাদেরকে কিছু বলার উদ্দেশ্যে গিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার সত্তার উপর আমাদের পূর্ণ ভরসা রয়েছে। জামাতের উন্নতি হয় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়, কোন সরকারের সাহায্যে নয়। আমাদের হৃদয়ে কখনো এমন চিন্তাও আসে না। দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রশ্ন যদি আসে- সেক্ষেত্রে আমরা তাদের চেয়ে আমাদের দেশকে বেশি ভালবাসি। এদের পাকিস্তান গঠনেও কোন অবদান ছিল না আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকল্পেও কোন ভূমিকা নেই। বরং এরা তো দু'হাতে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করছে এবং দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নেয়ার প্রশ্নে আমি এটিও উল্লেখ করতে চাই, ২০০৮ সালে খিলাফত জুবিলী জলসায় যখন আমি সেখানে (আমেরিকাতে) গিয়েছিলাম তখন সেখানে একটি সংবর্ধনারও আয়োজন করা হয়েছিল আর এতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন। সেখানে কেবল একজন সিনেটর সামান্য একটু সময়ের জন্য এসেছিলেন, পাঁচ মিনিট বসে তিনি চলে যান, তাও আবার অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে। সিনেটর বা কংগ্রেসের আর কেউ ছিল না।

যতদূর আমার স্মরণ আছে, তার সাথে আমার দু'মিনিট কথা হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আমার কাছে কি চান? আমার মনে হল, উনি আসলে বলতে চাইছেন- কি চাইতে এসেছ? কেননা পাকিস্তানীদের সম্পর্কে তাদের এমনই ধারণা, কাজেই সম্ভবত কিছু চাইতে এসেছে। আমি তাকে বললাম, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাইতে আসি নি। আমি তখন তাকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন পথ অবলম্বন করা উচিত এবং কেমন পলিসি বানানো উচিত সে প্রসঙ্গে বলেছিলাম। যাহোক আমি যে কথা বলছিলাম, ঐ একজন সিনেটরই এসেছিলেন যিনি আমার সাথে মাত্র কয়েক মিনিট কথা বলেছেন। এরপর চলে গেছেন।

কিন্তু ক্যাপিটাল হিলে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল আমার নিকট তার গুরুত্ব এতটুকুই ছিল, যদি এসব নেতা একত্রিত হন এবং বুদ্ধিজীবি শ্রেণী যদি সেখানে আসেন তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা এবং তাতে হয়ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইচ্ছা সৃষ্টি হবে। উক্ত অনুষ্ঠানের একদিন পূর্বে সিএনএন-এর প্রতিনিধি আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছে, অন্যান্য বিষয় ছাড়াও সে আমাকে বলে যে, তোমাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই কেমন লাগছে? আমি তাকে বললাম, (আমার মুখ থেকে ঠিক এ কথাটিই বের হল) আমার জন্য এটি তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ নয় যার কারণে আমি প্রয়োজনাতিরিক্ত অবেগাপ্লুত হব (তার কথায় বোঝা যাচ্ছিল, সে ভেবেছিল এর ফলে আমি খুবই উত্তেজনার মধ্যে আছি, আমি বললাম) আমার আমেরিকাতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য হল, আপনজনদের সাথে সাক্ষাত করা এবং তাদের ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। সে বলল, তোমার এ কথায়

> প্রকৃত হাম্‌দ মানুষের মাঝে একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করে থাকে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শির্‌ক থেকেও রক্ষা করে, একজন মানুষকে সত্যিকার দাস বা বান্দা বানায়, আল্লাহ্ তা'লা যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তা অন্বেষণ করে সেগুলোর উপর অনুশীলণ করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি করে। আর মানবীয় মূল্যবোধ অবলম্বন করে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের প্রতিও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

আমেরিকার রাজনীতিবিদদের বড় ধাক্কা খাবার কথা। কেননা তুমি তাদেরকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছ না। এরপর সে হাসতে হাসতে বলল, আমি তোমার এ কথা আমেরিকার রাজনীতিবিদদেরকে বলব না।

মোটকথা একজন জাগতিক মানুষের দৃষ্টিতে উক্ত অনুষ্ঠান অনেক গুরুত্ব বহন করে ঠিকই কিন্তু আমাদের কাছে না এর কোন গুরুত্ব আছে আর না-ই বা থাকা উচিত। তবে হ্যাঁ, উত্তম চরিত্র বহিঃপ্রকাশের লক্ষ্যে আমরা অবশ্যই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। অনুরূপভাবে এই অনুষ্ঠানের পূর্বে বিভিন্ন জনের সাথে যখন সাক্ষাত হচ্ছিল, সেখানকার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ফির্কার যাজক রয়েছে, তারাও আমাদের একজন আহমদীর সাথে সম্পর্কের খাতিরে আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে। তারা চার-পাঁচ জন ছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে বলল, কাল তোমাকে কংগ্রেসে গিয়ে সিনিয়রদের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে হবে, এজন্য তুমি বিচলিত হচ্ছো না তো? আমি তাকে বললাম, ‘মোটেও না। আমি তো কুরআন ও ইসলামের কথা বলব। আমি মনে করি না যে এতে বিচলিত হবার কিছু আছে। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য প্রদানের সৌভাগ্য দিচ্ছেন।’ তখন সে নিজেই বলতে থাকে, আমরা যদি কখনো এমন সুযোগ পাই তবে খুব কষ্ট হয়। কখনো কখনো অস্থির হয়ে পড়ি।

অথচ আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই বক্তৃতা দিয়ে থাকি। এটি এজন্য যে এরা নিঃসন্দেহে ধর্ম যাজক, স্ব-স্ব ধর্মের রীতি-নীতি পালন করার জন্য এদের নিযুক্ত করা হয়েছে বা তাদের ধর্মীয় নেতা ধরে নেয়া যায়, কিন্তু এরা পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন। ক্যাপিটাল হিল নামটিই এদের জন্য একটি আকর্ষণীয় কিছু, তা সে আমেরিকানই হোক না কেন। কিন্তু এক খোদায় বিশ্বাসীদের জন্য খোদা-ই সবকিছু আর এমনটিই হওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে জামাতের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীরাও বস্তুবাদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত, যেভাবে এরা হচ্ছে এবং এরা প্রভাবান্বিত হবার কারণে কখনো এ সুযোগ পায় নি। তাদেরও সভা-সমাবেশ হয়ে থাকে। আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ হয়তো গিয়ে সাক্ষাতও করে এবং ইসলামের বাণী পৌঁছায়, আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৌঁছায়, পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছায়। অনুষ্ঠান শেষে কংগ্রেসের লোকজন পরস্পর কথা বলছিলেন যা আমাদের একজন আহমদী শুনে ফেলেন। তারা বলছিলেন, মুসলমান নেতাদের এমন-ই হওয়া উচিত, স্পষ্ট করে কথা বলা প্রয়োজন, যা সত্য তাই বলা উচিত এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলা প্রয়োজন। এমনটিই ছিল তাদের প্রতিক্রিয়া। আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান নেতা বরং কোন রাষ্ট্র প্রধানকেও আল্লাহ্ তা'লা এ সৌভাগ্য দেন নি। এজন্য দেননি যে তারা ধর্মের উপর পার্থিবতাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

অতএব যুবকগণ! সর্বদা এ উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করুন যে, আমরা এসব পার্থিব নেতাদের কাছ থেকে নিব না, বরং তাদের দিব। কৃতজ্ঞতার চেতনা সর্বাধিক আল্লাহ্‌র জন্য হওয়া প্রয়োজন। এরপর দেখুন! আল্লাহ্ তা'লার আশিস কিরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

স্মরণ রাখুন! জামাতের কাজের বেলায় কখনো পার্থিবতাকে গুরুত্ব দিবেন না। যদি পার্থিবতার পূজারীদের গুরুত্ব দেন তবে স্মরণ রাখুন! পুরস্কারদাতা যে খোদা আছেন, তিনি এ পুরস্কাররাজি ফিরিয়ে নেয়ারও শক্তি রাখেন।

অতএব আমাদের উদ্দেশ্য সর্বদা খোদা তা'লার গুণকীর্তন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হওয়া প্রয়োজন এবং তা আছেও। কোন দুনিয়া-পূজারীর সাথে সম্পর্ক আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নয়, কখনো হয়নি এবং হবেও না ইনশাআল্লাহ্। এসব জগত পূজারীর কাছ থেকে কিছু নেয়া কখনোই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল না, কখনো হবেও না আর হওয়া উচিতও নয়। আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এটি নয়। সকল আহমদীর স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, সে যত শিক্ষিত-ই হোক আর মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী হোক, বিশ্ববাসীকে এক খোদার সম্মুখে সমর্পিত বানাতে হবে।

মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে সকল গৃহ ও রাষ্ট্রের পতাকা থেকে উঁচুতে উড্ডীন করতে হবে। এটিই আমাদের উদ্দেশ্য।

আপনারা অধিকাংশই এমটিএ-তে দেখেছেন এবং রিপোর্টেও পড়েছেন, আমি সেখানে যা কিছু বলেছি তা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে বলেছি এবং ইসলামের সত্য ও অনুপম শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আমি নিজেকে খুব বড় জ্ঞানী নয় বরং অধম দাস জ্ঞান করি। কিন্তু যে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধিত্বে আমি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম, তাঁর সাথে তাঁর মনিব এবং আমাদের মনিব ও পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল ‘নুসিরতু বির্‌রু'বে’ (অর্থাৎ আমরা তোমাকে প্রতাপ দান করব)। লোকেরা বলে এটি অনেক বড় সভাকক্ষ এবং এর পূর্বে কখনো কল্পনা করারও সুযোগ হয়নি। সেখানে যাবার সময় গাড়ীতে দোয়া করছিলাম, তখনই আমার মনে হল, (হে আল্লাহ্) আমি তোমার এক নগণ্য বান্দা, তোমার বার্তা নিয়ে সেখানে যাচ্ছি, তোমার মসীহ্ মওউদ-এর প্রতিনিধিত্বে যাচ্ছি।

তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ‘নুসিরতু বির্‌রু'বে’-এর যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আজও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাও। আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া কবুল করেছেন আর এ দৃশ্য কৌতুহলী আহমদীরাও দেখেছেন এবং অভিব্যক্তিও প্রকাশ করেছেন। এমনকি অন্যরাও এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, আমরা ‘নুসিরতু বির্‌রু'বে’-এর দৃশ্য সেখানে দেখেছি।

মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের পুত্র আনওয়ার মাহমুদ খান সাহেব সেখানে বসবাস করেন, যিনি সেখানকার কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্য। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি মনে করি এটি আল্-ফযল এবং অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা উচিত। তিনি সেখানকার অবস্থা এবং সেখানে রাজনীতিকদের উপর কেমন প্রভাব পড়েছিল এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। এ অনুষ্ঠানে ২৯জন কংগ্রেস সদস্য এবং সিনেটরস উপস্থিত ছিলেন। থিংক-ট্যাংক, পেন্টাগন এবং বিভিন্ন এনজিও থেকেও অনেকে এবং অনেক প্রফেসরও এতে উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১০ জন। সাধারণত বলা হয় আর সেখানকার প্রচলিত রীতি হচ্ছে, কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরগণ কোন অনুষ্ঠানে গেলে বেশিক্ষণ বসেন না, কিছু সময় পর তারা উঠে চলে যান।

যাহোক, এটি তাদের স্বভাব আর এর রহস্য কী তা তারাই ভালো জানেন। কিন্তু সেখানকার প্রত্যেকে জানে, তারা বেশিক্ষণ না বসে উঠে চলে যান। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে দু'তিন জন, যারা পূর্বেই অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন, তারা ছাড়া বাকি সবাই পুরো

সময় বসে ছিলেন।

এমনকি ক্যাপিটাল হিলের-ই একজন পুরনো কর্মকর্তা যিনি সেখানে কাজ করেন, তিনি বলেন, আমি এখানে ১৫ বছর ধরে আছি। প্রথম কথা হচ্ছে, এর পূর্বে আমি কখনো দশ জনের অধিক কংগ্রেসম্যান বা সিনেটরকে কোন অনুষ্ঠানে একত্রে উপস্থিত হতে দেখি নি। দ্বিতীয় কথা হল, পাঁচ-দশ মিনিট বা যেমন অনুষ্ঠান হোক না কেন, কয়েক মিনিটের বেশি তারা বসেন না, উঠে চলে যান। রাষ্ট্র প্রধানরা আসুক বা আমাদের নিজস্ব কোন অনুষ্ঠানই হোক, তারা এর বেশি বসেন না। এ বিষয়টি আমার জন্য একেবারেই অবাক করার মত ছিল। তিনি বলেন, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ, বিরোধী দল এবং সরকারী দলের রাজনীতিবিদগণ সবাই একত্রে বসে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বসে থাকেন। আমি যে সিনেটরের উল্লেখ করেছিলাম যার সাথে আমার ২০০৮ সালে সাক্ষাত হয়েছিল এবং তখন বেশ দাম্ভিক ভাব দেখিয়ে ছিল, তিনিও সেখানে এসেছেন।

শুধু তাই নয়, স্টেজে এসে বক্তব্যও দিয়েছেন আর যতক্ষণ আমার বক্তৃতা চলেছে তিনি বসে থেকে শুনেছেন। সিনেটর বা কংগ্রেসম্যানদের মাঝে কতক এমনও ছিলেন যারা আসন স্বল্পতার কারণে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। অথচ এটি বেশ বড় একটি হল ছিল–যাতে তাদের কিছু লোক ছিল আর আমাদেরও ছিল। এটি সেখানকার বড় হল কিন্তু এখানকার মত এত বড় নয়, তবে এটিই সেখানকার সবচেয়ে বড় হল রুম যাকে গোল্ডরুম বলা হয়। এখানে বড় বড় অনুষ্ঠান হয়। তারা দাঁড়িয়েই বক্তৃতা শুনতে থাকেন যদিও বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল তাদের নীতি-পরিপন্থী। আমি সেখানে যা বলেছি তার সারকথা এটিই ছিল, ইনসাফ (অর্থাৎ ন্যায় প্রতিষ্ঠা) কর। যদি সঠিকভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত না করা যায় তাহলে তোমরা যত ইচ্ছা, শক্তি প্রয়োগ কর, তোমাদের রাষ্ট্র তোমরা সামলাতে পারবে না। বড় দেশ ছোট দেশের প্রতি যত্নবান থাকবে– কেননা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একান্ত আবশ্যক।

নিরাপত্তা পরিষদ এবং জাতিসংঘে সকল দেশের সমমর্যাদার ভিত্তিতে আসন পাওয়া উচিত। অন্যান্য দেশের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি দেয়া উচিত না। মোটকথা এ কথাগুলোই আমি তাদেরকে বলেছিলাম আর এটি তাদের চিন্তা চেতনা পরিপন্থী কথা ছিল আর এসব কিছুই পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমি তাদেরকে বলেছি। আমার বক্তৃতার পর সেখানকার প্রথম মুসলমান কংগ্রেসম্যান, যিনি আফ্রো-আমেরিকান, তিনি আমাকে বলেন, আপনার এ কথাটি আমার খুব ভাল লেগেছে যে, অন্যদের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে দেখো না। নীতি কী, আর কোন দৃষ্টিতে দেখা হয় তারাও তা ভাল করে জানে। তিনি বললেন, এই বক্তৃতাটি ছাপিয়ে দ্রুত সবার কাছে পৌঁছানো উচিত। আর একজন কংগ্রেসম্যানের মন্তব্য ছিল এরূপ, এটি এমন একটি বাণী যা বর্তমানে আমেরিকার জন্য খুবই প্রয়োজন।

অতএব শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়-ই এদের কাছে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রভাব পড়বে কি না, অথবা অস্থায়ীভাবে পড়লেও তার প্রভাব কতদিন থাকবে– তা জানা নেই। তবে কথা কানে নিক বা না নিক তাদের কাছে ইসলামের অনুপম শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

> **মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে সকল গৃহ ও রাষ্ট্রের পতাকা থেকে উঁচুতে উড্ডীন করতে হবে। এটিই আমাদের উদ্দেশ্য।**

কাজেই প্রকৃত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি এ সুযোগ সৃষ্টি করেছেন আর এ বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে। একইভাবে তাদের রাজনীতিবিদদের সাথে বিভিন্ন সাক্ষাতকারেও আমি ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। যদি তারা এদিকে মনোযোগ দেয় তাহলে বিশ্বও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাবে এবং তারাও রক্ষা পাবে। যদি তারা এদিকে দৃষ্টি না দেয় তাহলে খোদা তা'লার তকদীরও আপন গতিতে কাজ করবে।

কানাডাতেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের একজন যুবক, সেক্রেটারী উমুরে খারেজা এবং তার টিমের সাথে বাইরের লোকদের সুসম্পর্ক আছে। নতুন লোকদের সাথেও সম্পর্ক তৈরি করেছেন এবং পুরনোদের সাথেও সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতএব তাদেরও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত কেননা তিনি তাদেরকে জামাতের জন্য ভূমিকা রাখার এবং সত্য ও ন্যায়-নীতির বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং রাজনীতিবিদ সেখানে এসেছেন যাদের সাথে তারা আমার সাক্ষাত করিয়েছে। বিশ্বকে শান্তিধামে পরিণত করার জন্য এসব বড় বড় রাষ্ট্রের রাজনীতিবিদদেরকেও বুঝানো দরকার। তেমনিভাবে শিক্ষিত শ্রেণীকেও বুঝানো উচিত।

এবার কানাডায় এমন দু'টি অনুষ্ঠান হয়েছে, একটি ছিল রিসিপশন বা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অথবা বলতে পারেন সেখানে তারা নতুন একটি হল তৈরি করেছে 'তাহের হল' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। যেখানে স্থানীয় কানাডিয়ানরা বর্ধিত সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। রাজনীতিবিদদের এবং অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আমার কিছু বলার সুযোগ হয়েছে। কোন কোন অতিথির অত্যন্ত ইতিবাচক মন্তব্য আমার কানে পৌঁছেছে। আল্লাহ্ করুন তাদের এই ইতিবাচক মন্তব্য যেন তাদের চিন্তাধারা এবং নীতিতে পরিবর্তন আনয়নকারী হয়।

এই তাহের হল সম্পর্কে আমি প্রথমে এ বিষয়টিও বলে দিচ্ছি, প্রথমে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যেটি কোন কোন দাতব্য সংস্থা এবং এনজিও-কে সহায়তা দিয়ে থাকে, তারা দু'-আড়াই মিলিয়ন ডলার দেয়ার ওয়াদা করেছিল। অর্থাৎ এর নির্মাণ কাজে জামাত কিছু অংশ নিবে আর কিছু এরা দিবে। আমি যখন বিষয়টি জানতে পারি তখন আমি বললাম, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের টাকা ফেরত দিয়ে দেয়াই উত্তম। জামাতের নিজস্ব সামর্থ থাকলে জামাত যেন নিজেই এটি নির্মাণ করে।

আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন, তিনি জামাতকে সামর্থ দিয়েছেন এবং জামাত কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করে এই হল এবং সাথে জামেয়া আহমদীয়ার নিজস্ব ভবনও নির্মাণ করেছে। মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারেও কানাডা জামাতের বড় বড় পরিকল্পনা রয়েছে এবং কয়েক মিলিয়ন

ডলারের পরিকল্পনা তারা হাতে নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কানাডা একটি কুরবানীকারী জামাত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দিন। জামেয়ার জন্য এখন পর্যন্ত যে বিল্ডিংটি ব্যবহৃত হচ্ছিল সেটি একটি ক্রয়কৃত বিল্ডিং যাতে জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। এখন এর সাথে ভাল শ্রেণীকক্ষ ও অফিস প্রভৃতি নির্মাণ হয়ে গেছে এবং পিস ভিলেজেই এই জামেয়া অবস্থিত। আর এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি করাও তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।

এ বছর থেকেই এখানে জামেয়া আহমদীয়া আরম্ভ হবে ইনশাআল্লাহ্। অতএব এসব উন্নতি দেখেও আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় মন ভরে যায়। আল্লাহ্ তা'লা জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে তাঁর প্রতি সত্যিকার কৃতজ্ঞ ও প্রশংসা কীর্তনকারী বান্দায় পরিণত করুন। জামাতের সাথে সু-সম্পর্কের বদৌলতে অন্টারিও'র প্রধানমন্ত্রী নাছোড়বান্দা হয়ে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে সেখানে সর্বস্তরে জামাতের বেশ ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তিনি যখন আমার কানাডা সফরের সংবাদ পান তখন আমাকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের ইচ্ছে ব্যক্ত করেন।

এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমার নেতিবাচক উত্তরের কারণ শুনে, অর্থাৎ আমার সময় কম এবং শহরে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, সচিবালয় বা যেখানেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করার ছিল বা নিজস্ব গেষ্ট হাউজ অথবা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনই হোক সেখানে যাতায়াতে বেশ বেগ পেতে হবে এবং সময় নষ্ট হবে– তিনি বলেন, যদি এটিই প্রধান কারণ হয় তাহলে আপনারা যেখানে অবস্থান করছেন আমি এর নিকটে কোন বড় হোটেলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। যাহোক এ কারণে অস্বীকৃতির আর কোন অবকাশ থাকে নি। অতএব তিনি অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। তিনি জামাতের সাথে সু-সম্পর্ক ও জামাতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে জামাতের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। সেখানে যেসব নিমন্ত্রিত অতিথি এসেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যেও দশ-পনের মিনিট ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে।

কানাডা জামাতের কতিপয় কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যের গণসংযোগের দিক থেকে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। যে সুসম্পর্ক পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখনো বিদ্যমান রয়েছে শুধু তাই নয় বরং উত্তরোত্তর এ সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি সর্বদা মনে রাখবেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হয়েছে, কোন যুবক বা কারো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নয়।

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে কানাডা জামাত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত। আমি গত খুতবায় সেখানে তাদের ব্যবস্থাপনাগত কিছু ত্রুটির কারণে ব্যবস্থাপনার প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলাম। এরপর জামাতের সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় তারাও কান্নাকাটি করে ক্ষমা চেয়েছে এবং পত্রের মাধ্যমেও। অথচ আমার অসন্তুষ্টি প্রকাশ যেটুকুই ছিল তা ছিল কেবল কয়েকটি বিভাগের ব্যাপারে এবং তাদের কর্মকর্তাদের প্রতি– জামাতের আপামর সদস্যের প্রতি নয়। জামাতের সদস্যগণের ভালবাসা ও আন্তরিকতার জন্যই আমি তাদের বলেছিলাম, তাদের আন্তরিকতা ও ভালবাসার প্রতি যদি দৃষ্টি না-ই থাকত তাহলে জলসা আমেরিকায় স্থানান্তরিত করে দেয়া হত।

অতএব সেখানকার জামাতের সাধারণ সদস্যদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে যেভাবে জলসার সময় কর্মকর্তা বা সাধারণ সদস্যদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তা হয়েছে। সাধারণত সব জায়গাতেই মহিলাদের কিছু না কিছু অভিযোগ থাকে। তাদের একটি অংশে বেশ হৈচৈ হওয়ার কারণে তারা মনোযোগ দিয়ে জলসার কার্যক্রম শুনতে পারে নি। কিন্তু এসব বিষয়ের সমাধান কর্মকর্তা ও কর্তব্যরত সদস্য এবং সদস্যাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে হতে পারে। যদি ক্ষমা চাইতে হয় তাহলে কতিপয় কর্মকর্তা ও ডিউটি প্রদানকারীদের চাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টি এদিকে যায় নি। কিন্তু আমি অসন্তোষ প্রকাশ করেছি বলে সাধারণ আহমদী নারী-পুরুষ অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ্ তালার কৃপায় কানাডা জামাতের আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততা দেখে খোদার প্রশংসায় মন ভরে যায়। পিস ভিলেজের একটি অংশে পূর্ব থেকেই বসতি ছিল। এখন আশে পাশের আরো কিছু জায়গা যুক্ত হয়ে পিস ভিলেজের একটি বর্ধিত অংশ গড়ে উঠেছে। তেমনিভাবে রাস্তার অপর পাশেও বসতি গড়ে উঠেছে। আমার ধারণা, এখানে আহমদীদের প্রায় হাজার খানেক বাড়ি হয়ে গেছে। এ কারণে এ দিক থেকে এখানকার আধ্যাত্মিক আবহ বেশ উন্নত এবং সর্বদা মনে হয় যেন কোন আহমদী পরিবেশে রয়েছি।

আমি পূর্বেও বলেছি,আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কানাডা জামাতের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা দেখে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় হৃদয় ভরে যায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে আল্লাহ্ তা'লা কী ধরনের মানুষ দান করেছেন! এ কেমন অপরূপ জামাত! যারা খিলাফতের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা রাখে। আমি যেমন উল্লেখ করেছি, পিস ভিলেজে প্রত্যহ আধ্যাত্মিক আবহ বিরাজ করত, হাতে সময় কম ছিল এবং রমযান মাসও আসন্ন ছিল তা-না হলে তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখে আরো কিছু দিন তাদের মাঝে থেকে যেতে মন চাইছিল।

কোন কোন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জলসার স্থান অপ্রতুল মনে হচ্ছিল- এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি বড় অনুগ্রহ। পার্কিং প্রভৃতির স্থানও সংকুলান হচ্ছিল না এজন্য জলসার বিস্তৃতি এবং জায়গার ব্যাপারেও কানাডা জামাতের চিন্তা করা প্রয়োজন। কীভাবে এর ব্যবস্থা হবে তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা যখন প্রয়োজন বৃদ্ধি করছেন তখন তিনিই এর ব্যবস্থা করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, সত্যিকার কৃতজ্ঞ ও গুণকীর্তনকারী বান্দা হতে হবে।

আমি কানাডা জামাতের সদস্যদেরকে আরেকটি কথা বলতে চাই তা হল, সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে অনেক নতুন আশ্রয়প্রার্থী কানাডা, আমেরিকা এবং এখানেও (অর্থাৎ ইউকে-তেও) এসেছেন। তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করেছেন, তাঁর কৃপারাজিকে আরো বেশি আকর্ষণের জন্য নিজেদেরকে পার্থিবতায় মত্ত না করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পৃক্ত করুন। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন। যুবকরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন! যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করবেন তদনুসারে আল্লাহ্ তা'লার আশিসও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যেসব দুঃখ-কষ্টের কারণে

পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন সেগুলো সর্বদা স্মরণ রাখবেন তাহলে খোদা তা'লাকেও স্মরণ থাকবে। নবাগত নারী-পুরুষ সবাইকে সর্বদা উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত্নবান থাকা উচিত। যেন একদিকে খোদা তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হতে পারেন আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য এবং এখানে বসবাসকারী আহমদীদের জন্যও একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারেন।

অতএব এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখবেন, এখানে আসা কেবল পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে যেন না হয় বরং ধর্মও যেন বিবেচনায় থাকে। এখন ইনশাআল্লাহ্ তা'লা দু'দিন পরে রমযানও শুরু হতে যাচ্ছে, আমেরিকা এবং কানাডাতে সম্ভবত কাল থেকেই রমযান শুরু হচ্ছে। এই রমযান থেকেও প্রত্যেক আহমদীকে অনেক বেশি লাভবান হওয়া উচিত। নিজেদের দোয়া এবং ইবাদতগুলোকে সর্বোচ্চ মানে উপনীত করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে এর সৌভাগ্য দান করুন যেন আল্লাহ্ তা'লার আশিস পূর্বের তুলনায় অধিক হারে আমাদের উপর বর্ষিত হতে দেখি। আল্লাহ করুন যেন এমনটিই হয়।

এখন আমি জুমুআর নামাযের পর দু'টি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হচ্ছে, চৌধুরী নাঈম আহমদ গোন্দল সাহেবের– যাকে গতকাল শহীদ করা হয়েছে। তিনি চৌধুরী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব-এর ছেলে, অরাঙ্গী টাউন, জেলা করাচির অধিবাসী ছিলেন। গতকালই তাকে শহীদ করা হয়েছে, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তাঁর দাদা ছিলেন মুকাররম মরহুম খোরশেদ আলম সাহেব। শহীদ মরহুম ১৯৬১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৯৯ চক, দক্ষিণ সারগোধার অধিবাসী ছিলেন। এরপর ১৯৭১ সালে গোন্দাল ফার্ম এলাকায় বদলী হয়ে আসেন। এরপর অরাঙ্গী টাউনে স্থানান্তরিত হন। ১৯১৪ সালে তাঁর দাদী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন আর তাঁর দাদা পরবর্তীতে বয়আত করেন।

শহীদ মরহুম অর্থনীতিতে এমএ করেন এবং পরবর্তীতে এমবিএ করেন। এরপর তিনি 'স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান'-এর সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শাহাদতের ঘটনার বিবরণ এরূপ, ১৯ জুলাই সকাল ৮:১৫ টায় তিনি প্রতিদিনের ন্যায় অফিসে যাবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন। তিনি সাধারণত প্রতিদিনই ঘরের সামনে একটি সরু গলী অতিক্রম করে বড় রাস্তায় উঠতেন, সেখান থেকে ব্যাংকের নিজস্ব গাড়ী তাকে অফিসে নিয়ে যেত। তিনি যখন গলীতে প্রবেশ করেন তখন সামনে থেকে দু'যুবক এসে তার কানপট্টিতে গুলি করে, গুলি ডান দিক থেকে ঢুকে বা দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। যার ফলে নাঈম আহমদ গোন্দল সাহেব ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ গত এগার বছর যাবত শহীদ মরহুম অরাঙ্গী টাউন হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবারত ছিলেন। এর পূর্বে চার বছর তিনি অরাঙ্গী টাউন মজলিসের কায়েদ ছাড়াও এই হালকার যয়ীমও ছিলেন। তিনি সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এবং মুরব্বী আতফালসহ বিভিন্ন পর্যায়ে থেকে জামাতের সেবা প্রদান করেছেন। মরহুম অত্যন্ত উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন, মিশুক এবং সহিষ্ণু স্বভাবের মানুষ ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও এ ধরনের গুণাবলীর কথাই ব্যক্ত করেছেন। কিছুদিন থেকে অরাঙ্গী টাউন এলাকার অবস্থা খারাপ ছিল– বিরোধিতা চলছিল কিন্তু তিনি সর্বদা অত্যন্ত সাহসিকতা এবং ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সব বিষয়ের মোকাবিলা করেছেন। নির্ভীক ও সাহসী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসীও ছিলেন।

কতক অ-আহমদী তাঁর মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশের জন্য আসলে তারাও মরহুমের উন্নত গুণাবলী বর্ণনা করেন। তিনি এখানেও বেশ কয়েক বছর ধরে জলসায় আসতেন আর যার ঘরে অবস্থান করতেন সে ঘরের মেয়েরা বলেছে, আমরা দেখেছি, জলসার অতিথি ছাড়াও আমাদের ঘরে এমনিতেই অনেক অতিথি সমাগম ঘটত। তিনি (শহীদ) নিজেই মেযবান সেজে তাদের আতিথেয়তা করতেন। এমনকি তিনি এতটাই বিনয়ী ও নিরহংকারী মানুষ ছিলেন, যখন তিনি নিজের জুতো পালিশ করতেন, অন্য অতিথিদের জুতোও পালিশ করে দিতেন। একবার তিনি জলসায় এসেছিলেন তখন এখানে খুবই বৃষ্টি ছিল, তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন সেই পরিবারের সদস্যরা ঘরে এসে কর্দমাক্ত গামবুট খুলে রাখেন এবং সকালে উঠে দেখেন সবার বুট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আর লাইন করে সাজানো রয়েছে। তিনি রাতে বাড়িতে আগত সকল অতিথির বুট থেকে মাটি পরিস্কার করে পালিশ করে যেগুলো ধোয়া যায় সেগুলো ধুয়ে মুছে রেখেছেন। তিনি পরম বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না কিন্তু তাঁর স্ত্রী বলেন, তিনি এমনভাবে আমার প্রতি খেয়াল রাখতেন, আমার মনে হয়, আমার পিতা-মাতাও হয়ত জীবনে এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর ভালবাসা আমাকে দেন নি যা তিনি আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন আর আল্লাহ্ তালা অচিরেই পাকিস্তানে বিরাজমান এই কঠিন যুগের অবসান ঘটান।

যেভাবে আমি বলেছি, আমাদেরকে দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে আর বিশেষভাবে এই রমযানে এই বিষয়কে সামনে রেখেও কিছু দোয়া বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের করা উচিত আর বিশ্বের অন্যদেরও দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তালা শীঘ্রই এ সমস্ত কাঠিন্যের দিন বদলে দেন।

দ্বিতীয় জানাযা মুকাররম সাহেবযাদা মির্যা হাফীয আহমদ সাহেবের যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্র ছিলেন। ১৪ই জুলাই দিবাগত রাতে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি হযরত উম্মে নাসের-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত নম্রভাষী ও গরীবের সেবক ছিলেন। তিনি মৌলভী ফাযেল পাশ করেন এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁকে সিন্ডিকেট যা সিন্ধের জমির একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল সেখানে নিযুক্ত করেন। সেখানেই তিনি কাজ করতেন। এরপর এটি বন্ধ হয়ে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকেন। খিলাফতের সাথেও তাঁর বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। আমাকে নিয়মিত পত্র লিখতেন আর তিনি সর্বদা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। তিনি আমার মামা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁরও পদমর্যাদা উন্নত করুন আর তাঁর প্রতি ক্ষমার আচরণ করুন। জুমুআর নামাযের পর এই গায়েবানা জানাযার নামায পড়া হবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক টরোন্টর (কানাডা) বাইতুল ইসলাম মসজিদে প্রদত্ত ১৩ জুলাই ২০১২-এর (১৩ ওফা, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

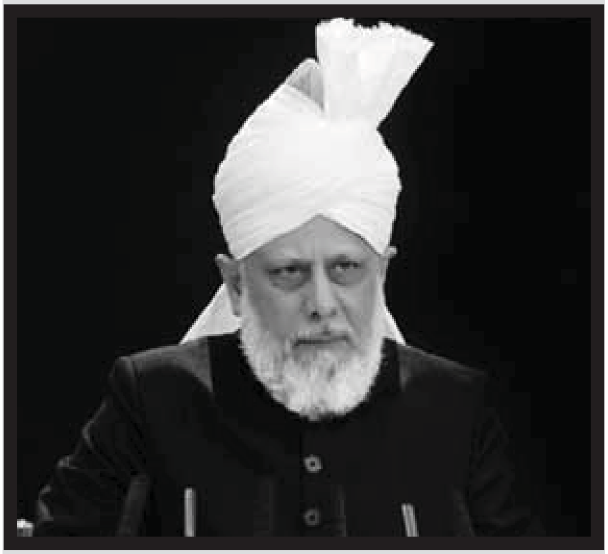

প্রকৃত কৃতজ্ঞতা

প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তখনই পূর্ণতা পায় যখন তারা আসলেই তাঁর এ কথাটি সামনে রাখে, 'তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা কর, নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন কর।' কাজেই একজন আহমদী যখন এ বিষয়টি মাথায় রেখে তার মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে, নিজেকে সেই আদর্শের আদলে গড়ার চেষ্টা করে যা আমাদের সামনে আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থাপন করেছেন।

স্বামী যদি স্ত্রীর অধিকার প্রদান না করে অন্যান্য পুণ্যকর্ম করতে থাকে তাহলে সে খোদার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা বলে পরিগণিত হবে না। আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্ত্রী দিয়েছেন, সন্তান দিয়েছেন এদের অধিকার প্রদান করা তার কর্তব্য। এটি এমন কর্তব্য যা স্বয়ং খোদা তা'লা তার উপর অর্পণ করেছেন। এটি কোন জাগতিক দায়িত্ব নয় বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব। তেমনিভাবে কোন স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি কর্তব্য সমূহ পালন না করে তাহলে সেও খোদা তা'লার কল্যাণরাজি এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

জলসা শেষে সাধারণত আমি জলসা সম্পর্কে কিছু কথা বলে থাকি অথবা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাঁর অপার অনুগ্রহ সম্বন্ধে বলে থাকি। আল্লাহ্‌র করুণায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে গত দু'সপ্তাহে আমেরিকা ও কানাডার জলসা অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয়েছে। এ সব জলসায় অংশগ্রহণের ফলে যেখানে আমি স্থানীয় জামাতকে সরাসরি সম্বোধন করার সুযোগ পাই সেখানে জামাতের বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের ফলে অনেক কিছু জানতে পারি। তাদের সমস্যাদি বুঝতে পারি, জামাতের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি যদ্বারা জামাতকে দিক-নির্দেশনা দেয়া সহজ হয় এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারি।

অতএব এ দিক থেকে আমার আমেরিকা ও কানাডা সফর অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে। আমি কামনা করি এবং দোয়া করি, জামাতের সব নর-নারীও যেন আমার এ সফর থেকে উপকৃত হয়। এছাড়া এ সফরে অ-আহমদী, অ-মুসলমান এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত করে তাদের কাছে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। এ দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ্‌র কৃপায় উভয় স্থানে এ সুযোগ হয়েছে এবং দু'দেশেই ভাল কাজ হচ্ছে। জামাতের বাইরের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জামাত তাদের যোগাযোগের পরিধি বৃদ্ধি করেছে। যাহোক যেভাবে আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি জলসার পর আমি সাধারণত কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলে থাকি সে অনুযায়ী আমি আজ আপনাদের সামনে সর্ব প্রথম এ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। আর তাই আমার এবং আপনাদের সবার আল্লাহ্‌র প্রতি পরম কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কেননা তিনি আমাদেরকে জলসা আয়োজনের ও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ দান করেছেন।

এছাড়া আল্লাহ্ একে কল্যাণমন্ডিত করেছেন এবং সব ধরনের আশিস ও বরকতের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। الحمد لله । কিন্তু যেভাবে আমি আমেরিকার জলসাতেও এবং কানাডার জলসাতেও বলেছি, জলসার আসল উদ্দেশ্য নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা। জলসার এ কল্যাণ ও আশিস প্রকৃত অর্থে তখন লাভ হয় যখন আমাদের মাঝে পবিত্র

পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তন যেন সাময়িক না হয় বরং লাগাতার চেষ্টা ও সাহসিকতার সাথে এসব পবিত্র পরিবর্তনকে যেন জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়া হয়। এ বিষয়টি আমি বার বার পুনরাবৃত্তি করে থাকি। এ সব বিষয় আবার আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার অধ্যায়টি উন্মোচন করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি যখন সুস্পষ্ট হয় তখন একজন মু'মিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ধিত কল্যাণের অংশীদার হতে থাকে। এভাবে মানুষ এক কল্যাণের পরে আরেক কল্যাণ লাভ করতে থাকে। সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সাথে অঙ্গীকার করে ঘোষণা দিয়েছেন لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তবে অবশ্যই আমি তোমাদের বাড়িয়ে দিব।

(সূরা ইব্‌রাহীম: ৮)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা নিজ কল্যাণ ও অনুগ্রহরাজিকে তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেন যারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। একজন আহমদী মুসলমানের জন্য এর চেয়ে বড় নিয়ামত ও অনুগ্রহ আর কী হতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই যুগ ইমামকে মানার সৌভাগ্য দান করেছেন যিনি সৎকর্ম করার ও পবিত্র পরিবর্তন সাধনের প্রতি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদীর উচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টি অনুধাবন করা যেন সে আল্লাহ্ তা'লার আশিস প্রাপ্ত হয়। যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অকৃতজ্ঞ তাদের মত হবে না কেননা তারা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি ভাজন হয়। এসব দেশে আসার পর আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে জাগতিকভাবেও অসীম কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং কেউ কেউ অনেক বেশি কল্যাণে ভূষিত হয়েছেন। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। যেভাবে আমি আমার জলসার বক্তৃতায়ও বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা অনেকের জন্যই এখানে আসার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে আপনাদের জাগতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এটিও আহমদীয়াতের কল্যাণ। নিশ্চয়ই তারা অকৃতজ্ঞ ও আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে মূল্যহীণ যারা এখানে এসেছে, আহমদীয়াতের কল্যাণে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়েছে, এসাইলেম নিয়েছে, আর যখন স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে তখন জামাতের বিরুদ্ধে আপত্তি করা শুরু করেছে, জামাত থেকে পৃথক হয়ে গেছে। যাহোক জামাতের কাছে এমন লোকদের কানা কড়িও মূল্য নেই। 'খাস কম জাহাঁ পাক' অর্থাৎ 'আগাছা যত কমবে ততই ভূমি পরিষ্কার হবে'- এ বাগধারাটি এমন লোকদের জন্য উপযুক্ত। এমন লোকদের পৃথক করে দিয়েও আল্লাহ্ তা'লা জামাতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তখনই পূর্ণতা পায় যখন তারা আসলেই তাঁর এ কথাটি সামনে রাখে, 'তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা কর, নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন কর।' কাজেই একজন আহমদী যখন এ বিষয়টি মাথায় রেখে তার মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে, নিজেকে সেই আদর্শের আদলে গড়ার চেষ্টা করে যা আমাদের সামনে আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থাপন করেছেন।

হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) রাতে শয়নের পূর্বে সারা দিনের ঐশী কল্যাণের কথা স্মরণ করতেন, আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন এবং বলতেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন ও অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে দান করেছেন এবং অনেক দিয়েছেন। প্রশংসা ও গুণগান শুধুই আল্লাহ্‌র জন্য'। মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর পা ফুলে যেতো। আপনি কেন এতো কষ্ট করেন সাহাবার এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি (সা.) বলতেন, 'আমি কি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হব না'?

অতএব এই কৃতজ্ঞ বান্দার অনুসারীদের এবং তাঁর উম্মতেরও দায়িত্ব তারা যেন তাদের সাধ্য অনুযায়ী এ মহান আদর্শের অনুসরণ করে– যেন তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর ভালবাসা প্রাপ্ত হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলেন, তুমি বলে দাও فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ অর্থাৎ আমার অনুসরণ করলে, আমার পবিত্র জীবনাদর্শ অবলম্বনের চেষ্টা করলে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হবে, তাঁর ভালবাসা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পরবর্তীতে অধিক নিয়ামত ও কল্যাণের অংশীদার বানায়। মহানবী (সা.) যে শুধু নিয়ামত প্রাপ্ত হলেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন তাই নয় বরং কোন সমস্যা থেকে উত্তরণের পরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। এমনকি ছোট ছোট বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর (সা.) জীবনীতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ছাড়াও তিনি (সা.) সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

অতএব এ হল, সত্যিকার কৃতজ্ঞতা যার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আর এই কৃতজ্ঞতা ও এ ধরনের কৃতজ্ঞতা এমন জিনিস যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আরো বেশি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ অনেক গুণে বৃদ্ধি করে দেন। মানুষ নিজের লাভের জন্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বলেছেন,

وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অর্থাৎ আর যে-ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে কেবল নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় সে যেন মনে রাখে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রশংসার অধিকারী

(সূরা লুক্‌মান: ১৩)।

অতএব প্রত্যেক আহমদী যেন এমন কৃতজ্ঞই হয়। তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কিছু পদ্ধতি আছে। দৈনন্দিন জীবনে এ সব পদ্ধতির অন্বেষণ করতে থাকুন। একজন আহমদী বা প্রকৃত মু'মিন যখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এ সব পদ্ধতির অনুসন্ধান করে সে তখন অন্তর থেকেও কৃতজ্ঞ হয়। মৌখিক ভাবেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যায়। মানুষ যখন আল্লাহ তা'লার গুণকীর্তন করে অথবা অন্য কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন তা হয় মৌখিক কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া নিজের কাজকর্ম,আচার-ব্যবহার এবং নিরবতার মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। মানুষ যখন কৃতজ্ঞ হয় তখন তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যখন বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বা আল্লাহ্ তা'লার ক্ষেত্রে যখন কৃতজ্ঞতার বিষয়টি ব্যবহৃত হয় তখন মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতার অর্থ মানুষকে পুরস্কৃত করা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময় মানুষকে মনে রাখতে হবে, সে যেন একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নত হয়। দ্বিতীয়তঃ

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা এবং তাঁর ভালবাসা লাভের চেষ্টা করাও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ ও অনুগ্রহরাজির কথাও স্মরণ রাখতে হবে। মানুষকে বুঝতে হবে, খোদার পক্ষ থেকেই সকল আশিস বর্ষিত হয়। আমি যে নিয়ামত পেয়েছি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই পেয়েছে– এ বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। এটিও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাঁর গুণকীর্তন করা এবং আল্লাহ্ তা'লার গুণগান গাওয়া ও তাঁর স্মরণে রত থাকা। আর আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নিয়ামতের ব্যবহার এমনভাবে করুন যেন তিনি সন্তুষ্ট হন। আর এসব কথা পুরোপুরি মানাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এবং এটিই আল্লাহ্ পছন্দ করেন। যেভাবে আমি বলেছি, এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে কেননা আল্লাহ্ তাঁর এমন কৃতজ্ঞ বান্দাদের অধিক পুরস্কৃত করেন এবং তাদের প্রতি আরো বেশি অনুগ্রহ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা এভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থাৎ 'আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব'-এর উত্তরাধিকারী হবে।

মানুষ আমাকে চিঠি লিখে এবং আমার সাথে সাক্ষাতের সময় বলে, জলসায় উপস্থিত হয়ে আমরা অনেক লাভবান হয়েছি এবং আনন্দ পেয়েছি। যখন প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্বের তুলনায় অধিক বেশি বিনত হবে এবং আরো বেশি ইবাদত করবে তখনই এ আনন্দ ও উপকার লাভজনক হবে। আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করতে আগের চেয়ে আরো বেশি সচেষ্ট হোন।

আল্লাহ্‌র আশিস, অনুগ্রহ ও পুরস্কারের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং নিজের সামনে রাখুন। আপনি যে সব পুণ্যকর্মের সুযোগ পান সেগুলোর ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করুন, এখন আমি এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। মন্দকর্মের তালিকা করে তা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করুন। নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ দিয়ে এ কাজে সচেষ্ট হওয়া উচিত। পরে আল্লাহ্ তা'লার এ সব অনুগ্রহ ও পুরস্কারের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসায় রত হোন, আমি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও পুরস্কারের অপব্যবহার করব না- আর এ অঙ্গীকারের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকুন। এ দেশে আসার ফলে আল্লাহ্ তা'লা যদি আপনাদের অবস্থার উন্নতি করে থাকেন, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করে থাকেন তবে এ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অপব্যবহার না করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমেরিকাতে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা অঢেল আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছেন। এদের মাঝে এমন অনেকে আছেন যারা অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে জামাতী বিভিন্ন কর্মকান্ডে খরচ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দিন। আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও অনুগ্রহকে স্মরণ করে সর্বদা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হবার চেষ্টা করতে থাকা উচিত।

শুধুমাত্র আর্থিক কুরবানীকেই নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট মনে করবেন না বরং আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্যও অদম্য চেষ্টা-সাধনা করা উচিত। প্রকৃত কৃতজ্ঞ এবং আব্‌দে রহমান (অর্থাৎ রহমান খোদার নিষ্ঠাবান বান্দা) হবার জন্য একনিষ্ঠ ইবাদতকারী হওয়াও আবশ্যক। কানাডাতে এমন আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারীর সংখ্যা কম বা এভাবে বলা যায়, আর্থিক প্রাচুর্যতায় তারা ঐ পর্যায়ে উপনীত হয় নি যেমন আমেরিকায় রয়েছে। অন্তত পক্ষে আমার জানা মতে নয়। কিন্তু এখানে সামগ্রীক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর্থিক কুরবানীর মান যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু সেই সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং ইবাদতেও যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। যদি খোদা তা'লার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চান তাহলে এই দুর্বলতাগুলো দূর করা আবশ্যক।

তাই আমেরিকাতে বসবাসকারী আহমদী বা কানাডাতে বসবাসকারী আহমদী অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে বসবাসকারী আহমদীই হোক না কেন, তাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তখনই হবে যখন পরিপূর্ণভাবে নিজেদের মাঝে একটি পবিত্র পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা তারা করবে। নর-নারী যে-ই হোক সে যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের অনুশাসন নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা না করবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়'আতের শর্তসমূহ পালনের চেষ্টা না করবে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই মানদন্ড অর্জনের তৌফিক দান করুন।

অতএব প্রত্যেকেই আত্মবিশ্লেষণ করুন, নিজের চারপাশের উপর দৃষ্টি দিন, নিজের পরিবারের প্রতি দৃষ্টি দিন আর দেখুন! এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আপনার চারপাশে, আপনার ঘরে এবং আপনার মাঝে কতটুকু প্রতিষ্ঠিত আছে? স্বামী যদি স্ত্রীর অধিকার প্রদান না করে অন্যান্য পুণ্যকর্ম করতে থাকে তাহলে সে খোদার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা বলে পরিগণিত হবে না। আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্ত্রী দিয়েছেন, সন্তান দিয়েছেন এদের অধিকার প্রদান করা তার কর্তব্য। এটি এমন কর্তব্য যা স্বয়ং খোদা তা'লা তার উপর অর্পণ করেছেন। এটি কোন জাগতিক দায়িত্ব নয় বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব। তেমনিভাবে কোন স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি কর্তব্য সমূহ পালন না করে তাহলে সেও খোদা তা'লার কল্যাণরাজি এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অথবা সে খোদার আশিস সমূহকে অস্বীকার করছে আর এই অস্বীকৃতি তাকে কৃতজ্ঞ বান্দাদের তালিকা থেকে বের করে দিচ্ছে।

অতএব যেভাবে আমি বলেছি, প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক পরিবারের উচিত আত্মবিশ্লেষণ করা। কাজেই যে দিন আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেদের কথা ও কাজকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির মাধ্যম বানিয়ে নিব সেদিন প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আসল রূপ প্রস্ফুটিত হবে। আর তখন মানুষের প্রতি খোদা তা'লার আশিস ও অনুগ্রহের এক অফুরন্ত ধারা সূচিত হবে। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই এমনটি হওয়া আবশ্যক। শুধুমাত্র জাগতিক প্রাচুর্যকেই যথেষ্ট মনে করবেন না। একজন আহমদীর জন্য আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করাও আবশ্যক।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেই বিষয়টি– যার সাথে আমারও সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশ করছি, কেননা এটিও জরুরী। সর্ব প্রথম আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এমন এক জামাত দান করেছেন, খিলাফতের সাথে যাদের গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) থেকে সরাসরি যারা এ কল্যাণ লাভ করেছিলেন তারাই এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সূচনা করেছিলেন। এটি দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, জামাতের

সদস্যদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখে আমি অবাক হই। এ বাক্যগুলো আমার। কম বেশি এমনই বাক্যে তিনি (আ.) বলেছিলেন। তাই এ পরম নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ধারা যা প্রায় দেড়শ' বছর ধরে বিস্তৃত, আজও এটি আপন মহিমা প্রদর্শন করে চলেছে। তাই এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাকে কখনো ম্লান হতে দিবেন না। নিজ বংশধরদের মাঝেও এর ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করুন। এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা যেখানে আমাকে খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বানিয়ে তাঁর গুণকীর্তনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং পরবর্তীতে আগমনকারী খলীফারাও এ দিকে মনোযোগী থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্‌; সেখানে জামাতের সদস্যদেরকেও যেন এটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিকে মনোযোগী রাখে। যাতে খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক এবং আল্লাহ্‌ তা'লার কল্যাণরাজি লাভকারীর সম্পর্ক বংশপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব আমি যেভাবে বলেছি, আমি আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কেননা তিনি জামাতের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাকে বহাল রেখেছেন। আর পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই যান না কেন এ সম্পর্ক প্রত্যেক আহমদীর মাঝেই বিদ্যমান দেখতে পাবেন। এই সফরে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃশ্য আমি আমেরিকাতেও দেখেছি এবং এখানকার (কানাডার) আবালবৃদ্ধবনিতা সবার মাঝে দেখছি। আমেরিকা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ধারণা, সেখানে কেবল বস্তুবাদী মানুষ বসবাস করে এবং ধর্মের সাথে তাদের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার দু'সপ্তাহ অবস্থানের সময় আমি যেখানেই যেতাম আহমদীরা সেখানে পৌঁছে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পরম নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যুবকদের মধ্যে যারা ডিউটি দিয়েছেন তারা দু'সপ্তাহ একটানা আমার সাথে থেকে এবং সফরের সময়ও আমার পাশে থেকে অনেকে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরি হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে বা এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করে নি। এমনও অনেকে ছিলেন যারা আমাকে বলেছেন, আমরা নতুন নতুন চাকরী শুরু করেছিলাম। জলসার জন্য এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য ছুটি পাচ্ছিলাম না তাই চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি। আল্লাহ্‌ তা'লা সবার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করুন এবং তাদের ধন-সম্পদ, জনবল এবং নিষ্ঠায় অশেষ বরকত দান করুন।

অতএব এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহ্‌ তা'লার প্রশংসার প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সাথে সাথে আমি ঐ লোকদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা পরম নিষ্ঠা ও একান্ত বিশ্বস্ততার সাথে জলসার সময় বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং জলসায় যোগদানকারী সবারই (এসব কর্মীর প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আমেরিকাতেও এবং কানাডাতেও। তাদের জন্য দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন যার ফলে কোনরূপ উৎকণ্ঠা ছাড়াই তারা যেন মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, তাদের প্রতি এমন কৃপাবারি বর্ষিত হয় যার ফলশ্রুতিতে তারা পূর্বের তুলনায় আরো বেশি ধর্মসেবার সৌভাগ্য লাভ করে এবং ধর্মসেবার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে আমি গিয়েছি এবং নিশ্চিত ভাবে আমি বলতে পারি, এসব স্থানে স্থানীয় পুরনো আমেরিকার অধিবাসীরাও এবং নতুন আগমনকারী যারা বাইরে থেকে এসে বসবাস আরম্ভ করেছেন তারাও আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এসব লোকের দৃষ্টি আমি পুনরায় এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছি যা আমি শুরুতে করেছিলাম, আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আল্লাহ্‌ তা'লার কল্যাণ আকর্ষণ করা তখনই যথাযথ হবে, আপনাদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা তখনই সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে যখন খোদা তা'লার স্মরণ এবং তাঁর ইবাদতের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আপনারা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন।

অতএব আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের যে বিষয়টি শুরু করেছিলাম এর শেষ কথা হল, যুগ খলীফা এবং জামাতের সদস্যরা যেন আল্লাহ্‌ তা'লার প্রকৃত বান্দা হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এবার আমেরিকাতে বিশেষ ভাবে যুবকদের মাঝে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরতে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বা বাণী পৌঁছানোর প্রতিও মনোযোগ লক্ষ্য করেছি। আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় বাইরের লোকদের সাথে বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখবেন! কোন পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সম্পর্ক গড়বেন না। বরং এই সম্পর্ক স্থাপন যে উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত তা হল, সমগ্র বিশ্ববাসীকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করা, ইনশাল্লাহ্‌ তা'লা। সেখানে সংবাদ মাধ্যমের সাথেও আমার কথাবার্তা হয়েছে। সিএনএন এর প্রতিনিধি আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমেরিকাতে কি ইসলাম বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা আছে? এর উত্তরে আমি বলেছি, আহমদীয়া জামাত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করে থাকে এবং এটি শুধু আমেরিকা নয় বরং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আর এটি উগ্রতার মাধ্যমে নয় বরং মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমে বিস্তৃত হবে। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে বিস্তৃত হবে। অতএব আমাদের যুবক, পুরুষ ও নারীগণ যারা খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখেন এবং এর বহিঃপ্রকাশ করেন, তাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আমাদের উদ্দেশ্য পার্থিব নয়, বরং সকল পার্থিব সম্পর্ক এবং আমরা যেসব কথা বলি তার একমাত্র লক্ষ্য ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় হওয়া উচিত। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা আমাদের এক-অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রকৃত বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করব। আমি সাধারণত সর্বত্রই তা পার্থিব কোন নেতৃবৃন্দের সাথেই হোক বা অন্য কারো সাথে– একথাই বলে থাকি, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য মূলতঃ এটিই। যাহোক সামগ্রিকভাবে আমেরিকা সফর আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় খুবই সফল হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লা পরবর্তীতেও এর কল্যাণকর ফলাফল সৃষ্টি করতে থাকুন। বিভিন্ন স্থানে নতুন মসজিদ ও নতুন সেন্টার ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলোরও উদ্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় আমেরিকা জামাতেরও মসজিদ নির্মাণের প্রতি বেশ মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাদের উচিত একে অব্যাহত রাখা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, উন্নয়নশীল জাতি শুধু এটি দেখে না, আমরা এই এই করে ফেলেছি বরং যেসব ঘাটতি রয়ে গেছে সেদিকেও দৃষ্টি রাখে। দুর্বলতা বা ত্রুটি সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এমনটি হলেই সঠিক পথ লাভ হয়, সঠিক পথনির্দেশ পাওয়া যায়। আমেরিকা হোক বা কানাডা, সর্বত্র জলসার দিনগুলোতে বিশেষভাবে যেসব দুর্বলতা ও ঘাটতি রয়ে গেছে, এর জন্য একটি লাল খাতা থাকা প্রয়োজন যাতে এসব দুর্বলতা লিখা হবে। যাদের কাছে এটি নেই তারা এর ব্যবস্থা

করুন। যেভাবে আমি দীর্ঘদিন যাবত বিশ্ববাসীকে সতর্ক করছি, রাজনৈতিক, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যেজন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। এ ধরনের আকস্মিক অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্য পারিবারিক এবং জামাতী ভাবে কিছু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমেরিকাতে প্রায়ই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-তুফান, হ্যারিকেন প্রভৃতি আঘাত হানে। যেসব স্থানে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে এবং সেন্টার রয়েছে, সেখানে কমপক্ষে এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাতে পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, কেননা বর্তমানে এগুলো ছাড়া চলা খুবই দুস্কর।

আমি দীর্ঘদিন যাবত বিশ্ববাসীকে সতর্ক করছি, রাজনৈতিক, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যেজন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। এ ধরনের আকস্মিক অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্য পারিবারিক এবং জামাতী ভাবে কিছু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমেরিকাতে প্রায়ই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-তুফান, হ্যারিকেন প্রভৃতি আঘাত হানে। যেসব স্থানে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে এবং সেন্টার রয়েছে, সেখানে কমপক্ষে এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাতে পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, কেননা বর্তমানে এগুলো ছাড়া চলা খুবই দুস্কর।

বিগত যে দিনগুলো আমি সেখানে থেকেছি, জলসায় আমি Harrisburg গিয়েছিলাম। পিছন থেকে ঝড় এসেছিল এবং বাইতুর রহমান মিশন হাউস যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই এলাকার পুরো বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পানি সরবরাহও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পানি ও বিদ্যুতের কোন বিকল্প ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। অথচ এসব স্থানে জামাতের নিজস্ব জেনারেটর থাকা প্রয়োজন যেন সাথে সাথে জামাতের ভবন সমূহে বিদ্যুত সরবরাহ করতে পারে এবং পানি প্রভৃতির ঘাটতি পূরণ করতে পারে। এটি ঐশী ইচ্ছাতেও হতে পারে, অনেকের ধারণা, এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হয়েছে। কেননা এমন পরিস্থিতিতে পূর্বেই সতর্কবাণী বা পূর্বাভাস দেয়া হয়, অথচ এগুলো কোন সতর্কবাণী বা পূর্বাভাস ছাড়াই হয়েছে। কোন কোন স্থানে ষড়যন্ত্রের আনাগোনা হতে পারত যা আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন। কিন্তু আসলে কী ছিল তা আল্লাহ্ তা'লা-ই ভাল জানেন। যাহোক আমাদেরকে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন আর বিশ্বের প্রত্যেক স্থানেই রাখা উচিত।

এবার কানাডার দিকে আসছি, তারা হয়তো ভাবছেন, খুতবা কানাডায় দেয়া হচ্ছে আর কথা চলছে আমেরিকার। সব প্রশংসা বা ত্রুটি আমেরিকার বর্ণনা হয়েছে, আপনাদের ব্যাপারে এবার বলছি। একটি সার্বজনিন কথা হল– যেমনটি আমি বলেছি, পুরো জামাতের উচিত আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়া। শুধু কানাডা বা আমেরিকা নয় বরং বিশ্বের প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তুলে। এ বিষয়ে আমি বার বার বলতে থাকি। দ্বিতীয়তঃ যেভাবে আমি বলেছি, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এই দৃশ্য এখানে অর্থাৎ কানাডাতেও পরিলক্ষিত হয় এবং হচ্ছে। এখন আমি এখানেই অবস্থান করছি। আমি যেদিন এখানে পৌঁছি সেদিন পাকিস্তান থেকে আগত আমাদের এক আত্মীয়া যিনি আমেরিকা হয়ে এখানে এসেছেন, আমেরিকা থেকে তাকে কেউ ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন, কীভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে? আমেরিকার স্বাগত জানানো বেশি ভাল ছিল নাকি এখানকার? এর উত্তরে তিনি বলেন, কানাডার সদস্যরা আমেরিকানদেরকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে।

যাহোক পেছনে ফেলারই কথা ছিল। এখানে আপনাদের সংখ্যা অনেক বেশি, আপনাদের এই পিস ভিলেজে অধিকাংশ আহমদী পরিবারের বসবাস আর মসজিদও নিকটে। কিন্তু এ থেকে উপকৃত হবার জন্য শুধু বাহ্যিক সম্ভাষণ বা স্বাগত জানানোই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখুন। আল্লাহ্ তালা আপনাদেরকে একটি জায়গা দান করেছেন যেখানে আপনারা একত্রে বসবাস করছেন। আমি যেভাবে বলেছি, মসজিদও পাশেই রয়েছে। এই মসজিদকে আবাদ করুন তাহলেই এর প্রকৃত সৌন্দর্য এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বহিঃপ্রকাশ হবে। বয়স্করা এখানে (মসজিদে) এসেই থাকেন আর অধিকাংশ বয়স্ক অবসর গ্রহণ করেছেন, তাদের হাতে কোন কাজ নেই তাই তারা পাঁচ বেলার নামাযে মসজিদে আসেন। যখন কিশোর ও যুবকরা ইবাদতের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে এখানে এসে মসজিদকে আবাদ করবে, জামাতের মূল চেতনাকে জাগ্রত রাখবে, কিশোরী এবং মহিলারাও এই পরিবেশে থেকে নিজের পবিত্রতা, আত্মসম্ভ্রম এবং মর্যাদার সুরক্ষা করবে, যুবকরা যখন এই পরিবেশের প্রতি আসক্ত না হয়ে নিজেদের মর্যাদাকে অনুধাবন করবে তখনই আমাদের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করলে পরেই আপনারা আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারবেন। অন্যথায় শুধু জয়ধ্বনি দেয়া বা দলবেধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তবে এক প্রকার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ যে ঘটে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানকার স্থানীয় লোকজন, এখানকার মেয়র এবং অন্য রাজনীতিবিদরাও আমার সাথে সাক্ষাত করেছেন। তারা আমাদের জামাতের মাধ্যমে বেশ প্রভাবান্বিত এবং অনেকেই আমাকে বলেছেন, এমন এমন মানুষ এ জামাতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যে, এই জামাত নিয়ে আপনার গর্ব হওয়া উচিত। এরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই সবকিছু যা অর্জিত হচ্ছে তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। এরা জাগতিক দৃষ্টিতে দেখে এবং এদের দৃষ্টিতে এগুলো উত্তম মান হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদেরকে সেই দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে দেখায় যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের আলোকে আমাদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। আমাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উপনীত হওয়া এবং ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মানদন্ড পার্থিব লোকদের বানানো মানদন্ড অনুযায়ী নয় বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত মাপকাঠিতে মূল্যায়ণ হয়।

তাই আল্লাহ্ তা'লাকে খুশী করতে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমি যেভাবে এর পূর্বেও বলেছি, আমাদেরকে নিজ জীবনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অবলম্বন করা আবশ্যক আর এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করা উচিত। অতএব আপনারা

পার্থিবতার দিকে এবং পার্থিব লোকদের পানে তাকিয়ে না থেকে ঊর্ধ্বলোকের দিকে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতির প্রতি দৃষ্টি দিন আর এমন হলে পরেই আমরা সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারব। আর তখনই আপনাদের স্বাগত জানানো, জয়ধ্বনি দেয়া এবং প্রতিটি কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আমার সফরের ইতিবাচক ফলও এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। আমেরিকাতেও এবং এখানেও প্রকাশিত হচ্ছে। আমেরিকায় অনেক মেয়েরা আমাকে লিখেছে যারা সেখানেই জন্মেছে, সেখানেই লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়েছে আর এখানকার মেয়েরাও লিখেছে আর এমন চিঠি এখনো আসছে যে, আপনার কথা শুনে আমাদের মাঝে নারীর মর্যাদা, সম্মান এবং নারীর মান-সম্ভ্রম সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি হচ্ছে। এখন আমরা আমাদের মর্যাদা বুঝতে পারছি। পর্দার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি, একজন আহমদী মেয়ের মর্যাদা বুঝতে পেরেছি। অনুরূপভাবে যুবকরাও লিখেছে, নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। কোন কোন মেয়ে লিখেছে, আমরা মনে করতাম, এখানকার এই পরিবেশে বোরখা এবং হিজাবের ব্যবহার আমাদের দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু আপনার সামনে যখন হিজাব, বোরখা বা কোট পড়ে এসেছি এবং আপনার কথা শোনার পর আমরা এখন এ অঙ্গীকার করছি, কখনো আমরা বোরখা পড়া ত্যাগ করব না। কাজেই এ হল, তাদের চিন্তা-চেতনা, আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তাদের এই চিন্তাধারাকে জাগ্রত রাখুন এবং তাদের মান সম্মান অটুট রাখুন, যেভাবে তারা অঙ্গীকার করেছে, 'আমরা আমাদের মান-সম্মানের সুরক্ষা করব'।

এভাবে অনেকে আবার মোলাকাতের সময় নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারেও অঙ্গীকার করেছে আর চিঠিও লিখেছে, 'ভবিষ্যতে আমাদের কোন অভিযোগ আপনার নিকট যাবে না'। এ বিষয়টি খোদা তা'লার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করে। তিনিই সেই সত্তা যিনি হৃদয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। তিনিই সেই সত্তা যিনি লোকদের হৃদয়কে ফেরানোর শক্তি রাখেন। তিনিই সেই সত্তা যিনি কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেন। তিনি কতো উত্তম ভাবে জামাতের আবালবৃদ্ধবনিতা অর্থাৎ সব সদস্যের মধ্যে যুগ খলীফার আহ্বানে লাব্বায়েক বলে নিজেদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী করেছেন। তারা দৃঢ়তার সাথে নিজেদের পদমর্যাদাকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করছে। অথচ কিছুদিন পূর্বেই তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল এবং লজ্জা পাচ্ছিল। অনেকে আবার স্কুলেই অস্থির হয়ে যেত।

অতএব যাদের মধ্যে এই পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তাদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার সাথে এখন এ অঙ্গীকার করা উচিত, তারা এখন নিজেদের মাঝে সৃষ্ট পবিত্র পরিবর্তনকে ধরে রাখবে এবং এর জন্য খোদা তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, যেন তাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে তা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অনুরূপভাবে যেসব পুরুষ ও যুবকের মধ্যে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তারাও যেন এ চিন্তাধারা মাথায় রেখে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে, এই পবিত্র পরিবর্তন সর্বদা নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। আমি পূর্বেও স্বামীদেরকে তাদের স্ত্রীদের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে এবং স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সংক্ষেপে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। এজন্য এ বিষয়টিও স্মরণ রাখবেন, ঘরে পরস্পরের মধ্যে আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রয়োজন। কেননা বর্তমানে ঘরে যেভাবে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে, সম্পর্কচ্ছেদ হচ্ছে, তা শুধু পারস্পরিক আস্থা ও সততার অভাবেই হচ্ছে।

অতএব সততা অবলম্বন করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থা ভাজন হওয়া উচিত। আজকাল যেসব যুবক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, পিতা-মাতার পছন্দে বিয়ে করলে সেক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যদি অন্য কোথাও পছন্দ থেকে থাকে তাহলে ছেলে মেয়ের জীবন নষ্ট না করে এবং মেয়ে কোন ছেলের জীবন নষ্ট না করে বিয়ের আগেই স্পষ্ট করে পিতামাতাকে জানিয়ে দিন, আমি এখানে বিয়ে করব না, অন্য কোথাও করব। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, ইসলামে বিবাহের মূল ভিত্তি পবিত্রতার উপর রাখা হয়েছে। জাগতিক বিষয়াদির উপর নয়।

মহানবী (সা.) একজন পুরুষকে বিবাহের ক্ষেত্রে যে চারটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলেছেন, কনের যে বৈশিষ্ট্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন তা হল, তার ধার্মিকতা। তার সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ কিংবা বংশ মর্যাদা নয়। কাজেই ছেলেরা যখন ধার্মিকতা চায় বা ধার্মিক মেয়ে চায় সেক্ষেত্রে ছেলেরও ধার্মিক হওয়া আবশ্যক। আমি বিয়ের বিভিন্ন খুতবাতে এর উল্লেখ করে যাচ্ছি। যদি ছেলেরা ধার্মিক হয় তাহলে মেয়েরা অবশ্যই ধার্মিক হবে। আর তখনই আমরা ঐ প্রকৃত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বলে সাব্যস্ত হব, আর এটিই আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। সর্বদা স্মরণ রাখবেন! আমাদের ভিত্তি পবিত্রতার উপর, জাগতিক বস্তু এবং জাগতিক বিষয়াবলীর উপর নয়। এখানকার স্বাধীনচেতা সমাজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের জীবনকে অস্থির করে তুলবেন না। একথা ভাববেন না, এখানকার মানুষরা খুব সুখে আছে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে কয়েক বছর হয়ত তারা সুখে থাকে। এর পরই তাদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি হয়। চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে তাদের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। এ কারণে প্রথম থেকেই নিজ চিন্তা ভাবনাকে পূত-পবিত্র এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করা উচিত।

যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, অনেক পরিবারে এখানে জাগতিকভাবে অনেক স্বচ্ছলতা এসেছে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহকে স্মরণ রাখুন। জগত এবং জাগতিকতার ঘুরপাকে পতিত না হয়ে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের প্রতি যে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তা সর্বদা স্মরণ রাখুন। নিজেদের অবস্থা ও মূল উদ্দেশ্যকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন। নিজেদের অতীতের কথা চিন্তা করুন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ করুন। এসব অনুগ্রহ যেন আপনাদেরকে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে। তিনিই প্রকৃত মু'মিন যিনি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হয়। আপনারা যদি এভাবে কৃতজ্ঞ বান্দা হবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেন থাকেন তাহলে স্মরণ রাখুন, ভাই-ভাই, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তোষ থাকলে তা দূর করতে হবে। এই অসন্তোষ দূর করা এবং সন্ধির পানে অগ্রগামী হওয়া মানুষকে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ভাজন বানায়।

অতএব প্রত্যেককে সর্বদা এ বিষয়গুলো স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এখানে আমি যখন ঘর থেকে বাইরে বের হই তখন রাস্তায় অনেক বড় সংখ্যায় শিশুরা দাঁড়িয়ে থাকে। চার দিক থেকে সালাম ও নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। এর ফলে শান্তি

ও নিরাপত্তার পরিবেশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি বেহেশ্‌তের পরিবেশের প্রতি ইঙ্গিত করছে। একে কেবল বাহ্যিক সালাম বা শান্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবেন না বরং প্রকৃত শান্তিতে রূপান্তরিত করুন। যেন এ পৃথিবীও জান্নাতে পরিণত হয় আর পরকালের জন্যও জান্নাতের উপকরণ সৃষ্টি হয়। শিশুরা যখন নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চারিত করে তখন তাদের মাঝে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে শিশুদের মাঝে এই আবেগ অনেক বেশী দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই এই উৎসাহ উদ্দীপনাকে ধরে রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। নিজেদের ও শিশুদের মাঝে এই আবেগময় অবস্থা ধরে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা শিশু-কিশোরদের অবহিত করুন। সালাম বা আল্লাহু-আকবর ধ্বনির সঠিক তাৎপর্য তখনই সাব্যস্ত হবে যখন জ্যেষ্ঠদের সকল কর্মকান্ড কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হবে। কেবল তখনই আমরা আল্লাহ্‌ ও নিজ ভাই-বোনদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানে মনোযোগী সাব্যস্ত হব।

প্রত্যেকের এই দায়িত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন। আমি কর্মকর্তাগণকে তাদের প্রশাসনিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি পূর্বেও বলেছি, এটি কেবল আমেরিকার জন্যই নয় বরং আপনাদের জন্যও। কানাডার উচিত নিজেদের দুর্বলতা ও ঘাটতি সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা লাল খাতায় লিপিবদ্ধ করা এবং পরের বছর প্রোগ্রাম প্রণয়নের সময় সেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। এবারও আমার নিকট অনেক চিঠি-পত্র এবং বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ আসছে, অমুক স্থানে এসব ঘাটতি ছিল। মহিলাদের খাবারেও ঘাটতি পড়েছে। আবার পদ্ধতি গত ভুলও ছিল। আচার-আচরণের দিক থেকেও অনেক দুর্বলতা ছিল। কিন্তু একটি বড় বিষয় যা জলসার পুরো অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তা হচ্ছে, জলসার তিন দিনই কোথাও না কোথাও শব্দ মানে সমস্যা ছিল।

আমি বুঝি না আপনারা এত বছর ধরে এখানে জলসা আয়োজন করছেন তারপরও কেন সাউন্ড সিস্টেমের সমস্যা হবে? খুব সহজেই বলে দেয়া যায় – ভুল হয়ে গেছে, অমুকটা ছিল না তমুকটা ছিল না, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। বরং এর কারণ খুঁজে বের করুন। যেন ভবিষ্যতে এরূপ না হয়। আমার মনে হয় কর্মকর্তাদের মাঝে পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার অভাব ছিল। এজন্য এসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যদি এটিই কারণ হয়ে থাকে তাহলে কখনো আমাদের কাজে কল্যাণ সৃষ্টি হবে না। জামাতের সদস্যদের ভেতর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কর্মকর্তাদেরকেও নিজেদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, সে কোন উদ্দেশ্যে কাজ করছে?

অতএব আমীর সাহেবও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিন। খতিয়ে দেখা উচিত আর অকারণে সবার উপর আস্থা রাখাও ঠিক নয়। আমি সেদিন মহিলাদের জলসায় বলেছিলাম, এখানে জলসা না করাটাই মনে হয় ভাল হবে। এর পরবর্তী বাক্য আমি তখন উল্লেখ করিনি। আমার মাথায় ছিল, এখানকার ব্যবস্থাপনা যদি সামলাতে না পারে তাহলে যে বছর জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আমি আসব সে বছর উত্তর আমেরিকা, কানাডা এবং আমেরিকার যে জলসা হয় তা যেন আমেরিকাতেই আয়োজন করা হয়। তাহলে আপনাদের খরচও বেঁচে যাবে আর সমস্যাও কম হবে। এছাড়া দু'দেশেরই নিজেদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে।

সার্বিকভাবে আমি যখন কানাডা জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করি তখন আমার মনে হয়, কর্মকর্তাদেরও একটি সুযোগ দেয়া উচিত যেন তারা নিজেদের সংশোধন করতে পারে। সেসব কর্মকতা যাদের মাথায় কেবল জাগতিক চিন্তা-ধারা রয়েছে তারা যেন বিশেষভাবে নিজেদের সংশোধন করে। তিনি যদি সেবার সুযোগ লাভ করতে চায় তাহলে কারো বলার প্রয়োজন নেই বরং স্বয়ং আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। উভয় স্থানের পুরুষ-মহিলার মধ্যেই এ অবস্থা বিদ্যমান। সর্বদা স্মরণ রাখবেন! সদিচ্ছার মাধ্যমে কাজে বরকত হয়। স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা আগামী প্রজন্মকেও নষ্ট করবে আর নিজেকেও অকৃতজ্ঞ বান্দাতে পরিণত করবে। আর এর ফলে আল্লাহ্‌ তা'লার পুরস্কার এবং অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হবার পরিবর্তে– আল্লাহ্‌ না করুন আপনি যেন কখনো তাঁর শাস্তির শিকারে পরিণত না হয়ে যান। কিন্তু নব প্রজন্মকে আমি বলব, তারা যেন প্রবীণদের মন্দ বিষয়গুলোর পরিবর্তে তাদের ভালো দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়। এটি যেন মনে না করে, তারা যা করছে তার সব কিছুই ভালো করছে।

অতএব যুবকদেরকে সর্বদা ভালো দিকগুলো দেখতে হবে আর এর প্রতিই দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় জনসংযোগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কানাডাতে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই যোগাযোগ এখন বহাল রাখতে হবে। পূর্বের সম্পর্ক এখন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার সুশীল সমাজের লোকদের সাথেও আমার স্বাক্ষাত করানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লা করুন, এরও যেন কার্যকরী ফলাফল প্রকাশিত হয়। যেভাবে আমি বলেছি, আমেরিকাতেও যুবকদের পরিশ্রমের ফলে এই গণসংযোগ হয়েছে আর এখানেও। আমেরিকাতে বিশেষ ভাবে যুবকরা অনেক কাজ করেছে।

প্রত্যেক আহমদীকে এসব সম্পর্ক ধরে রাখার আর নিজেদের উন্নত গুণাবলী ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত যাতে আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানোর পথ উম্মুক্ত হয়। আর এটিই আমাদের মূল উদ্দেশ্য যা অর্জন করার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে। তবেই এসব আবেগ-উচ্ছাস ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আল্লাহ্‌ তা'লার দরবারে গ্রহযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে।

আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাময়িক বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ লোকেরা যা করেছে, যেমন বাড়ী-ঘর এবং রাস্তা-ঘাটে আলোকসজ্জা, ডিউটি দেয়ার জন্য এগিয়ে আসা, এসব তখনই স্থায়ী রূপ লাভ করবে যখন যুগ খলীফার সকল কথার উপর লাব্বায়েক বলে সেটি পালন করা হবে। এ প্রশ্ন করবেন না, পাশ্চাত্যের এই দেশে এটি পালন করা কঠিন বা সেটি পালন করা কঠিন। যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে তাহলে কোন কাঠিন্যই বাধ সাধতে পারে না আর উন্নয়নশীল জাতির জন্য কোন কিছুই সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। বিপ্লব আনয়নকারী জাতি কাঠিন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না বরং নিজেদের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রোগ্রামের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। শুধু চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে। এটিই মূল বিষয় যা আমাদেরকে বিশ্বে বিপ্লব সাধনে সক্ষম করবে। আল্লাহ্‌ আপনাদেরকে এ চিন্তা-ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দিন। জামাতের সদস্যদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব রয়েছে তা যেন আমি পালন করতে পারি, আল্লাহ্‌ আমাকে সে-ই তৌফিক দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

ঈদ-উল-ফিতরের খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১০-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা।

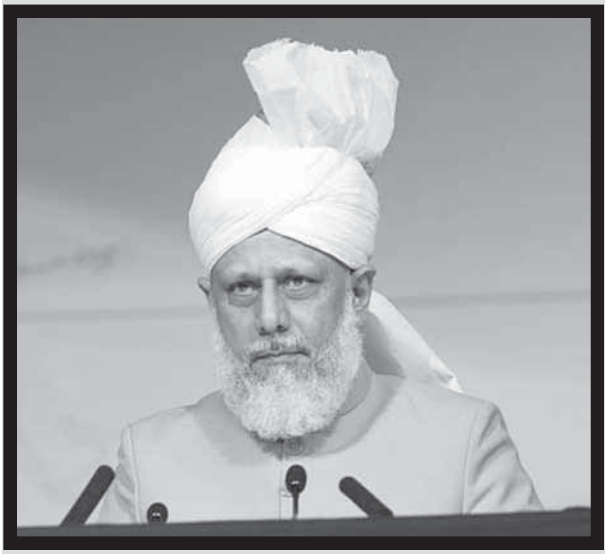

আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক।

নাম-সর্বস্ব মৌলবীরা আশা করুক আর না-ই করুক ইসলামের সজীবতার যুগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর (আ.) জামা'তের সাথে সুসংবদ্ধ।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহ্হুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন-

"ফাইন্না মাআল উসরে ইউসরা ইন্না মাআল উসরে ইউসরা"

(আল-ইনশেরাহ:৬-৭)

অর্থ: অতএব (জেনে রাখ) নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। আমি যে আয়াত দুটি পাঠ করলাম এগুলো সূরা আল-ইনশেরাহ্ এর। অনেকেরই এটি মুখস্ত আছে। এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা সবাই জানি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দীর্ঘ তের বছর অবর্ননীয় অত্যাচার, নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। দরিদ্র সাহাবীদের উপর যে নির্যাতন চলত তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে সর্বদা ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। হযরত ইয়াসের (রা.) ও তার পরিবারের উপর নির্যাতনের এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের উপর নির্যাতন চলছিল, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ নির্যাতন দেখে বললেন, "সাবরান আ-লা ইয়াসের ফাইন্না মাওয়েদাকুমুল জান্নাত" (মুসতাদরেক, খন্ড-৪, কিতাব-মা'রেফাতুস্ সাহাবাহ্ যিকরু মানাকেবে আম্মার বিন ইয়াসের পৃ-৯৯, হাদীস-৫৭৩২) অর্থাৎ হে ইয়াসেরের পরিবার! ধৈর্য্য ধারন কর। এসব কষ্টের বিনিময়ে খোদা তাআলা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করছেন বা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এরপর এ নির্যাতনের মধ্যেই এ দু'জন স্বামী-স্ত্রী শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। লক্ষ্য করুন, নির্যাতন এত তীব্র ছিল যে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু এ থেকে মুক্তি দিতে পারত না। মুক্তির কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। অন্যদিকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দেয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ সুসংবাদও দেয়া হচ্ছিল যে,'সব দুঃখ-কষ্টের পরই এক মহা সাফল্য নির্ধারিত আছে। এবং নিশ্চয় সব দুঃখ-কষ্টের পর আরেকটি বিজয় নির্ধারিত আছে।' দুঃখ-কষ্ট, প্রাণের কুরবানী এবং নির্যাতনের সংকটময় এ অবস্থা তো আছে। কিন্তু এই এক-একটি নির্যাতনের বিপরীতে বিজয়ের একটি ধারা আরম্ভ হবে। এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে, এসব দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতীতগণ শুধু সমগ্র আরবেই বিজয়ী হয়নি, বরং আরবের গন্ডি পেরিয়ে বড় বড় রাজত্বকে পরাজিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কর্তৃত্বে নিয়ে আসে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ বিশ্বের বুকে এক বৃহৎ শক্তি রূপে বিরাজমান থাকে।

আজ মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দাসত্বে গর্ব অনুভব করে। নিঃসন্দেহে এটি গর্ব করারই যোগ্য। আজ ভূ-পৃষ্ঠে এরচেয়ে বড় পুরস্কার

আর কিছুই নেই যে আমরা শেষ যুগের নবী এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাসদের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত যেমন ঘোষনা করে যে কষ্টের যুগও আসে। তাই কষ্টের যুগ আসবে এবং এসেছেও। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আমার উম্মতের উপর একটি অন্ধকার যুগ আসবে যখন তাদের সেই সম্মান, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না যা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ আমরা দেখছি, কত সুস্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বানীও পূর্ণ হয়েছে। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তারা তাদের মর্যাদা ও গৌরব হারিয়ে বসেছে।

আজ তারা প্রতিটি জিনিষের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। আমাদের নিজেদের সম্পদও এখন অন্যের দখলে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা তেল উত্তোলন করতে বা কোন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হতে সক্ষম হতে পারছি না। এ হচ্ছে পার্থিব অবস্থা। আর ধর্মের অবস্থা কি? নামধারী আলেমগণ ধর্মকে বিকৃত করে এতে বিদাত (নতুনত্ব) সৃষ্টি করেছে। আজ সেই ইসলাম নেই যা রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই ইসলাম যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন এবং এ ইসলাম যা বর্তমান নামধারী আলেমগণ পেশ করছেন, এ উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। ঈমানের আবেগ অবশ্য প্রকাশ করা হয়, কিন্তু আমল (বাস্তবায়ন) থেকে তা বহু দূরে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে ইসলামের দুর্নাম করার চেষ্টা চলছে। কথিত জিহাদের অস্ত্রাদীর জন্যও মুসলমানগন আবার সেই অমুসলিমদেরই মুখাপেক্ষী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে এক স্থানে বলেছেন,'আল্লাহ্ তাআলা যদি এ যুগে অস্ত্রের জিহাদ বা যুদ্ধের অনুমতি দিতেন, তবে মুসলমানদেরকে অস্ত্রের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী করতেন না।' (মলফুযাত, খন্ড-৩, পৃ-১৯০)

অতএব, বর্তমানে অমুসলিমগণ যেহেতু সাধারনত ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে না, তাই এখন যদি ধর্মের নামে অস্ত্র ধারন কর তবে পরাজিত হবে। শুধু তাই নয়, জিহাদ এবং ইসলামের নামে জিহাদের এমন অপব্যবহার করা হচ্ছে যে নির্যাতন ও বর্বরতার উপাখ্যান রচিত হচ্ছে। ইসলাম সেই অতুলনীয় ধর্ম যা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতিও শুধু এজন্য পেয়েছিল যে কাফেরদের যদি তখন প্রতিহত করা না হতো তবে কোন গির্জাও নিরাপদ থাকবে না। ইহুদীদের কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। অন্য কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। মসজিদ সমূহও নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু এরা এমন জিহাদী যারা খোদার নামে খোদারই ঘরে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাস রচনা করছে। নির্দ্বিধায় তারা কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করে চলেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যুদ্ধচলাকালীন সময়েও কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন নারীকে হত্যা করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না, পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ যারা নিজেদের উপাসনালয়ে ইবাদতে মগ্ন এবং উপদেশ দানরত, তাদের কোন ক্ষতি করবে না। জাতীয় সম্পদ, বৃক্ষ প্রভৃতি বিনষ্ট করবে না। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব-ফী দোয়াইল মুশরিকীন, হাদীস ২৬১৩-২৬১৪, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কিন্তু বর্তমান যুগের জিহাদীগণ তো স্বজাতি ও কলেমা পাঠকারী লোকদের সাথে এমন পাশবিক ও নিষ্ঠুর আচরন করছে যা দর্শনে ও শ্রবনে শরীরের লোম দাড়িয়ে যায়। তাও আবার খোদা ও রাসূল (সা.) এর নামে তারা এসব করছে। নিশ্চয় এহেন কর্মের জন্য তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি অর্জন করে ধৃত হবে এবং হচ্ছেও। কেবল জঙ্গী সংগঠনগুলোই নয় যাদের সাধারনত সর্বত্রই ধীক্কার জানানো হয়, বরং আহমদীদের উপর এ ধরনের নির্যাতন অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষভাবে আহমদী-বিরোধী আলেমগণও অনুমতি দিয়ে থাকে। শুধু আলেমগণই নয়, কিছু রাষ্ট্রও এ নির্যাতনের সাথে জড়িত। তারা অত্যাচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

এটা কি সেই কষ্টের যুগ, যে সম্পর্কে খোদা তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অবগত করেছিলেন যে আজ মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে, ক্ষমতা লাভের পর মুসলমানগণ নিজেরাই কাল নির্যাতন করায় লিপ্ত হবে? কক্ষনো নয়, কক্ষনো না। যেমন আমি বলেছি, সেই মক্কার যুগ কষ্টের ছিল যার পর আল্লাহ্ তাআলা স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। এর এক যুগ পর পুনরায় কষ্টের যুগ এসেছে, যার পর আল্লাহ্ তাআলা পুণরায় স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেই স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ ধর্মীয় উন্নতির ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের পর আরম্ভ হবার ছিল এবং সেটি হয়েছেও। কিন্তু যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেনি তারা এখনো অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং মসীহ্ মাওউদকে মান্যকারীদের কষ্টে জর্জরিত করার চেষ্টা করছে। তারা দিনরাত এ চেষ্টায় লিপ্ত যে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যায়। উম্মতের জন্য এরচেয়ে বড় দুঃখজনক আর কি হতে পারে যে, যে অন্ধকার থেকে নিস্কৃতি এবং মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তাআলা মসীহ্ মাওউদ'কে প্রেরন করেছেন, মুসলমানগণ সেই মসীহ্ মাওউদ এর জামা'তের উপর অত্যাচার চালিয়ে নিজেদের কষ্টের যুগ দীর্ঘায়িত করে চলেছে। আহমদীয়াত বিরোধীরা মনে করে যে তারা আহমদীদের কষ্টে নিপতিত করেছে।

আহমদীদেরকে তো আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব কষ্টকর অবস্থার পর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে যাচ্ছেন। বিরোধীরা তাদের ধারনায় আহমদীয়াতকে ধ্বংশ করার জন্য যেসব বিরোধীতা, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, এসবের প্রতিটি বিরোধিতার পর জামাত উন্নতির উচ্চতর সিঁড়িতে পা রাখছে, আর বিরোধীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কোন না কোন ভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তবুও লোকেরা বুঝতে পারছে না এবং নামসর্বস্ব ধর্মীয় পোষাকধারীদের হাতের খেলনা হয়ে চলেছে। মুসলমান জনসাধারনের মধ্যে কেউই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'খোদা তাআলা আমাদের বিরোধী আলেমদের অবস্থার উপর করুণা করুন। তারা যেসব কাজ করছে তা ধর্মের জন্য ভাল নয়, বরং অত্যন্ত ভয়ানক। তারা সেই সময়কে ভূলে গেছে যখন তারা মিম্বরে চড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে একের পর এক ধীক্কার জানাত এজন্য যে, এ শতাব্দীতে ইসলামের ভীষন ক্ষতি হয়েছে। তারা কুরআনের আয়াত **"ফা ইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা"** পাঠ করে, এর মাধ্যমে দলিল পেশ করত যে, কষ্টের এ শতাব্দীর বিপরীতে চতুর্দশ শতাব্দী আসবে স্বাচ্ছন্দ্যের । কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে চতুর্দশ শতাব্দী যখন এসে গেল এবং শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীদার এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তার সমর্থনে

নিদর্শন প্রকাশিত হল । পৃথিবী ও আকাশ তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিল, তখন এসব আলেমগণই সর্বপ্রথম তাঁকে অস্বীকার করল।” (তোহফায়ে গোলড়বিয়া, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩২৭, পাদটীকা)

অতএব, আলেমদের আচরন ও রীতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। এখন তারা এটিও বলতে শুরু করেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আসার প্রয়োজনই নেই। নেতা রূপে আমরাই যথেষ্ট অর্থাৎ এসব নামধারী ওলামা। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যাকে পথ-প্রদর্শক বানান সে-ই প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। স্বঘোষিত পথ-প্রদর্শকগণ প্রকৃত পথ-প্রদর্শক নয়। নয়তো যাদের শুধু পার্থিব জ্ঞান রয়েছে, তাদের অজ্ঞতা প্রসূত কথা-বার্তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে এতে ঐশী নেতৃত্বের নূরের ছিটে ফোটাও নেই। সম্প্রতি একটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। একজন বড় স্কলার (বিজ্ঞ ব্যক্তি) বলে কথিত যার ডক্টরেট ডিগ্রীও রয়েছে এবং তাকে ডক্টর-ই বলা হয়।

তিনি পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী এবং ইসলামী চিন্তাধারা কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। তার সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ এসেছে। তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ওবামা যদি গ্রাউন্ড জিরোতে মুসলমানদের সাথে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন, কেননা বর্তমানে গ্রাউন্ড জিরোর যে controversy রয়েছে, যে বড় সমস্যা চলছে, তবে মুসলিম উম্মাহ্ তাকে খলীফাতুল মুসলেমীন এবং আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মেনে নিবে। যে চিন্তা করে বা যে হিসাব বা অংক কষেই তিনি এ বিবৃতি দিয়ে থাকুন, তার বুদ্ধি বিবেচনায় আশ্চর্য্য হতে হয়। এসব মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টির এ-কী হাল? এসব মুমিনদের ‘খলীফাতুল মুসলেমীন’ এমনই হওয়া প্রয়োজন। আমীরুল মুমিনীন ও খলীফাতুল মুসলেমীনের জন্য তারা এটি, কি মানদন্ড নির্ধারন করেছে? কোন ধরনের মানদন্ডের ভিত্তিতে তারা তা বানাতে চায়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে না মানার কারণে তাদের চোখও প্রত্যেক বিষয় পার্থিব দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে । এ কথার মাধ্যমে অনুমান করা যায়, অন্ধকার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরপরও তারা বলে, আমাদের এখন কোন মসীহ্ ও মাহ্‌দীর প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর দয়া করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,‘ইসলাম বড় বড় বিপদের দিন অতিক্রম করেছে। এখন এর হেমন্ত পার হয়ে বসন্তকাল চলছে। ‘ইন্না মাআল উসরে ইউসরা’ অর্থাৎ কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিন্তু মোল্লাগণ চায়না যে এখন ইসলাম পুনরায় সজীব ও প্রাণবন্ত হোক।’ (মলফুযাত, খন্ড-৫, পৃ-১৬৫)

অতএব, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে ইসলামের কষ্টের যুগ শেষ হয়েছে। যুগের মসীহ্ ইসলামের অতুলনীয় শিক্ষাকে উজ্জ্বলভাবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। অভ্যন্তরীণ ও বর্হিশত্রুদের সৃষ্ট সর্ব প্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আহমদীয়াতের কাফেলা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হচ্ছেন। মুসলমানদের মধ্যেও সৎ প্রকৃতির লোকগণ যুগ ইমামের হাতে সমবেত হয়ে সেই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ধারন করছেন যা দল উপদলের বিভক্তি থেকে মুক্ত প্রথম যুগের মুসলমানগণ অবলম্বন করেছিলেন, যেটি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। এসব আহমদী মুসলমান সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছেন যার আমলী (বাস্তব) উদাহরণ সাহাবীগণ (রা.) আমাদের সামনে পেশ করেছিলেন। যারা অনেক কুরবানী করেছিলেন, প্রাণের কুরবানী পেশ করেছিলেন এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছিলেন। যারা ইবাদতের উচ্চমান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্দ্বিধায় সম্পদ কুরবানী করেছিলেন। যারা খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর জন্য বন্দীত্বের কষ্ট বরণ করেছিলেন।

আজ শুধুমাত্র আহমদীগণই এ নমুনার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করছে। যারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর পতাকা সমুন্নত করার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করতে কেবল প্রস্তুতই নয়, বরং করেও যাচ্ছেন। আমরা এ দৃষ্টান্ত ঐ সব মুসলমান রাষ্ট্রে দেখতে পাই যেখানে আহমদীয়াত বিরোধীরা ইসলামের নামে লোকদের হৃদয়ে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিষ ঢালছে। আবার কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যারা তাদের কিছু অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এসব দুস্কৃতিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কিন্তু এসব কষ্ট আহমদীদের ঐসব কুরবানীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা প্রথম যুগের মুসলমানগণ পেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগেও কষ্ট ছিল, আবার স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। বিশ্ববাসী এ ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হতে দেখেছে। মদীনা এসেও সেই কষ্টের যুগ শেষ হয়নি। বিরোধিতা ও ফিতনা শেষ হয়ে যায় নি। মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রতারনা করে শহীদ করা হয়। বি'রে মাউনার বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে যখন ধোকা দিয়ে একটি গোত্র সত্তর জন হাফেজে কুরআনকে শহীদ করে। রজী নামে একটি ঘটনা বিখ্যাত। এতেও ধোকা দিয়ে দশ জন সাহাবীকে শহীদ করা হয়। বর্ণনা অনুযায়ী এ দুটি ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একই সময়ে জানতে পারেন। (শরহে আল্লামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুল্লাহ্, খন্ড-২, পৃ-৪৭৬) এতে তিনি (সা.) খুবই দুঃখিত হন। (শরহে আল্লামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুল্লাহ্, খন্ড-২, পৃ-৫০৩)।

বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ত্রিশ দিন পর্যন্ত এসব যালেমদের বিরুদ্ধে ফজরের নামাযে দাড়িয়ে এ দোয়া করতেন,‘হে আমার প্রভু! তুমি এ অবস্থায় আমাদের প্রতি করুণা কর এবং ইসলামের শত্রুদের হাত প্রতিহত কর যারা তোমার ধর্মকে ধ্বংশের জন্য নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে নিস্পাপ মুসলমানদের রক্তপাত করে চলছে। (সীরাতে খাতামান্নাবিঈন, পৃ-৫২১) অতএব, কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ একই সাথে চলতে থাকে। একদিকে

বর্তমানে অমুসলিমগণ যেহেতু সাধারনত ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে না, তাই এখন যদি ধর্মের নামে অস্ত্র ধারন কর তবে পরাজিত হবে।

মুসলমানদের রক্ত বইতে থাকে, অন্যদিকে নবাগতদের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হতে থাকে। প্রত্যেক কষ্টের পর মুসলমানগণ একটি বড় বিজয় লাভ করতে থাকেন। এখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সত্য প্রেমিকরূপে তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন এ প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছে। সব কষ্টের পর বিজয় অবধারিত হবার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাআলা দু'বার দিয়েছেন তা এজন্য যে, যে দৃশ্য প্রথম যুগের মুসলমানগণ দেখেছিলেন তা তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও প্রকাশিত হবে। নামধারী মৌলভীগণ প্রত্যাশা করুক বা না করুক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের জন্য ইসলামের জীবন্ত ও সতেজতার যুগ নির্ধারিত আছে। শত্রুদের পক্ষ থেকে কষ্ট যেমন দেয়া হচ্ছে, তেমনি বিজয়ও পূর্বের চাইতে অধিক মর্যাদায় প্রকাশিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথেও আল্লাহ্ তাআলা **১৮৮৩** খৃষ্টাব্দে ইলহামের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যখন তিনি বয়আত নেয়া শুরু করেন নি, এমনকি মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীও করেন নি। আল্লাহ্ তাআলা তখন তাকে বলেছেন,' বা'দাল উসরে ইউসরা' অর্থাৎ 'কষ্টতো আছে কিন্তু তা অল্প, এরপর স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয় নির্ধারিত আছে'। ব্যাখ্যামূলক এ অনুবাদ আমি এজন্য করেছি যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, আরবী ভাষাবিদদের মতে 'আল-উসর' শব্দ ব্যবহার করে কষ্টকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং 'ইউসর' কে এ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রেখে প্রশস্ততা দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট রয়েছে, কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেক কাঠিন্য, প্রত্যেক কষ্ট অগনিত বিজয় নিয়ে আসবে এবং এটিই ঐশী জামাতের বৈশিষ্ট্য। এ দ্বীনকে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার সব নিদর্শনও আমরা পূর্ণ হতে দেখছি। ক্রমাগত উন্নতিও হচ্ছে। তবে আমরা এ বিষয়ে কেন দৃঢ় বিশ্বাসী হব না যে বিরোধী ও আলেমগণের বিরোধিতা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যক্তি-বিশেষের প্রাণ কুরবানীর ফলে জাতি ধ্বংশ হয় না, বরং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে যখন কুরবানী করার অঙ্গীকার করা হয় এবং প্রাণ কুরবান করা হয়, তখন তা জাতি ও জামাতের আয়ু দীর্ঘায়িত করে। তার শক্তি বৃদ্ধি করে। আর খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি যখন এসব কুরবানী এবং দৃঢ় সংকল্পকে উজ্জ্বলতর করে ঈমানকে দৃঢ় করতে থাকে, তখন কুরবানী ও কষ্ট সমূহ একেবারেই নগন্য মনে হয় এবং এক নতুন মর্যাদার সাথে উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কেও আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাবীর বহু পূর্বেই খোদা তাআলা তাকে সান্তনা দিয়েছেন এবং সান্তনা দিতে থেকেছেন যে আমি তোমাকে যে কাজের উদ্দেশ্যে দাঁড় করাচ্ছি, তা যত কঠিন কাজই হোক, আমি তোমার সাথে আছি এবং তুমি সাফল্য ও বিজয় দেখতে পাবে। একবার এ আয়াতের মাধ্যমে ইলহামরূপেও তাঁকে বলেন, **"ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম্ মুবীনা লেইয়াগফিরা লাকাল্লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যাম্বেকা ওয়ামা তাআখ্খারা।"** বারাহীনে আহমদীয়াতে এর ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,'আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, অর্থাৎ দান করব এবং মাঝে যেসব কষ্ট কাঠিন্য ও বিপদাবলী রয়েছে, সেগুলো এ উদ্দেশ্যে যেন খোদা তাআলা তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এবিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান, তিনি চাইলে কোন ধরনের দুঃখ কষ্ট ছাড়াই মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যেত এবং খুব সহজেই মহা বিজয় লাভ হত। কিন্তু দুঃখ কষ্ট এজন্য যে এগুলো উন্নতি এবং গুনাহ্ সমূহ ক্ষমার উপায় স্বরুপ।

তিনি (আ.) আরো বলেন,'আজ এ প্রেক্ষিতে এ অধম যখন শুদ্ধকরনের উদ্দেশ্যে খাতা দেখছিলাম (যখন বারাহীনে আহমদীয়া লিখছিলেন) তখন কাশ্ফী অবস্থায় কয়েকটি পৃষ্ঠা আমার হাতে দেয়া হয় এবং তাতে লেখা ছিল, 'বিজয়ের ডঙ্কা বাজে'। এরপর একজন মৃদু হেসে সেই পৃষ্ঠাগুলোর বিপরীত দিকে একটি ছবি দেখিয়ে বলল, দেখ তোমার ছবি কি বলে। আমি দেখলাম, সেটি এ অধমের ছবি। ছবিতে অধমের পোষাক ছিল সবুজ এবং অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় খুব প্রতাপশালী লাগছিল। ছবির ডান ও বাম দিকে "হুজ্জাতুল্লাহুল কাদির ওয়া সুলতান আহমদ মুখতার" লেখা ছিল।' (বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-১, পৃ-৬১৫)

অতএব, এ সুসংবাদের আলোকে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে আহমদীয়াত বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমাদের যেসব কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হয় বা অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, এগুলোর দ্বারা জামাতে আহমদীয়ার কোন ক্ষতি হবে না। শত্রুদের ষড়যন্ত্র সমূহ ব্যর্থ হওয়া, তারা যে লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা অর্জিত না হওয়া, এটি বিজয়ের চিহ্ন এবং বিজয়ের দিকে ধাবিত হবার লক্ষণাবলী প্রদর্শন করছে। কিন্তু বিজয়ের ডঙ্কা কি? সেটি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এক মহা বিজয় হবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী সেটি দর্শন করবে। সেটি বাজবে, অবশ্যই বাজবে। শত্রুরা, যারা সময়ে সময়ে আহমদীদের কষ্ট দেয়, তা মিশরেই হোক বা ইন্দোনেশিয়াতে, মালেয়শিয়াতে হোক বা শ্রীলঙ্কাতে, হিন্দুস্তানে হোক বা বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে। সম্প্রতি বাংলাদেশে আমাদের একটি ছোট জামাত যা বহু দূরের একটি উপজেলায় অবস্থিত, যার নাম চাঁনতারা, সেখানে মসজিদ সম্প্রসারনের কাজ চলছিল।

মসজিদ নির্মান চলাকালীন সময়ে এসব দাঙ্গাবাজ যাদের মধ্যে মৌলভীরাও ছিল, আক্রমন চালিয়ে লোকজনদের শুধু আহতই করেনি, বরং মসজিদও ভেঙে ফেলেছে। আহমদীদের ঘরবাড়ীও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তারা এসব দরিদ্রদের জিনিষপত্র জ্বালিয়ে দেয়। পুরুষদের গুরুতর আহত করে। জামাতী কেন্দ্র ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধি যখন সেখানে যায় এবং নারীদেরকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করে, নারীরা সাধারনত দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু এক নারী হেসে বলে, এরা আমাদের যতই ক্ষতি করুক, আমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এ নারী এ কষ্টে কেঁদেও ছিল যে আমরা এখন মসজিদ নির্মান করতে পারব না। আমাদের কাজ কিছুটা থেমে গেছে। আর পাকিস্তানে তো নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ঐ ইহিতাস রচিত হচ্ছে যে মনে হয় এদের খোদা তাআলার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি সামান্যতম বিশ্বাসও নেই। যদি বিশ্বাস থাকত তবে খোদা তাআলার নামে এ নির্যাতন অব্যাহত রাখত না। গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত নিরানব্বই জনকে শহীদ করা হয়েছে। যালেমরা তো একদিনেই ছিয়াশি জনকে শহীদ করেছে। এসব

যালেমদের দৃষ্টিতে আহমদীদের রক্ত এতই সস্তা যেন এর কোন মূল্যই নেই। তাদের ধারনায় নাউযুবিল্লাহ্ খোদা তাআলাও এ রক্তপাতের ব্যাপারে উদাসীন।

কিন্তু এসব রক্তপাতকারীদের স্বরণ রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তাআলা এসব যালেমদের কাছ থেকে রক্তের প্রতিটি বিন্দুর হিসাব নিবেন, অবশ্যই নিবেন। এবং এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু কবুল করে এমন ভাবে পুরস্কৃত করবেন এবং পুরস্কৃত করেও যাচ্ছেন যে এটি আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ফাতহাম্ মুবীনা' অর্থাৎ মহা বিজয়ের নিকটতর করছে। লাহোরের ঘটনার পর বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে, পরিচিতি হয়তো পূর্বেও ছিল কিন্তু দৃষ্টি ছিল না, জামাতের প্রতি যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি আকর্ষন ও পরিচিতির জন্য আমরা যদি পূর্বে আমাদের উপকরনাদীর মাধ্যমে চেষ্টা করতাম, তবে সম্ভবত কয়েক দশক লেগে যেত। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ শহীদগণ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে কেবল পরজগতে চিরজীবন লাভ করেননি, বরং তাদের প্রাণ কুরবাণী করে এ জগতেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছানোর মাধ্যম হয়ে গেছেন। বাণীতো আল্লাহ্ তাআলা পৌছাবেন। পৌছিয়ে যাচ্ছেন এবং পৌছিয়ে যাবেন। কিন্তু মাধ্যম আল্লাহ্ তা'লা বানান। এসব শহীদগণকে এ বাণী পৌছানোর একটি খুব শক্তিশালী মাধ্যম বানিয়েছেন তিঁনি। অতএব, এসব কুরবানীকারীগণ খুব সৌভাগ্যবান।

সম্প্রতি পাকিস্তানে কয়েক ডজন অ-আহমদী এবং অন্য ধর্মাবলম্বী লোক সন্ত্রাসীদের যুলুমের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক নিষ্পাপ প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, শিশুরা এতীম হচ্ছে, নারীরা বিধবা হচ্ছে, বৃদ্ধ পিতামাতা যুবক সন্তানদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু এসব নিহতরা জানেনা যে কেন তাদের হত্যা করা হয়েছে? তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও জানেনা যে আমাদের প্রিয়দের কেন হত্যা করা হয়েছে এবং কেন হত্যা করা হচ্ছে? কিন্তু পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে।

শহীদদের পরিবারবর্গ, সন্তান, বিধবা স্ত্রীগণ, পিতামাতাগণ জানেন যে আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী দিয়েছেন তা এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। প্রাণের কুরবানী পেশ করে তারা যেমন তাদের প্রাণ চিরস্থায়ী করে নিয়েছেন, তেমনি তারা পেছনে যাদের রেখে গেছেন তাদের মাথা গর্বে উঁচু করে গেছেন। এ বিষয়ে আমার কাছে বেশ কিছু চিঠি এসেছে, আসে এবং প্রায়ই আসছে। তারা লিখেছেন, আমরা তো জানতামই না যে আমাদের প্রিয়গণ আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের মর্যাদা কত বাড়িয়ে গেছে। এটি তো ব্যক্তিগত লাভ, কিন্তু জামাতের যে লাভ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে ইনশাআল্লাহ্, তন্মধ্যে আহমদীদের ঈমানী দৃঢ়তা লাভও অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়েও আমার কাছে কিছু চিঠি আসে যে এ কুরবানী সমূহের মাধ্যমে আমাদের ভয় দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের আকাংখা সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে যেসব শিথিলতা ছিল সেগুলো দূর করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, জামাতের তবলীগের ক্ষেত্র আরো উন্মুক্ত হয়েছে।

অতএব, যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে সমগ্র বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে। আহমদীদের এ কষ্টকর অবস্থা বলে দিচ্ছে যে এখন 'উসর' অর্থাৎ কষ্টের সময়। যার বিনিময়ে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ইউসর' অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি হওয়া নির্ধারিত আছে। তার মধ্যে এ কুরবানী সমূহ উজ্জ্বল এক অধ্যায় বলে গণ্য হবে।

ইনশাআল্লাহ্ এ মহা বিজয়ের ডঙ্কা বাজবে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যখন আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামের বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করা হবে বা বিজয় লাভের আনন্দ উৎসব পালন কালে আহমদী শহীদগণের স্মৃতিকে ইতিহাস সর্বদা জাগরুক রাখবে। বিশ্ববাসীকে বলা হবে, আজ তোমরা যে বিজয়ের আনন্দ বা ঈদ উদযাপন করছ তা ঐসব কুরবানীর বিনিময় স্বরূপ যা শহীদগণ তাদের রক্ত দিয়ে প্রদান করেছেন। শত্রুরা আহমদীদের রক্ত সস্তা মনে করে । এ রক্ত তো প্রতিদিন তার মূল্য বাড়িয়েই চলছে।

ইসলামের প্রথম যুগের শহীদদের কুরবানী সমূহকে ইতিহাস আজও ভুলেনি, তবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরনের চেষ্টাকারীদের কুরবানী সমূহকেও ইতিহাস কখনো ভুলবে না। অতএব, শহীদদের স্ত্রী সন্তান, পিতা-মাতা, ভাই-বোন বরং আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঈদ উদযাপন করা জরুরী। তারা যুগ ইমামের চিন্ড়া দূর করে তাদের রক্ত দান করে জামা'তের ইতিহাস রচনা করেছেন, তেমনিভাবে আমাদেরকে ঈদ উদযাপনের নতুন পন্থাও শিখিয়ে গেছেন।

কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে আত্মার পবিত্রতার জন্য যেখানে আমরা রমযানে বৈধ জিনিষগুলো কুরবানী করি, আর এর পর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ঈদ উদযাপন করি, সেখানে আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা রমযানে নিজেদের প্রাণ কুরবাণী করে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারীতে পরিনত হয়েছে এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মর্যাদা লাভ করেছে। যদিও যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের জন্য এটি খুব কষ্টদায়ক। আপনজনদের বিচ্ছেদের দুঃখ তো ভুলা যায় না। যখন কোন আনন্দের উপলক্ষ্য আসে, যখন ঈদ আসে, তখন এ মর্ম-পীড়া আরো বেশী জাগ্রত হয়।

গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত এ বছরে ৯৭ জন শহীদ হয়েছেন। অনেক বিধবা রয়েছেন যারা তাদের ইদ্দতের সময় পূর্ণ করছেন। ঈদ সত্ত্বেও তারা বেদনা-ভারাক্রান্ত। এমন সন্তান আছেন যারা এ বছর ঈদে তাদের পিতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। অনেক মা আছেন যারা তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে বুকের সাথে লাগিয়ে ঈদ মুবারক বলতেন, কিন্তু এ বছর তাদের কবরে গিয়ে দোয়া করে নিজে হৃদয়ে সান্তনা খুঁজবেন। অনেক এমন পিতা আছেন যারা তাদের ছেলেদের সহায়তায় ঈদের নামায পড়তে যেতেন। এখন অন্য কারো সহায়তায় তাদের কবরে দোয়া করতে যাবেন।

এটি এমন পরিস্থিতি যে রক্ত সম্পর্কীতদের

বরং অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও আজ অস্থির করবে এবং ঈদের আনন্দের স্থলে দুঃখকর অবস্থা সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমরা যদি ভেবে দেখি, রমযানে ও ঈদের দিন পৃথিবীতে কত মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং ধৈর্য্য ধারন করতে হয়। এ শহীদদের মৃত্যু তো জামাতকে জীবন দানের জন্য হয়েছে। এ শহীদগণ তো তাদের প্রাণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্য প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে আজ আমাদের ঈদ উদযাপন না করার কোন কারন নেই। যখন আমরা ঈদ উদযাপন করব এবং এ ঈদের দিন হৃদয়ের কষ্ট সমূহকে খোদা তাআলার সমীপে পেশ করব, তখন এ দোয়া সমূহ এ শহীদদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধির মাধ্যম হবে এবং আমাদের জন্যও প্রশান্তির উপকরন সৃষ্টি করবে। কষ্টের সময়িক যুগ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের দীর্ঘ যুগে পরিবর্তিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঈদ সম্পর্কিত ইলহাম সমূহ আমাদেরকে ঈদের খুশির সংবাদ দেয়। এজন্য এ প্রশ্নই উঠে না যে আমরা আল্লাহ্ তাআলা ঈদের যে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন তা উদযাপন করব না এবং ঐ আনন্দে অংশ নেব না যা খোদা তাআলা এ যুগের ইমামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, 'আমদন ঈদ মোবারক বাদত' ঈদ তো রয়েছে তা পালন করো বা না করো। (তাযকেরা, পৃ-৬২৬, ৪র্থ সংস্করণ) প্রথম ফার্সী অংশের অনুবাদ হচ্ছে, ঈদের আগমন তোমার জন্য কল্যাণময় হোক।

অতএব, ঈদের আগমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য কল্যাণকর এবং তাঁর কারনে আহমদীয়া জামা'তের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যও কল্যাণকর। মুসলিম উম্মাহর জন্যও প্রকৃত ঈদ তখন হবে যখন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে নিবে। নয়তো আল্লাহ্ তাআলা পরিস্কার বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে এর ব্যাখ্যা করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা ঈদের উপকরন তো সৃষ্টি করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে যে বিজয় সমূহ নির্ধারিত করে রেখেছেন তার উপকরণ তো হয়েছে। এখন তাকে মান্যকারীদের জন্য ঈদ কল্যাণময়। আর যারা তাঁকে মানেনি তারা বঞ্চিত থাকবে। ঈদের সাথে বিজয়ের সংবাদ শুনিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'আল-ঈদুল আ'খারু তানা'লু মিনহু ফাতহান্ আযীমা' (তাযকেরা, পৃ-৫৮৬, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪) অর্থাৎ আরেকটি ঈদ রয়েছে যাতে তুমি এক বড় বিজয় লাভ করবে।

অতএব, আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বিজয় সমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, আবার এ সুসংবাদও ঈদের সাথে এবং ঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছেন, তবে আমরা কেন আমাদের দুঃখ ভুলে গিয়ে যুগ ইমামের সাথে মহা আনন্দে অংশ নেব না। আমাদের এ দুঃখজনক অবস্থায় খোদা তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্গত অশ্রুও রয়েছে যা কেবল আল্লাহ্ তাআলার সমীপে প্রবাহিত হয়, কিন্তু শত্রুদের নিকট নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে না। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ অনুযোগ করে না। নিশ্চয় এ অশ্রু আমাদেরকে বিজয়ের নিকটবর্তী করার কারন হবে।

পাকিস্তানে আহমদীদের জীবন অতিষ্ট করা হচ্ছে। তাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে এবং তারা যে বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে এসবের মোকাবেলা করছে, এজন্য বিশ্বের সব আহমদীদের তাদের জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও যে মনোবলের সাথে তারা ঈদ উদযাপন করছে, প্রকৃত ঈদ তো তাদেরই। হয়তো বহির্বিশ্বের সব আহমদীগণ জানে না যে শত্রুদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র রয়েছে। এর একটি তাজা উদাহরণ, মর্দান মসজিদে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে বড় ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আহমদীদের নিরাপদে রেখেছেন। আমরা ঐসব লোকদের দেখে নিয়েছি যে তারা কিরূপ চেষ্টা করছে। এসব আহমদীদের মসজিদে আসা নিঃসন্দেহে বড় সাহসের কাজ এবং প্রাণ কুরবানীর জন্য সর্বদা তৈরী থাকার এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। পুরুষগণ তো মসজিদে এসে থাকে, কিন্তু ভয়ের আশংকা থাকায় বর্তমানে নারী ও শিশুদের মসজিদে আসা এবং এক স্থানে সমবেত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। যে কারনে আমার কাছে কয়েকজন নারী অস্থিরতা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন।

সম্ভবত এটি প্রথম ঘটনা যে পাকিস্তানে নারী ও শিশুদের ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক স্থানে সমবেত হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারনে এ পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। যে জন্য আমি বলেছি শিশু ও নারীদের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। আমি এসব নারী ও শিশুদের বলছি, শত্রুদের এসব ষড়যন্ত্রের জন্য তোমাদের মসজিদে যেতে বারন করা হয়েছে এবং ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়তে বারন করা হয়েছে, তোমাদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এটি করা হয়েছে। কেননা বাহ্যিক উপকরন এবং নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ করাও মানবিক দায়িত্ব ও শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত। যদিও আপনারা মসজিদ ও ঈদগাহ্ সমূহে ঈদ উদযাপন করতে পারবেন না, কিন্তু আপনাদের গৃহকে তো দোয়া ও কান্নাকাটি দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন। আপনাদের ঘরগুলোকে দোয়া ও কান্নাকাটিতে এমনভাবে পূর্ণ করে দিন যেন খোদা তাআলা স্বয়ং আপনাদের হৃদয়ে সান্তনা দিয়ে বলেন, হে আমার বান্দীগণ! হে

> **ঈদের আগমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য কল্যাণকর এবং তাঁর কারনে আহমদীয়া জামা'তের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যও কল্যাণকর। মুসলিম উম্মাহর জন্যও প্রকৃত ঈদ তখন হবে যখন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে নিবে।**

আমার বাচ্চাগণ! ‘ফাইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা’ অর্থাৎ ‘জেনে রাখ নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে।’ আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

অতএব, এ স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং নিশ্চয় আসবে। তোমাদের কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির দিন নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যে পরিবর্তিত হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রতিপন্ন করে দেখাবে। অতএব, তোমরা নিজ প্রভুর সমীপে বিনত হওয়া ও কান্নাকাটি করা থেকে কখনো ক্লান্ড় হয়ো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, ‘ছেলেরা বলে কাল ঈদ, নয় তো পরশু হবেই।’ (তাযকেরা, পৃ-১৬১, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪)

অতএব, আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তাআলা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয় । সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

জার্মানী জলসার একটি অধিবেশনে জার্মানদের প্রতি আমার একটি বক্তব্য ছিল। অ-আহমদী এবং অমুসলমান জার্মানগণও এসেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ ভাবতে পার। কিন্তু আমরা এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, যে জামাত আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এটিই এখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ অটল নিয়তিকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু তা হবে প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নয়, ত্রাস সৃষ্টি করে নয়, নিষ্পাপ লোকদের হত্যা করে নয়, কারো সম্পদ ও জমি জবর দখল করে নয়, রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা করে নয়। বিশুদ্ধ অন্ড়রে পৃথিবীতে খোদা তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য এটাই এবং এটি অতিকথন নয়। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এটি পূর্ণ করবেন। যখন পৃথিবীতে খোদা তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, ঐ দিনই আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের দিন হবে। আহমদীগণ শহীদ হচ্ছে, বিভিন্ন কুরবাণী করছে, নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে গৃহহীন হচ্ছে, তবে এ ঈদকে স্বাগত জানানোর জন্য যা আহমদীয়া জামাতের জন্য নির্ধারিত আছে, আহমদীয়া জামাতের জন্য বাহ্যত দৃষ্ট এ রাত সমূহ আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে কদরের রাত্রি (সৌভাগ্যের রজনী) যা ঈদের খুশীর পূর্বে প্রতি রমযানেও আগমন করে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষদের যুগেও এসে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরন আমি আমার খুতবাতেও বর্ননা করেছি। এসব রাতই কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করে মহা বিপ্লব ঘটায় এবং এরপর এক ঈদ নয় বরং ঈদের এক ধারা আরম্ভ হয়।

আজ পাকিস্তান বা অন্য কিছু স্থানে জামা'ত কষ্টের যুগ অতিক্রম করছে, তাতে কি? যে কষ্টের যুগ তারা অতিক্রম করছে, এ দুঃখ-কষ্ট তো আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয়ের পথ প্রদর্শন করছে। অতএব, এ বিষয়টি স্বরণে রেখে ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার করুণা, সাহায্য ও তাঁর সাক্ষাত যাচনা করতে থাকা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী করেছেন, যেজন্য বাহ্যত ঘর সমূহে দুঃখকর অবস্থা বিরাজমান, অনুরূপভাবে নারী ও শিশুদের ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে না পারার দুঃখ, এ দুঃখ কষ্টগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিন। এ দোয়া করুন যেন আমাদের ধৈর্য আল্লাহ্ তাআলার সমীপে গৃহীত হয়ে তাঁর দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য হয়ে যায়। এরপর বিশ্ববাসী দেখবে কুরবানী সমূহ ও শহীদদের রক্ত কত বড় পরিবর্তন সাধন করতে পারে। আসুন আজ আমরা এ দোয়া করি, আমাদের ধৈর্য ও মনোবল যেন আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা আকষণ করে। তাঁর কৃপা বৃষ্টি যেন পূর্বের চেয়ে অধিক বর্ষিত করার কারন হয়।

খোদা তাআলা যেন আমাদেরকে প্রকৃত ঈদের আনন্দ, খোদা তাআলার দৃষ্টিতে যা প্রকৃত ঈদ, সেটি দান করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের সকলকে আজ ঈদের প্রেক্ষিতে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক। এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে আহমদী শহীদদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাদের পরিবার ও স্বজনদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সদিচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করুন এবং তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। পাকিস্তানের অধিবাসী সব আহমদীদের নিজ হিফাযতে রাখুন। তাদের দুঃখ আনন্দে পরিনত করুন।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পথে যারা বন্দী আছেন তাদের মুক্তির উপকরন সৃষ্টি করুন। মালী কুরবানীকারীদের সম্পদে অগণিত বরকত দান করুন। বর্তমানে পাকিস্তানে জামাতের সদস্যগণ জামাত ও জামাতের স্থাপনা সমূহের নিরাপত্তার জন্য যে কুরবানী করছেন, তাদের জান-মালের হিফাযতের জন্যও দোয়া করুন। সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের জন্য এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য খুব দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। সবাই নিজেদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তার খাঁটি ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিনত করেন।

[খুতবা সানীয়ার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন। এরপর বলেন:]

আমি বিনীতভাবে আরেকটি ঘোষণা করছি, বরং ক্ষমা চাচ্ছি যে সাধারণত এ ঈদে আমি প্রত্যেকের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করি। কিন্তু গত চার পাঁচদিন যাবৎ আমার বাহুতে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়েছে। ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছে যে করমর্দন না করাই উত্তম। খুব শক্তিশালী ব্যাথা নাশক ওষুধ খেয়ে এখনো ঠিক আছি। আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় কাজে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু আমার ধারনা চার পাঁচ হাজার লোকের সাথে করমর্দন করলে হয়তো ব্যথা কিছু না কিছু বেড়ে যাবে। এজন্য আমার ধারনা সতর্কতার জন্য এবং ডাক্তারের পরামর্শও এটাই যে করমর্দন না করাই উত্তম। এজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। তবে সমস্ত হলে গিয়ে সবাইকে আমি অবশ্যই ঈদ মোবারক জানাব।

আপনাদের সবাইকে ঈদ মোবারক। যে যেখানে বসে আছেন বসে থাকুন। আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনারা বসে থাকুন বা জামাতী কোন প্রয়োজনে বসার প্রয়োজন থাকলে বসুন, নয়তো অবশ্যক নয়।

আল্লাহ্ তাআলা সকলের হাফেয হউন। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

অনুবাদ: মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।
(পুন:মুদ্রিত)

জিহাদ ও বিশ্ব-শান্তি

আবু সালমান তারেক

আমরা অবশ্যই আমাদের ভবিষ্যত-প্রজন্মকে সেই অন্ধকার-গহ্বরে ডুবে যেতে দিতে পারিনা, যা থেকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদেরকে আজকের এ অবস্থানে তুলে এনেছেন। এটা হবে চরম এক স্বার্থপরতা, যদি আমাদের মিথ্যা-অহমিকা অথবা অস্থায়ী-ফায়দার খাতিরে আমরা আমাদের বংশধরদের-ভবিষ্যতকে ভুলে বসি।

এ বিষয়টি আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মানব প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, মানব জাতির ভাগ্য নির্ধারনে তখন সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর হুকুম জারী করেন। খোদার হুকুম চালিত হয়ে মানুষকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। মানবজাতির অধিকারকে আল্লাহ্‌-র হুকুম পূর্ণ করার আগে, বিশ্বের মানুষ যদি নিজেরাই এসব কঠোর-বিষয়াদির প্রতি মনযোগ দিতে এগিয়ে আসতো, তবে তা অত্যধিক মঙ্গলজনক হোত। আজকের বিশ্বে খোদার ভীতিপ্রদ হুকুমের এক প্রকাশ আরেকটি বিশ্ব-যুদ্ধের আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের একটি যুদ্ধের প্রভাব এবং এর ধ্বংস কেবল বিবদমান যুদ্ধের মধ্যে অথবা শুধুমাত্র বর্তমান-বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বস্তুত: এর ভয়ঙ্কর পরিনতি ভবিষ্যতের বহু প্রজন্ম বহন করতে থাকবে।

রাজকুমার থেকে নিঃস্ব-ব্যক্তি, সবাই শান্তিকে সমভাবে 'অতি-মূল্যবান'-জ্ঞান করে থাকে। শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ কর্তৃত্বের আওতায় কিছু না কিছু কুরবানী করতে হয় সেটা-দোয়া, কিংবা দয়াপূর্ণ-কথা, অথবা সৎকর্ম-ই হোক, অথবা বাস্তবে এ তিনটির সবগুলোই। সাধারন-সত্য এটাই যে, শান্তির জন্যে আমরা যত বেশী কাজ করবো, তত বেশীই আমরা তা অর্জন করার দাবী করতে পারবো এবং বিশ্বের আজকের অবস্থার প্রেক্ষিতে সামান্য কিছু বিষয়ও এ জন্যে অধিকতর গুরুত্ববহ অথবা জরুরী হতে পারে। এ বিবেচনায় 'ধর্ম'-এর দেবার অনেক-কিছুই আছে, কিন্তু শান্তির খাতিরে ইসলাম মুসলামনদেরকে এক পবিত্র সংগ্রাম বা জিহাদে নিযুক্ত করার মাধ্যমে তার চাইতেও অনেক বেশী কিছু দিতে চায়।

এই 'জিহাদ' তথাকথিত জিহাদীদের কর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যা আমরা আমাদের প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্রে দেখতে পাই। কারণ এই জিহাদ কোন-প্রকারের আত্মম্ভরিতা, ক্ষমতা অথবা মহত্ব প্রত্যাশা করেনা, বরং এটা এমনই এক 'জিহাদ'- আধ্যাত্মিক এ জিহাদে মহা-মহিমান্বিত সর্বশক্তিমান এক সত্তা, যাকে ছাড়া কোন অগ্রগতিই সম্ভব নয়, তার সামনে মানুষের নিজের তুচ্ছতার উপলব্ধি আপনা থেকেই বিগলিত ও বিনতভাবে উৎসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন জোরালোভাবে এ ঘোষনা দেয় যে, *'আল্লাহ যা চাইবেন, কেবল সেটাই হবে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন শক্তিই অর্জিত হতে পারেনা'* (১৮:৪০)।

ঐশী-সাহায্যের অনুপস্থিতিতে মানবীয় প্রচেষ্টার এ ধরনের শিক্ষা চরম ভঙ্গুরতার (নশ্বরত্বের) দিকে সূক্ষ্মভাবে আলোকপাত করে। এজন্যে পবিত্র কুরআন বার বার খোদাকে স্মরণ করার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করে এবং প্রত্যেক সঙ্কট-মুহূর্ত ও সন্ধিক্ষণে একই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, কারণ খোদার দান কেবল তারাই লাভ করতে পারে, যারা, *'দাঁড়ানো, বসা এবং কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেও আল্লাহকে স্মরণ করে'* (৩:১৯২)।

কেউ যদি এই নীতির গুরুত্বকে আঁকড়ে ধরে, তবে সে সত্যিকার-শান্তির দিকে তার ভ্রমণ শুরু করতে পারে, কারণ, যে শান্তির উৎস খোদা নন, সেটা কোন শান্তিই নয়। এটাই হচ্ছে সত্য-ইসলাম, যেটা এযুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কর্তৃক পুনর্জীবিত হয়েছে, যিনি এ-যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারক, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী। তাঁর শান্তিপূর্ণ-ইসলামের রেনেসাঁ (নব জাগরণ) তাঁর খলিফা বা আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীগণের মাধ্যমে এগিয়ে চলছে। বিগত শতাব্দী-জুড়ে তাঁরা এ-শান্তির জন্যে মানবজাতিকে একত্রিত করার কাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে তাদের জামাতকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁরা খোদার আহ্বান মন দিয়ে শোনা এবং খোদা ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্য পালন

করার পরামর্শ দিয়েছেন। নিকটকালে শান্তির-প্রতি আহ্বানের এমন প্রথম সভাটি হয় 'যুক্তরাজ্য জাতীয় সম্মেলন,' যেটা বিগত ২০০৪ সন থেকে প্রতি বছর 'বায়তুল ফুতুহ্'তে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হোল মানুষকে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান-দান করা এবং সব মানুষের মধ্যে সমঝোতা ও সম্মান স্থাপন করা। ২০০৪ সনে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ-প্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ প্রথম এ-সম্মেলনে মূল-বক্তব্য প্রদান করেন, যাতে তিনি এ কথার উপর জোর দেন যে, **"যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্বে শান্তি-স্থাপন করতে না পেরেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো উচিত নয় এ-সংগ্রাম বন্ধ করা"**। এ কথাটি হুযুর (আই.) অবশ্যই সঠিক বলেছেন এবং এ সম্মেলনটি এর স্বাভাবিক-প্রারম্ভকাল থেকেই ধর্মীয় সব-সম্প্রদায়ের জন্যে সর্ব জনীন এক দফায় পরিণত হয়েছে, যেটাতে বর্তমানে সমাজের সব-অংশের লোকেরা উপস্থিত হয়ে থাকে। সম্মেলনে বক্তৃতা দান কালে হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ শান্তির-নীতির প্রতি বিশ্বের মনযোগ বার বার আকর্ষণ করেছেন, যেটা সব ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম কর্তৃক সমর্থিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সমূহে তিনি এ ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, এ পৃথিবীতে ন্যায় বিচারের ভিত্তি স্থাপন করা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন সমাজের সর্বনিম্ন-পর্যায়ের এক ব্যক্তি এটা অনুধাবন করবে যে, তাকে তার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর নির্দেশ-সমূহের অনুসরণ করতে হবে; আর এ-ধরনের লোকেরাই সম্মিলিত ভাবে উদার-ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

প্রকৃত পক্ষে এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নাগরিকদের ক্ষমতা ও দায়িত্বের প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচক-মন্ডলী যদি নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মে আন্তরিক হয়, তবে এটা পুরো পরিচালন পদ্ধতিকে এক নৈতিক-আজ্ঞামূলক প্রেরণা দান করবে, যা নেতৃত্বকে সম্মান ও ন্যায় বিচারের সাথে কাজ করতে আকুতি জানাবে। এ ধরনের পুনর্গঠনে নিযুক্ত হতে অনুপ্রেরণা দেয়ার সাথে সাথে অকৃতকার্যতার বিষয়ে তিনি এ কঠোর সতর্কবানী উচ্চারণ করেন:

'আমরা অবশ্যই আমাদের ভবিষ্যত-প্রজন্মকে সেই অন্ধকার-গহ্বরে ডুবে যেতে দিতে পারিনা, যা থেকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদেরকে আজকের এ অবস্থানে তুলে এনেছেন। এটা হবে চরম এক স্বার্থপরতা, যদি আমাদের মিথ্যা-অহমিকা অথবা অস্থায়ী-ফায়দার খাতিরে আমরা আমাদের বংশধরদের-ভবিষ্যতকে ভুলে বসি' (২০০৭)।

তাঁর বক্তৃতাগুলোর মূলভাব যখন শান্তির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পর্শ করে, তখন সেগুলোও এমনই এক ক্রমবর্ধমান-উদ্বিগ্নতার প্রতিফলন ঘটায়, যেটা নির্দয়-অর্থনৈতিক সঙ্কটের সাথে যুক্ত বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান- অশান্তি ও সজ্ঞাত-সমূহের ফলে মানব-জাতিকে ধ্বংসের দ্বার-প্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে।

এর মধ্যে সবচে' উদ্বিগ্নকর দৃশ্যটি হচ্ছে পরাশক্তিগুলো খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে বরং খোদাকে অবহেলা করাটাই পছন্দ করছে এবং সেটাই হচ্ছে আত্ম-বিনাশের এক নিশ্চিত-পথ। এ বছরের (২০১২) শান্তি-সম্মেলনে হুযুর (আই.) তাঁর বক্তৃতায় সম্ভবত তাঁর কঠিনতম-সতর্কবানীটি উচ্চারণ করেছেন। তথাপি এমনটি হচ্ছে যে, অন্যদের অধিকারকে অস্বীকার করে, নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচারের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং খোদার শিক্ষাগুলোকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে অস্বীকার করে মানব জাতি বিশ্বব্যাপী আসন্ন এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

হুযুর (আই.) বলেন:

'এ বিষয়টি আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মানব প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, মানব জাতির ভাগ্য নির্ধারনে তখন সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর হুকুম জারী করেন। খোদার হুকুম চালিত হয়ে মানুষকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। মানবজাতির অধিকারকে আল্লাহ্-র হুকুম পূর্ণ করার আগে, বিশ্বের মানুষ যদি নিজেরাই এসব কঠোর-বিষয়াদির প্রতি মনযোগ দিতে এগিয়ে আসতো, তবে তা অত্যধিক মঙ্গলজনক হোত। আজকের বিশ্বে খোদার ভীতিপ্রদ হুকুমের এক প্রকাশ আরেকটি বিশ্ব-যুদ্ধের আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের একটি যুদ্ধের প্রভাব এবং এর ধ্বংস কেবল বিবদমান যুদ্ধের মধ্যে অথবা শুধুমাত্র বর্তমান-বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বস্তুত: এর ভয়ঙ্কর পরিনতি ভবিষ্যতের বহু প্রজন্ম বহন করতে থাকবে'।

হুযুর (আই.) খুবই সুন্দরভাবে এটা উপস্থাপন করেছেন, যার আসল ঘটনা হলো, 'সত্যিকারের শান্তি কপটতাপূর্ণ কোন কথাবার্তা অথবা শূন্যগর্ভ কোন চুক্তির মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারেনা' (২০০৭), বরং প্রকৃত শান্তি মানুষের পারস্পরিক-সম্পর্কের চাইতেও খোদার সাথে তার স্থাপিত-সম্পর্কের নিবীড়তার উপরেই অধিক প্রযোজ্য হয়। শান্তি বিদ্যমান থাকার সুযোগ নির্ভর করে কারো কোন অভিপ্রায় এবং কর্মের মধ্যে নিহিত সাধুতার উপর।

এটা কেবল তখনই দৃঢ়তা লাভ করবে, যদি কেউ তার নফস(অহং)কে বিসর্জন দেয়। যেমনটা বলা হয়, 'মানুষ নিজেই তার বড় শত্রু'। অতএব ইসলামে 'সর্বোত্তম-জিহাদ' হচ্ছে, 'নিজের বিরুদ্ধে জিহাদ,' এবং এ জিহাদে জয়লাভ করতে তরবারি, বোমা অথবা বুলেটের প্রয়োজন নেই, বরং তার বদলে একটি পবিত্র-অন্তর এবং সর্বজ্ঞানীর-সান্নিধ্য থেকে প্রাপ্ত খাঁটি-উক্তির যথার্থ উপলব্ধির প্রয়োজন। ২০০৫ সনে হুযুর (আই.) আমাদেরকে একথা স্মরণ করিয়েছিলেন যে, শান্তি কেবল তখনই নিশ্চিত হতে পারে, যখন বিশ্ব, এর সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারবে। বিশ্ব যাতে এ-বিষয়ে মনযোগী হয়, সেজন্যে মানুষ কেবল দোয়া-ই করতে পারে।

আসুন, পবিত্র এই রমযানে মানবতার সার্বিক উন্নয়ন ও বিশ্ব-শান্তি সুনিশ্চিত করার মানসে আমাদের প্রাণ-প্রিয় নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর গৃহীত কল্যাণময় কর্মসূচী অসাধারণ সফলতায় অভিষিক্ত হোক, তজ্জন্য মহান স্রষ্টার নিকট আমরা সকাতর যাচনা করি আর যুগ-খলীফার দীর্ঘ জীবন কামনা করে আল্লাহ তাআলার সমীপে বিনীত দোয়া করি।

আল্লাহ তাআলা এ দোয়া কবুল করুন, আমীন।

হযরত যুল-কিফল (আ.)-এর ধর্ম প্রচার

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

হযরত যুল-কিফল-এর পরিচয় অনিশ্চয়তার তিমিরে আচ্ছাদিত। কুরআনের মুসলমান-ব্যাখ্যাকারীগণ পৃথক পৃথক একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচিতি সম্পৃক্ত করছেন, প্রধানত: বাইবেলে উল্লেখিত কয়েক জন নবীর সঙ্গে। কিন্তু এ নামে পরিচিত নবী মনে হয় যিহিস্কেল (Ezekicl), যাকে আরবরা যুল-কিফল নামে অভিহিত করে থাকে। যুল কিফল (Hizgel) এবং যিহিস্কেল (Ezekicl) এই শব্দযুগলের মধ্যে উভয়ের আকার এবং অর্থে অতি নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ 'প্রচুর অর্থের অধিকারী' এবং শেষোক্ত শব্দের অর্থ আল্লাহ্ শক্তিদান করেন। রডওয়েল বলতেন যে, আরবরা যিহিস্কেলকে যুল-ফিকল বলে থাকে। কারস্টেন নিই বুহর Karsten Nie buhr) এর মতে নাযাফ এবং হিল্লা (ব্যবিলন)-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কিফল নামে পরিচিত ছোট শহরে যিহিস্কেলের সমাধি রয়েছে যা আজও ইহুদী তীর্থ যাত্রীগণের দর্শণীয় স্থান। তিনি এটাও মনে করেন যে, যিকিস্কেলের আরবী শব্দের রূপ যুল-কিফল। ইহুদীগণও যিহিস্কেলকে যুল-ফিকল বলে বিশ্বাস করে থাকে। সম্ভবত: খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৬২২ অব্দে যাজক পরিবারে তাঁর জন্ম। যুল-কিফল তাঁর জীবনের প্রথম ২৫ বছর অতিবাহিত করছিলেন যোধায়। ৫৯২ খৃ: পূর্বাব্দে ত্রিশ বছর বয়সে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হন এবং তাঁর জাতির মূর্তি পূজা, অবিচার এবং অসচ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে প্রচার করতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় অ্যাসিরিয়ার স্থলে ব্যবিলন ক্ষমতাশালী শক্তিরূপে পরিগণিত হয় এবং যোধা উহার উর্ধ্বতম কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যোধার রাজা যেহোইয়াকিম (Jehoiakim) তার অসৎ পারিষদবর্গের পরামর্শের প্রভাবাধীনে ব্যবিলনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এভাবে নিজের উপরে নবুখদ নিৎসরের প্রতিহিংসা ডেকে আনে। সে ৫৯৭ খৃষ্টর্পূবাব্দে সফলতার সঙ্গে যেরুজালেম অবরোধ করে এবং এর অনেক নেতৃস্থানীয় নাগরিকদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়, সেই সঙ্গে যিহিস্কেল এবং যেহাইয়চিম (Jehoiachim)-কেও বন্দী করে নিয়ে যায়।

যেহোইয়াচিমের চাচা সিদ্দিকিয়া (Zedekieah) তার স্থলাভিষিক্ত রাজা হন। কিছু কালের জন্য সে ব্যবিলনের প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু মিশরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে সে ব্যবিলনের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে। এই কাজে যিহিস্কেল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং একে ইয়াহ্ওয়েহ (Yahweh) -এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন। ফলশ্রুতিতে নবুখদ নিৎসর কর্তৃক যেরুযালেম অধিকৃত হয় এবং আঠার মাস অবরোধের পর ইহাকে অবর্ণনীয় আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থার মধ্যে ধ্বংস করে দেয়। যে উপাসনালয়ের উপরে শ্রদ্ধা-ভক্তির গভীর আবেগ অর্পিত ছিল, উহাকে ভষ্মস্তুপে পরিণত করা হয় এবং এর লোকদেরকে ব্যবিলনে নির্বাসিত করা হয় (৫৮৬ খৃষ্ট পূর্ব অব্দ)। এই ছিল অবস্থা যা যিহিস্কেলকে সংগ্রামের মুখোমুখি করছিল। পতনের পাঁচ বছর পূর্বে ৫৯২ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি দিব্য-জ্ঞানে কিছু জানতে পেরে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ইহুদী জাতিকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন। ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ব্যবিলন কর্তৃক প্রথম প্রচন্ড আঘাতেই রাজনৈতিক ভাবে ইহুদী জাতির আসন্ন অবলুপ্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রত্যয়পূর্ণ বোধোদয় ঘটেনি যে সম্ভাবনা যিহিস্কেলের নিকট ছিল দ্বিপ্রহরের মতই দেদীপ্যমান। কিন্তু যেমন তিনি ইহুদী জাতির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, তেমনি তাদের পুন:স্থাপনের আগাম সংবাদও দিয়েছিলেন, তার জাতির অধ:পতনের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কঠোর ছিল, তেমনি তাদের ভাগ্যে মুক্তির এক মহান এবং উজ্জল চিত্রও এঁকেছিলেন। তাদের উদ্ধার এবং যেরুযালেম প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী কাশফ ভিত্তিক ছিল, যা তিনি দেখেছিলেন (যিহিস্কেল : ৩৭) এবং এ সম্বন্ধে কুরআনেও ২৬ : ৬০ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তার এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বচক্ষে দেখে যেতে তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন না। কারণ, বন্দী অবস্থায় খৃষ্টপূর্ব ৫৭০ অব্দে ৫২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। যিহিস্কেল এবং দানিয়েলকে 'নির্বাচিত নবী' বলা হয়ে থাকে (The Holy Bible. Edited by Rev Scl. Cofieldo Peaka comme Tary of the Bible) (১৯১২)।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে বলেছেন : তোমরা যুলফিকলকেও স্মরণ কর, যে ধৈর্যশীল ছিল (২১ : ৮৬) এবং আমরা তাদের সকলকে আমাদের রহমতে প্রবিষ্ট করেছিলাম নিশ্চয় তারা সকলেই সৎকর্মশীল ছিল (২১ : ৮৭)।

হযরত যিহিস্কেল (আ.) এর স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ পবিত্র কুরআন করীমের সূরা আলা বাকারা ২৬০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে যে, "অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় তুমি কাউকে কি লক্ষ্য করছো– যে এমন এক শহরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল, যার ছাদসমূহ ভূপতিত হয়েছিল? এ দৃশ্য দেখে সে বল্লো, এর ধ্বংসের পর আল্লাহ্ কখন ইহাকে পুনরুজ্জীবন দান করবেন?" এতে আল্লাহ্ তাকে একশত[৩২৩] বছরের জন্য মৃত্যু দিলেন, অত:পর তিনি তাকে পুনরুত্থিত করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এ অবস্থায় কত কাল ছিলে? সে বল্লো, একদিন বা একদিনের কিয়দংশ। তিনি বল্লেন, এটাও ঠিক, বরং তুমি এ অবস্থায় একশত বছর ছিলে এটাও ঠিক। তুমি তোমার খাদ্যদ্রব্যের এবং পানীয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, এগুলি পচেনি এবং তুমি তোমার গর্দভের প্রতিও লক্ষ্য কর। এবং আমরা এরূপ এজন্য করেছি, যেন তোমাকে মানবজাতির জন্য এক নিদর্শন করতে পারি। এবং তুমি অস্থিগুলির প্রতিও লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা এদেরকে সংযোজিত করি। অত:পর, যখন প্রকৃত তত্ত তার নিকট প্রকাশ হয়ে গেলো, তখন সে বল্লো, আমি জানি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে [৩২৬] পূর্ণ ক্ষমতাবান" (২ : ২৬০)।

পবিত্র কুরআন করীমের সূরা বাকারা ২৬০ আয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে নগরীর উল্লেখ হয়েছে তা হল যেরুযালেম। ব্যবিলনের রাজা নবখুদ নিৎসর (বখতেনসর) ৫৯৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে এই নগরটি দখল করে এবং এর সবকিছু ধ্বংস করে একে প্রেতপুরীতে পরিণত করে। এর অধিবাসী ইহুদীদেরকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে যায়। এ বন্দীদের মধ্যে যিহিস্কেল নবীও ছিলেন। বিজয়ীরা যিহিস্কেলকে বীভৎসভাবে বিধ্বস্ত নগরীর করুন দৃশ্য

স্বভাবত:ই এই বিভৎস দৃশ্যাবলী দেখে মর্মাহত হন। তিনি কাতর হৃদয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন, "হে প্রভু, এই নগরী না জানি কত দিনে জীবন ফিরে পাবে, ধ্বংসের পরেও আবার কখন এতে প্রাণের স্পন্দন জাগবে"। তার প্রাণের দরদ ভরা দোয়া আল্লাহ্‌ শ্রবণ করলেন। তাকে স্বপ্নে বা কাশফে (দিব্যদৃষ্টিতে) দেখানো হল, তাঁর পতিত নগরীর পূর্ণজ্জীবন লাভ একশত বছরের মাথায় সম্পন্ন হবে। যিহিস্কেল তাঁর কাশ্‌ফের অর্থ বুঝেছিলেন। এর অর্থ এই যে, বনী ইসরাঈল জাতি একশত বছর পর্যন্ত অসহায়, নির্যাতিত ও অপদস্থ অবস্থায় বন্দী হিসেবে থাকবে। তারপর তারা নবচেতনায় জাগ্রত হয়ে নতুন জীবন লাভ করবে এবং তাদের পবিত্র ভূমি জেরুযালেমে ফিরে আসবে। যিহিস্কেলের কাশফ বা স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। নবখদ নিৎসর খৃষ্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে জেরুযালেম দখল করেছিল (২য় রাজা বলি-২৪ ; ১০)। যিহিস্কেল কাশফ দেখেন সম্ভবত: খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে। আর ইহা পূন:নির্মিত হয় ধ্বংস প্রাপ্তির পূর্ণ এক শতাব্দি পরে। পুন:নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় খৃষ্টপূর্ব ৫৩৭ অব্দে মিদায়ার সম্রাট সাইরাসের অনুমতি ও সাহায্য নিয়ে। পুন:নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয় খৃষ্টপূর্ব ৫১৫ অব্দে। ইসরাঈলীরা পুনর্বাসনের জন্য ব্যবিলন-রাজ্য ত্যাগ করে। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সনে জেরুযালেম নগরীতে আবার প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বনী ইসরাঈলী জাতি মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে পুনরায় এক নব জীবন পায়, বিধ্বস্ত জেরুযালেম যেন পুনরায় এর অধিবাসীকে ফিরে পায় ও প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরে উঠে।

আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত যিহিস্কেল (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এই অবস্থায় কতকাল ছিলে? যিহিস্কেল (আ.) বল্লেন, একদিন বা একদিনের কিয়দংশ অবস্থান করছি।' আল্লাহ্‌ বল্লেন, ইহাও ঠিক, বরং তুমি এই অবস্থায় একশত বছর ছিলে ইহাও ঠিক' এই বাক্যটি তাৎপর্য হল, এক হিসাবে যদি যিহিস্কেল ঐ অবস্থায় ১০০ বছর ছিলেন, নাকি, কাশফে বা জাগ্রত স্বপ্নে নিজেকে ১০০ বছর মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ছিলেন, তথাপি তার এই কথাও সত্য যে, তিনি ঐ স্বপ্ন-দর্শনাবস্থায় একদিন বা দিনাংশে কাটিয়েছিলেন, কেননা স্বপ্নে বা কাশফে বিষয়াদি দেখতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না। এ সত্যকে যিহিস্কেলের মনে গভীর ভাবে এঁকে দেবার জন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে তাঁর খাদ্য, পানীয় গাধার দিকে তাকাতে বল্লেন। ঐ খাদ্য ও পানীয় বাসি হয়নি, তাঁর গাধাও স্বস্থানেই জীবিত অবস্থায় আছে। "তোমাদের গর্দভের প্রতিও লক্ষ্য কর"-বাক্যটি এ কথা প্রকাশ করে যে, যিহিস্কেল মাঠে কাজের ফাঁকে গাধাকে পাশে রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন স্বপ্ন দেখছিলেন কিংবা জাগ্রত অবস্থায় নিজের মৃত্যুও পুর্ণজাগরণের শত বর্ষের ব্যবধান দেখছিলেন। বন্দী অবস্থায় ইসরাঈলীদেরকে ব্যবিলনের ক্ষেত্রে খামারে কৃষি কাজ করতে হতো। যিহিস্কেল সমগ্র ইহুদী জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে ছিলেন। তাঁর একশত বছর মৃত অবস্থায় থাকার রূপক অর্থ হলো, তার জাতি বন্দী অবস্থায় শতবর্ষব্যাপী অসহায়, অপমানজনক, পদানত, দীনহীন, পরাধীনভাবে জীবন-ধারণ করবে। এই শতবর্ষের লাঞ্ছনার জীবন যাপনের পরেই ইসরাঈলী জাতি স্বকীয় সত্তায় নিজেকে আপন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এভাবেই যিহিস্কেল আল্লাহ্‌র নিদর্শনে পরিণত হলেন।

(তথ্য : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা কুরআন মজীদ অবলম্বনে)

বোরকা সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) বলেন-

"বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

সারা মাস রোযা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হবে তা-ই প্রকৃত ঈদ

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইনশাআল্লাহ্, আর ক'দিন পরেই মহান খোদা তাআলার কৃপায় আমরা এক মাস সিয়াম সাধনা শেষ করে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করব। এক মাস সিয়াম সাধনার পর পশ্চিম আকাশে শাওয়ালের একফালি চাঁদ ঈদের বার্তা নিয়ে আসবে। অন্যান্য উৎসব থেকে ঈদের পার্থক্য হল– সবাই এর অংশীদার। তাইতো কবি যথার্থই বলেছেন,

'ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই
সুখ দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই।'

সবার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে রয়েছে অপার আনন্দ। ঈদের দিন ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই এককাতারে শামিল হয়ে মহান আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি চায়। ঈদের আগের এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমরা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করি। অপরের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে সচেষ্ট হই। রোযার প্রধান লক্ষ্য ত্যাগ ও সংযম। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে তা হবে সবার জন্য কল্যাণকর। দুর্ভাগ্যজনক যে, রমযান সংযমের মাস হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণীর ব্যবসায়ী মানুষের বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিয়ে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে অধিক মুনাফা করে থাকে। তারপরেও মু'মিন মুত্তাকিরা সুন্দরভাবে রমযানের রোযাগুলো রাখতে এসবকে কোন গুরুত্ব দেয় না।

সারা মুসলিম জাহানে সিয়াম-সাধনা এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বান্দা তার অতীতের সকল ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে পরবর্তী জীবনে এ প্রশিক্ষণলব্ধ আমলে সালেহ যথাযথ কাজে লাগিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম এর পথে চলার অঙ্গীকারে প্রত্যয়ী হওয়ার এক সফল অনুষ্ঠান এ পবিত্র ঈদ। যে আনন্দ বিশ্ববাসীর মাঝে বার বার ফিরে আসে তাকেই ঈদ বলা হয়। ইসলাম ধর্ম বিকশিত হবার বহুপূর্ব থেকে মর্ত্যবাসীদের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি ও ধর্মের অনুসারিরা নানা ভাব ও ভঙ্গিতে ঈদ পালন করতো। তবে ইসলাম ধর্মেই কেবল মাত্র ঈদকে সার্বজনীন রূপে রূপায়ন করা হয়েছে।

ঈদ শুধু আনন্দ উৎসবের নাম নয় বরং মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি বিশেষ রহমত ও আল্লাহর দেয়া আদেশ। যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। অন্য কথায় ঈদ হলো তাকওয়া ও ত্যাগের মহিমার সাফল্যের বিজয়ের প্রতীক ও আনন্দের দ্যোতক। বলা যায় আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সারা মাস রোজা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হয়ে আসে তা-ই প্রকৃত ঈদ। যারা পবিত্র মাহে রমযানের সারা মাস রোযা রেখেছে এবং অন্যান্য সব ইবাদত যথাযথ মনোনিবেশ সহকাওে পালন করেছে মূলত তাদের জন্যই এই ঈদ প্রকৃত আনন্দের এবং ইবাদতের।

ঈদের মাধমে আমাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটে আর পরস্পরের মাঝে ঈমানি ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদি এমনটা হয় তাহলেই আমাদের এ ঈদ পালন ইবাদতে গন্য হবে। যারা খেলা ধূলা ও আনন্দ উৎসবে মেতে দিন অতিবাহিত করে তাদের জন্য এ ঈদ জীবনে কোন পরিবর্তন বয়ে আনবে না। তাদের জন্য ঈদ একটি আনন্দ মেলা বৈ কিছু নয়। আসলে ঈদ ভাল খাওয়া ও পরার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয়। বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। তাই আমাদের এতে বেশি বেশি খোদার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আমাদের এ ঈদ তখনই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী আনন্দ হবে যখন আমরা একে অন্যের ব্যাথা অনুভব করে, এক দলবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুঃখ কষ্ট দুর করার জন্য চেষ্টা করবো। যার ফলে এ ঈদ মহা ইবাদতে রূপ লাভ করবে।

যেভাবে আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ২০০৭ সালের ঈদুল ফিতরের খুতবা প্রদানকালে এক স্থানে উল্লেখ করেন, 'আমরা যখন পরোপুরি স্থায়ীভাবে আমাদের গরীব ভাইদের অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব তখনই এটা আমাদের প্রকৃত ঈদ উদযাপন হবে। সুতরাং আমাদের এতে খুশি হওয়া উচিৎ নয় যে, আমরা গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি বরং স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিজের বাচ্চাদেরকে ঈদের এ মাহেন্দ্রক্ষণে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা

দেয়া উচিৎ। তাদেরকে ঈদের যে উপহার দেয়া হয়, তা থেকে যেন তারা একটা অংশ গরীবদের জন্য পৃথক করে নেয়। তারা যেন শুধু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিই খেয়াল না রাখে আর নিজেরাই যেন চকলেট ইত্যাদী না খায় বরং গরীব শিশু যারা রয়েছে যারা ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত রয়েছে তাদের প্রতিও যেন তারা খেয়াল রাখে।

পৃথিবীতে আজ অনেক ধনী লোক ও ধনী দেশ রয়েছে যাদের দখলে সম্পদের বিশাল পাহাড় রয়েছে। কিন্তু পক্ষান্তরে বিশ্বের গরীব দেশগুলো তাদের অধিবাসীদের খাবার যোগাতে পারছে না। আর ততক্ষণ তারা পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ধনী দেশের শর্ত তারা না মানবে, দাসত্বের শিকল গলায় না জড়াবে। কিন্তু আমাদের ও আমাদের সন্তানদের অন্তরে এ সহানুভূতি সৃষ্টি করা উচিৎ যে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গরীবদের সাহায্য করা আবশ্যক আর তা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়। আমাদের সমগ্র বিশ্ববাসীর সেবা করা উচিৎ। আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই তাদের ধর্ম কী? এ আবেগ-অনুভূতি অন্তরে গেঁথে নেয়া উচিৎ যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনই হচ্ছে মূল বিষয়"।

শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.)-এর নসীহত আমাদের সবার মেনে চলার মধ্যেই দুনিয়াবী এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নিহীত। আমরা এই কামনাই করি ঈদের আনন্দ পৌঁছে যাক সবার ঘরে ঘরে। সবার জীবন হয়ে উঠুক আনন্দময় ও উৎসবমুখর। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র এবং বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় করে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড,ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে জামাতের শিক্ষিত সদস্য/সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে 1. MS Office 2. Hardware Maintenance and Troubleshooting 3. Graphics Design 4. Flementary English. 5. Familiar with Office Etiquette & Manners প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
- প্রত্যেকের জন্য আলাদা কম্পিউটার
- ন্যুনতম কোর্স ফি
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
- সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
- প্রত্যেক ক্লাসের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
- কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Graphics Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

ভর্তি নির্দেশিকাঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ

২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০,কোর্স ফি -৫০০ এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১৪০৪৭৬০৭
মোবাঃ ০১৯১৪০৪৭৬০৭
ই-মেইল ঃ
mibakul@yahoo.com

মোঃ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ
mdyounus.ali@gmail.com

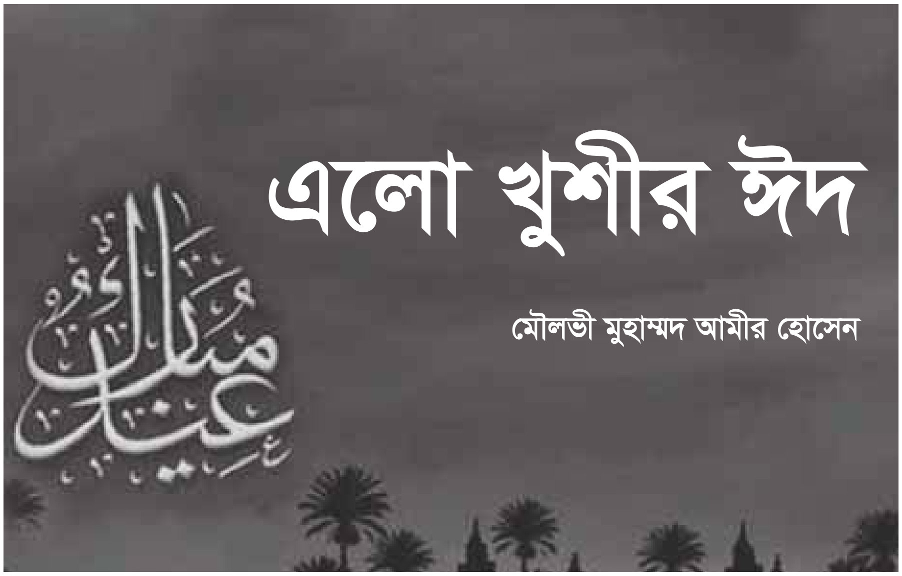

এলো খুশীর ঈদ

মৌলভী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

ঈদের কথা শুনলে ছোট-বড় সবার মাঝে কেমন যেন আনন্দ বয়ে বেড়ায়। মুসলমানদের জীবনে ঈদ বার বার আসে। ঈদ অর্থ খুশি, আনন্দ বা উৎসব ইত্যাদি। বছরের দু'টি বিশেষ উৎসবকে ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় বলা হয় ঈদ। তার মধ্যে প্রথমটি হলো 'ঈদুল ফিতর' এবং অন্যটি হলো 'ঈদুল আযহা'।

পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনা এবং কঠোর সংযম শেষে রোযাদারদের অবস্থা পরিবর্তিত হয় ঈদের খুশির মাধ্যমে। ঈদুল ফিতর মূলত: রোযাদারদেরই আনন্দের দিন। হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন, রোযাদারদের জন্য দু'টি আনন্দ, প্রথমত রোযা ভঙ্গের সময় অর্থাৎ ইফতারের সময় দ্বিতীয়ত তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। ঈদ বিশ্ব-মুসলিমের জন্য বার্ষিক সম্মেলন ও উৎসবের দিন। এদিনে সকল ভেদাভেদ ও হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সম্মিলিতভাবে ঈদের নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অপরিহার্য্য কর্তব্য।

আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পূর্ণ একমাস রোযা রাখার পর ঈদের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে গেলে একে অপরের হাতে হাত, বুকে বুক রাখলে মুসলমান ভুলে যায় সারা মাসের উপবাসের সকল কষ্ট। ঈদের দিন সকল মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে গিয়ে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, একই কাতারে বা লাইনে দাঁড়িয়ে ঈদের নামায আদায় করে থাকে, এতে কোন ভেদা ভেদ অনুভূত হয় না। ঈদের আনন্দ একা একা ভোগ করা যায় না। এই আনন্দ বা খুশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে করতে হয়। মহান আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন, "এবং যেভাবে আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন তদ্রুপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। (সূরা কাসাস : ৭৮)। সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাই ইসলামী বিধান। তাই ঈদের খুশিতে সমাজের সবাইকে সাথে নিয়ে আনন্দ করা উচিত।

ঈদুল ফিতরের সময় সমাজের গরীব দুঃখিদের মাঝে যাকাত, সদকা ও ফিতরা বিতরণ করার মাধ্যমে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাই এই দুনিয়াকে বেহেশ্‌তের বাগানে পরিণত করে। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "পরম দয়ালু আল্লাহ্‌ লোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়ালু হও তবে আকাশে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি দয়ালু হবেন। (আবুদাউদ, তিরমিযী)। নবী করীম (সা.)-এর কথা যেন আমরা মনে করে ঈদের আনন্দ করি। আমাদের আশেপাশে পাড়াপ্রতিবেশী যারা আছেন তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। ঈদের আনন্দে তাদেরও শামিল করতে হবে। ঈদ উৎসবের সন্ধিক্ষণে কে কত দামী বা সুন্দর পোষাক পরলো বা কে কত উন্নতমানের পানাহার করল তা বিচার্য নয়। বরং বিবেচ্য হচ্চে নিজ আত্মাকে কে কতটুকু পবিত্র রাখতে পেরেছে।

এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র খাতিরে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যাতে আকাশ হতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। তোমরা সর্বপ্রকার হীন পার্থিব ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হয়ে যাও। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও বিশ্ব ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবার একাংশে বলেছেন, "আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি, আনুগত্যের মানদন্ডে উন্নতি, ধৈর্য, সহনশীলতা, সর্বোচ্চ চারিত্রিক আদর্শের শিক্ষা, পুত-পবিত্র কুরআন করীম তেলাওয়াত ও খোদা তাআলার নির্দেশাবলীর উপর চলার প্রশিক্ষণ আমরা রমযানে লাভ করেছি। আজ আমরা এগুলোকে নিজেদের মাঝে চির প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ঈদ উদযাপন করছি। ঈদের দিনেও খোদা তাআলার আনুগত্যের খেয়াল রাখা আবশ্যক। পুণ্য লাভের যে চেষ্টা আমরা রমযানে করেছি তাই আজ তাক্‌বীরের মাধ্যমে আবার বলছি, খোদা তাআলা মহানুভবতা অনুধাবনের মাধ্যমে সর্বদা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেষ্টা করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তআলার আনুগত্যকারী হয়ে যাবে, তার প্রত্যেকটি দিনই ঈদ হবে। প্রকৃত ঈদের প্রকৃত অর্থ হলো পুত-পবিত্র পরিবর্তনের অঙ্গীকারের উপর কর্ম-সম্পাদন শুরু করে দেয়া। নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং পুত-পবিত্রতা চিরস্থায়ীভাবে অবলম্বনকারীদের জন্যই প্রকৃত ঈদ হয়ে থাকে।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেন, সেই দিনটি কোনটি যা জুমুআ ও দুই ঈদের দিনের চেয়ে উত্তম? তা হল মানুষের তওবা করার দিন। কেননা ঐ দিন আমলনামা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়া হয়। অতএব রমযানে যদি সত্যিকার তওবা করা হয় এবং সত্যিকারের চেষ্টা প্রচেষ্টা করা হয় তাহলে আমাদের প্রতিটি দিন ঈদের দিন হবে।

আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সবাইকে উক্ত বিষয়গুলো সামনে রেখে পবিত্র ঈদের আনন্দ উপভোগ করার তৌফিক দান করুন। সেই সাথে সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের

ঈদ মোবারক।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার জন্য লেখার আহ্বান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনের কাছ থেকে লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

বিষয়সমূহ:

ক) **তবলীগের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা**
খ) **ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী**
গ) **আল্লাহ্ ও রসুল (সা.)-এর শান**
ঘ) **আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে যে ত্যাগ বা মূল্য দিতে হয়েছে**
ঙ) **দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা**
চ) **জামা'তের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা** ইত্যাদি

লেখার নিয়মাবলী: লেখাটি হতে হবে তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল। লেখা যেন খুব দীর্ঘ না হয়। লেখাটি অবশ্যই কম্পোজ করে ও বিষয়বস্তুর সাথে কোন ছবি থাকলে ছবির স্ক্যানসহ CD তৈরী করে ডাকযোগে পাঠাতে হবে। অথবা E-mail-এ Soft কপি পাঠানো যাবে। লেখার বিষয়সমূহ ও ঘটনাবলী অতিরঞ্জন মুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ-সঠিক হতে হবে। স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়নকৃত থাকতে হবে। অনির্বাচিত লেখার কোন অনুলিপি ফেরত দেওয়া হবে না। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

লেখা অবশ্যই আগামী ১৫ অক্টোবর ২০১২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা E-mail address-এ লেখকের ছবি ও পরিচিতি সহ পৌঁছাতে হবে:

প্রযত্নে: মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
ও সদস্য সচিব, শতবার্ষিকী জুবিলী প্রকাশনা সাব-কমিটি
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

E-mail: amjb100@gmail.com

ডেসটিনি MLM ব্যবসা সংক্রান্ত হুযূর (আই.)-এর সর্বশেষ নির্দেশনা

ডেসটিনি ব্যবসার সহিত জড়িত কতিপয় ব্যক্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর নিকট ডেসটিনি ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য পত্র লিখলে হুযূর (আই.) বলেন, **"যারা ডেসটিনির সাথে যুক্ত তাদের লিখে দিন, আপনাদের কথায় হারাম হালাল হবে না।..... এ ব্যবসায়ে জড়িত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আর চাঁদা নেয়া যাবে না এবং জামা'তের কোন কাজও তাদেরকে দেয়া যাবে না।"**

এমন ব্যবসার সাঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগণকে এ ব্যবসা ছেড়ে হুযূর (আই.)-এর নিকট ক্ষমার আবেদন করতে হবে। হুযূর (আই.)-এর ক্ষমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে চাঁদা নেয়া এবং জামা'ত ও অঙ্গ সংগঠনের কোন দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

(ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তর থেকে জারীকৃত জরুরী সার্কুলার নং BDL-৬৮৭, তারিখ: ২৩-০৭-২০১২ইং -এর প্রেক্ষিতে উপরোক্ত সার্কুলারটি প্রকাশ করা হল।)

সংবাদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২৪তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১১ জুলাই ২০১২ দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২৪তম স্থানীয় ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর এবং নায়েব সদর উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট শামিমা আক্তার লিলি। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আমাতুন নূর। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ইজতেমায় লাজনা ইমাইল্লাহর বিভিন্ন সদস্যাগণ মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর সাহেবার বক্তৃতা ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ২৪তম ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৪৫৬ জন।

শামিমা আক্তার লিলি

লাজনা ইমাইল্লাহ্ কুমিল্লার ৫ম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ জুলাই লাজনা ইমাইল্লাহ্ কুমিল্লার উদ্যোগে ৫ম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। শেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমাতুল মজিদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম এর ৪০তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৬ জুলাই লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে ৪০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। দোয়া ও কুরআন পাঠের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাগণ পর্যায়ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে ১৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা বেগম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার ১৮তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৬ ও ৭ জুলাই দুই দিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় প্রধান অতিথি ছিলেন সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে। ইজতেমায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। এছাড়াও ইজতেমায় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বিভিন্ন সদস্যাগণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ৭ জুলাই পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ১৮তম বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শেষ করা হয়।

তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২২ ও ২৩ জুন নাসেরাতুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে পঞ্চম তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে রোযার গুরুত্ব বিষয়ে এবং শুদ্ধরূপে কুরআন পাঠসহ অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করা হয়। ক্লাস শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শাহজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জে ওসিয়্যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২০ জুলাই রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে ওসীয়্যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে। এতে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাগণ ওসীয়্যতের গুরুত্বের উপর পর্যায়ক্রমে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘরিলালে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ৩ হতে ৬ জুন ৪ দিনব্যাপী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘরিলালের উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাসে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়। উক্ত ক্লাসে ২২ জন খোদ্দাম আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

কে, এম, নজিবুল্যাহ হুসাইন

কৃতি ছাত্র

আমার ছেলে মোহাম্মদ মামুন শিকদার এবার এইচ,এস,সি বিজ্ঞান বিভাগে কুইঞ্জ কলেজ, ঢাকা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে এস, এস, সিতেও একই রেজাল্ট করেছিল। সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায় তাই জামাতের সকল ভাই বোনের কাছে দোয়ার আবেদন করছি, সে যেন ডাক্তার হয়ে আহমদীয়াত তথা ইসলামের আদর্শবান সেবক হতে পারে।

দোয়াপ্রার্থী
মোহাম্মদ কাওসার আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কাউনিয়া

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান- ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 75 | 3rd & 4th Issue
Fortnightly The Ahmadi
31th August, 2012 Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com